কুহুরানী

হুমায়ূন আহমেদ

প্রকাশক ❑ মনিরুল হক
অনন্যা
৩৮/২ বাংলাবাজার ঢাকা

প্রথম প্রকাশ ❑ ফেব্রুয়ারি ২০০৬
ষষ্ঠ মুদ্রণ ❑ জুন ২০০৯

স্বত্ব ❑ লেখক
প্রচ্ছদ ❑ আব্দুস শকুর অংকিত তৈলচিত্র অবলম্বনে

কম্পোজ ❑ তন্বী কম্পিউটার্স
৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ ❑ সুপার গ্রীন প্রেস
৬১ তনুগঞ্জ লেন, সূত্রাপুর, ঢাকা

দাম ❑ একশত বিশ টাকা

ISBN 984 412 567 7

Kuhurani by Humayun *Ahmed*
Published by : Monirul Hoque, Ananya 38/2 Banglabazar, Dhaka-1100
Sixth Edition : June 2009, Price : *Tk. 120.00 Only*

U.K Distributor ❑ **Sangeeta Limited**
22, Brick Lane, London

U.S.A Distributor ❑ **Muktadhara**
37-69, 74 St., 2nd floor, Jackson Heights, N.Y 11372

Canada Distributor ❑ **Anyamela**
300 Danforth Ave., *Toronto (1st floor), Suite-202*

এক জীবনে অনেক বই লিখেছি।
প্রিয় অপ্রিয় অনেককেই উৎসর্গ করা হয়েছে।
প্রায়ই ভাবি প্রিয় কেউ কি বাদ পড়ে গেল?
অতি কাছের কোনো বস্তুকে ক্যামেরা ফোকাস
করতে পারে না। মানুষও ক্যামেরার মতোই।
অতি কাছের জন ফোকাসের বাইরে থাকে।
ও আজন্ম পুত্রসম মাজহার বাদ পড়েছে।

মাজহারুল ইসলাম
সুকনিষ্ঠেষু

কমলফুল বিমল সেজখানি
নিলীন তাহে কোমল তনুলতা।
মুখের পানে চাহিনু অনিমেষে,
বাজিল বুকে সুখের মতো ব্যথা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

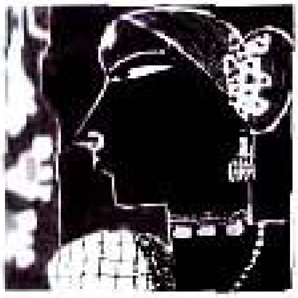

খায়রুন্নেসা আদর্শ বিদ্যালয়ের হেডমাস্টার মোফাজ্জল করিম এমএ বিটি (ফার্স্ট ক্লাস) সাহেবের মেজাজ এই মুহূর্তে খুবই খারাপ। মেজাজ খারাপ হলে তার মুখে থুথু জমে। সেই থুথু তাকে গিলে ফেলতে হয়। যেখানে সেখানে থুথু ফেলাকে তিনি অসভ্যতা মনে করেন। থুথু গিলতেও তার ঘেন্না লাগে। থুথু ফেলে দেওয়ার জিনিস, গেলার জিনিস না।

মোফাজ্জল করিম সাহেবের মেজাজ খারাপ হওয়ার কারণ আজ থার্ড পিরিয়ডে তিনি সপ্তম শ্রেণী খ শাখায় জানালা দিয়ে উঁকি দিয়েছিলেন। স্কুলের নতুন শিক্ষক হাসান আলী ক্লাস নিচ্ছে। পাটীগণিতের ক্লাস। নতুন শিক্ষক কেমন পড়ায় দেখা উচিত। মোফাজ্জল করিম সাহেব অবাক হয়ে দেখলেন, হাসান আলী রুমাল দিয়ে ক্লাসে ম্যাজিক দেখাচ্ছে। স্কুল হলো বিদ্যাশিক্ষার প্রতিষ্ঠান। এটা কোনো রঙ্গশালা না। হাসান আলীকে স্কুল কমিটি ম্যাজিক দেখানোর জন্য আনে নি। শিক্ষকের হাতে ম্যাজিকের রুমাল থাকবে না। থাকবে চক-ডাস্টার।

মোফাজ্জল করিম হাসান আলীকে চিরকুট পাঠিয়েছেন–

'টিফিন টাইমে সাক্ষাৎ করিবেন। অতীব জরুরি আলোচনা।'

মোফাজ্জল করিম টিফিন টাইমের জন্য অপেক্ষা করছেন। টিফিনের ছুটি একটা থেকে একটা চল্লিশ মিনিট। 'টিফিন টাইমের' বেশি দেরি নেই। তাঁর ঘড়িতে তেরো মিনিট বাকি। স্কুলের ঘড়িতে এগারো মিনিট। দুই মিনিটের এই পার্থক্য তিনি দূর করতে পারছেন না। বেশ কয়েকবারই স্কুলের ঘড়ির সঙ্গে তিনি নিজের ঘড়ি মিলিয়েছেন। কিছুদিন পার হতেই আবার দুই মিনিটের পার্থক্য। দুই মিনিট হেলাফেলার বিষয় না। সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দুই মিনিটে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে।

হেডমাস্টার মোফাজ্জল করিম সাহেবের বয়স একষট্টি। বেঁটেখাটো মানুষ। রোগা শরীর। মাথার চুল সবই পাকা। নাকের নিচে হিটলারের মতো গোঁফ আছে। স্কুলে শিক্ষকতা শুরু করার সময় তিনি নিজের চেহারায় কাঠিন্য নিয়ে আসার জন্য

হিটলারি গোঁফ রেখেছিলেন। মানুষ হিসেবেও হিটলারকে তার পছন্দ। ছাত্রজীবনে তিনি হিটলারের লেখা বই *মেইন ক্যাম্পফ* পড়েছিলেন। মোফাজ্জল করিম সাহেবের মতে, বিশৃঙ্খল পৃথিবী ঠিক করার জন্য হিটলারের মতো কঠিন শাসক প্রয়োজন। স্কুলের ছাত্রদের কাছে তার দুটি নাম আছে। 'তিতা টমেটো' এবং 'গর্জন স্যার'। তার গাত্রবর্ণ এবং কঠিন স্বভাবের দিকে লক্ষ্য রেখে তিতা টমেটো নামকরণ। এ নাম ঠিক আছে, তবে গর্জন স্যার নামটা ঠিক না। তিনি কখনো গর্জন করেন না। কথা বলেন নিচু স্বরে। শান্ত ভঙ্গিতে।

অঙ্ক শিক্ষক (সাধারণ নাম বিএসসি স্যার) হাসান আলী হেডমাস্টার সাহেবের ঘরে বসে আছেন। দুজনই মুখোমুখি। টিফিন পিরিয়ডে ছাত্ররা স্বভাবমতো স্কুল কম্পাউন্ডে হইচই-চেঁচামেচি করছে। অকারণ হইচই-চেঁচামেচি মোফাজ্জল করিম সাহেবের জন্য পীড়াদায়ক বলেই তিনি তার ঘরের মূল দরজা বন্ধ করে রেখেছেন। কার্তিক মাস। জানালা দিয়ে উত্তরের হাওয়া বইছে। ঘরের ভেতর আরামদায়ক উষ্ণতা। হেডমাস্টার সাহেবের গায়ে হালকা হলুদ রঙের স্যুট। গলায় কমলা রঙের টাই। তার দুটা স্যুট আছে। শীতের শুরু থেকেই তিনি স্যুট-টাই পরে ফিটফাট হয়ে স্কুলে আসেন। গরমের সময় পায়জামা-পাঞ্জাবি পরেন। পায়জামা-পাঞ্জাবিতে ইস্ত্রি থাকে। কাঁধে নীলের ওপর সাদা ফুলের কাজ করা একটা শাল থাকে। ছাত্রজীবনে তিনি একবার দার্জিলিং গিয়েছিলেন। টাইগার হিল থেকে সূর্যোদয় দেখার জন্য। নীল শালটা সেখান থেকেই কেনা। এক জায়গায় পোকায় কেটেছে। তবে ঠিকমতো ভাঁজ করে রাখলে পোকায় কাটা ছিদ্র দেখা যায় না।

হাসান আলী, কেমন আছেন?

জি স্যার, ভালো। আপনি ডেকেছিলেন, কী যেন বলবেন জরুরি।

আপনার খোঁজখবর নিতে পারি নি। আগে সেই খোঁজটা নিই। সেক্রেটারি সাহেবের বাড়িতেই তো আছেন?

জি স্যার।

থাকা-খাওয়ার কোনো সমস্যা কি আছে?

জি না।

সেক্রেটারি সাহেব দিলদরিয়া মানুষ। টাকা-পয়সাও প্রচুর আছে। উনার বাড়িতে খাওয়ার সমস্যা কোনোদিনই হবে না। তার পরও অন্যের বাড়িতে দীর্ঘদিন থাকা অপমানজনক। নিজে আলাদা থাকার জায়গার ব্যবস্থা করবেন। রান্নাবান্নার লোক রাখবেন কিংবা নিজেই রাঁধবেন। রন্ধন তেমন কঠিন কোনো বিষয় না।

স্যার আপনি কি নিজেই রাঁধেন?

আমার একটা লোক আছে। বজলু মিয়া নাম। কাজকর্ম করে, রান্নাবান্নাও করে। মাঝেমধ্যে সে উধাও হয়ে যায়। তখন আমিই রাঁধি। ভাত-ডাল, ডিম ভাজি, আলু ভর্তা। সম্প্রতি ছোট মাছ রান্না শিখেছি। একদিন চলে আসবেন, রেঁধে খাওয়াব।

জি আচ্ছা, স্যার।

আজই চলে আসুন। রাত আটটার দিকে চলে আসবেন।

জি আচ্ছা। স্যার, জরুরি কথাটা তো বললেন না!

ও আচ্ছা, জরুরি কথা।

মোফাজ্জল করিম একটু ঝুঁকে এগিয়ে এলেন। কঠিন কথা বলতে হবে। গলার স্বর আরো মোলায়েম করা প্রয়োজন। কঠিন কথা মোলায়েম করে বলতে হয়। মোলায়েম করলে কঠিন কথা আর কঠিন থাকে না।

আজ থার্ড পিরিয়ডে আপনি ছিলেন সপ্তম শ্রেণী খ শাখায়।

জি। পাটীগণিতের ক্লাস।

আমি বারান্দা দিয়ে যাচ্ছিলাম। জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখলাম আপনি অঙ্ক করাচ্ছেন না। রুমাল দিয়ে কী যেন করছেন।

ওদের একটা ম্যাজিক দেখাচ্ছিলাম।

আপনি অঙ্ক শিক্ষক, আপনি ওদের অঙ্ক শিখাবেন। ম্যাজিক দেখাবেন কেন?

হাসান বিব্রত ভঙ্গিতে বললেন, শুরুতে একটু 'মজা' করা।

স্কুল তো 'মজা' করার জায়গা না। বিদ্যাশিক্ষার জায়গা। তা ছাড়া ম্যাজিক মানেই ফাঁকি। ছাত্রদের ফাঁকির সঙ্গে পরিচয় করানো ঠিক না।

স্যার, এই ফাঁকি ক্ষতিকারক ফাঁকি না। আনন্দের ফাঁকি।

মোফাজ্জল করিম কঠিন গলায় বললেন, ফাঁকি মানেই ফাঁকি। ক্ষতির ফাঁকিও ফাঁকি, আনন্দের ফাঁকিও ফাঁকি। এ বিষয়ে আমার সঙ্গে তর্ক করবেন না।

জি আচ্ছা। স্যার আমি কি এখন উঠব?

আরেকটা কথা। গত বুধবার তিনটার দিকে দেখলাম, আপনি স্কুল কম্পাউন্ডের ভেতরে আমগাছ তলায় সিগারেট খাচ্ছেন। ধূমপান ছাত্রদের সামনে করবেন না। শিশুরা কোমলমতি। যা দেখে, তা-ই শেখে। শিক্ষকদের ধূমপান করতে দেখলে তারাও ধূমপান করা শিখবে। কিংবা ধূমপানে আগ্রহী হবে। ঠিক বলেছি না?

জি।

আপনাকে কিছু কঠিন কথা বললাম। দয়া করে কিছু মনে করবেন না।

শেক্সপিয়রের সেই বিখ্যাত উক্তি–

I have to be cruel
only to be kind.

স্যার, উঠি?

আর দুই মিনিট। নেয়ামতকে বেলের শরবত বানাতে বলেছি। শরবত খেয়ে যান। লিভারের মহৌষধ। কান্তিবর্ধক। বেল ও দুধ–এই জিনিস শরীরের কান্তি বর্ধন করে।

মোফাজ্জল করিম হাসান আলীর দিকে তাকিয়ে আছেন। এই মানুষটির কান্তি বর্ধনের জন্য দুধ-বেলের প্রয়োজন নেই। চেহারা যথেষ্ট কান্তিময়। দশ-বারো বছর আগে দেখা একটা বাংলা ছবির নায়কের সঙ্গে চেহারার মিল আছে। ছবির নাম মনে আসছে না, তবে কাহিনী মনে আছে। বিয়ের পরপরই নায়কের স্ত্রী মারা যায়। সে আবার বিয়ে করে। তখন প্রথম স্ত্রী নিশিরাতে তার কাছে আসে। তার সঙ্গে গল্প গুজব করে। ভৌতিক কাহিনী।

দপ্তরি নেয়ামত বেলের শরবত নিয়ে ঢুকেছে। এই শরবতই মোফাজ্জল করিম সাহেবের দুপুরের খাবার। তিনি একাহারি মানুষ। বেলের সময় বেলের শরবত। অন্য সময় লেবুর শরবত।

শরবতটা ভালো না?

জি, স্যার।

শিক্ষকতা করতে এসেছেন, একটা বিষয় আপনাকে বলে দিই। ছাত্ররা আড়ালে শিক্ষকদের নাম দেয়। তারা কী নাম দিচ্ছে এটা নিয়ে চিন্তার বিষয় আছে। শিক্ষক প্রসঙ্গে ছাত্রদের চিন্তা-চেতনা নামকরণে প্রতিফলিত হয়। ছাত্ররা আমাকে ডাকে 'গর্জন স্যার'। এর অর্থ আমাকে তারা ভয় পায়। শিক্ষককে অবশ্যই ছাত্ররা ভয় করবে। আপনার অতি কমনীয় চেহারা। অতি শুভ্র গাত্রবর্ণ। এখন আপনি যদি ছাত্রদের কাছে অযোগ্য শিক্ষক প্রমাণিত হন তারা আপনার নাম দিয়ে বসবে মাকাল ফল স্যার। এটা ঠিক হবে না। শুরুতেই সাবধান।

টিফিন পিরিয়ড শেষ হয়েছে। নিয়ামত ঘণ্টা দিচ্ছে। মোফাজ্জল করিম হাতঘড়িতে সময় দেখলেন। নিয়ামত মাঝেমধ্যে উল্টাপাল্টা ঘণ্টা দেয়। গত মাসের ৯ তারিখে ক্লাস শেষ হওয়ার পনেরো মিনিট আগে ঘণ্টা দিয়ে ফেলল। তাকে তিরিশ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। প্রতি মাসে দশ টাকা করে কাটা হবে। এক মাসেরটা কাটা হয়েছে।

মোফাজ্জল করিম কাগজপত্র নিয়ে বসেছেন। দুটো গুরুত্বপূর্ণ চিঠি তাকে

পাঠাতে হবে। একটা ডিস্ট্রিক্ট এডুকেশন অফিসার আবদুল গনি সাহেবের কাছে। আরেকটা নেত্রকোনা জেলা প্রশাসকের কাছে। জেলা প্রশাসকের নাম তিনি জানেন না। এটা একটা সমস্যা। জেলা প্রশাসকের নাম না জানাটা একটা ত্রুটি। তাঁর নাম ছাড়া চিঠি পাঠানো অনুচিত হবে। বেয়াদবিও হবে। নামটা জানতে হবে। তবে চিঠির মুসাবিদা করে রাখা যায়। তিনি দুটো চিঠিরই মুসাবিদা করবেন। চিঠিগুলো লেখাবেন আরবি শিক্ষক মাওলানা আবুল বাসারকে দিয়ে। যার হস্তাক্ষর মুক্তার মতো।

পত্র নং ১
(মুসাবিদা)

জনাব আবদুল গনি
ডিস্ট্রিক্ট এডুকেশন অফিসার
জেলা নেত্রকোনা
বাংলাদেশ।

বিষয়: খায়রুন্নেসা আদর্শ হাইস্কুলের জন্য ফুটবলের আবেদন।

জনাব,

যথাবিহিত সম্মানপূর্বক নিবেদন, গত বর্ষা মৌসুমে আমাদের স্কুল কোনো প্রকার খেলার সরঞ্জাম সাহায্য হিসেবে পায় নাই। অথচ এই অঞ্চলের দুটি স্কুল ফুটবল এবং পাম্পার পাইয়াছে। সরকারি তালিকাভুক্ত স্কুল হওয়া সত্ত্বেও আমাদের স্কুল কেন বাদ পড়িল ইহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। বিষয়টির প্রতি মহোদয়ের সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। কোমলমতি শিশুদের মানসিক বিকাশের জন্য শিক্ষার পাশাপাশি খেলাধুলারও প্রয়োজন আছে। এ বিষয়ে আপনাকে বলা ধৃষ্টতার শামিল। তবুও না বলিয়া পারিলাম না। নিজগুণে আপনি আমার ধৃষ্টতা ক্ষমাসুন্দর চোখে দেখিবেন। ইহাই কামনা।

ইতি আপনার একান্ত বাধ্যগত

মোফাজ্জল করিম
এমএ বিটি (প্রথম শ্রেণী)
প্রধান শিক্ষক
খায়রুন্নেসা আদর্শ উচ্চবিদ্যালয়
নয়াপাড়া, পো. অ.: নয়াপাড়া
নেত্রকোনা।

পত্র নং ২

(মুসাবিদা)

জনাব... নাম (পরে সংগ্রহ করা হইবে)
জেলা প্রশাসক
নেত্রকোনা।

বিষয়: নয়াপাড়ায় সার্কাস পার্টির আগমন নিষিদ্ধকরণ বিষয়ে আবেদন।

জনাব,

সবিনয়ে নিবেদন, নেত্রকোনা অঞ্চলের অল্পকিছু বিশিষ্ট জনপদের মধ্যে নয়াপাড়া অন্যতম। ইহা মরমী কবি সাধু খাঁর জন্মস্থান। এখানে দুটি হাইস্কুল আছে, যথাক্রমে খায়রুন্নেসা আদর্শ বিদ্যালয় এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হাইস্কুল। ঢাকা হাইকোর্টের বিচারপতি জনাব এম হোসেন নয়াপাড়ার সঙ্গে বৈবাহিক সূত্রে যুক্ত।

বর্তমানে আমরা নয়াপাড়াবাসী উদ্বিগ্ন। কারণ নিউ বেঙ্গল সার্কাস পার্টি নামে একটি সার্কাস পার্টি নয়াপাড়ায় দীর্ঘ এক মাসের জন্য ঘাঁটি গাড়িতেছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। বর্তমান সার্কাস পার্টিগুলো আগের মতো নাই। জন্তু-জানোয়ার ও শারীরিক কসরতের বাহিরেও তাদের নানা কর্মকাণ্ড। যেমন, জুয়া ও নারীব্যবসা। সার্কাস পার্টি নয়াপাড়ায় আস্তানা পাতামাত্রই যুবসমাজ বিপথে যাইবে। এইদিকে স্কুলের বাৎসরিক পরীক্ষাও সন্নিকটে। পড়াশোনায় ছাত্রছাত্রীদের মনোসংযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইবে। খায়রুন্নেসা আদর্শ বিদ্যালয় এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হাইস্কুলের শিক্ষক, অত্র দুই স্থানের অভিভাবক এবং স্থানীয় বিশিষ্টজনদের সম্মতিতে আপনার নিকট এই আপত্তিপত্র দেওয়া হইল। (সংযুক্ত দস্তখতকারীদের নামের তালিকা) জনাব আপনি সব বিবেচনা করিয়া ব্যবস্থা নিবেন ইহাই আপনার নিকট আমাদের আর্জি। বিষয়টির প্রতি আপনার আশু হস্তক্ষেপ কামনা করিতেছি।

ইতি
মোফাজ্জল করিম
এমএ বিটি (প্রথম শ্রেণী)
খায়রুন্নেসা আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়
নয়াপাড়া, পো. অ.: নয়াপাড়া
জেলা: নেত্রকোনা।

স্কুল ছুটি হয় চারটায়। মোফাজ্জল করিম সাহেব সন্ধ্যা পর্যন্ত স্কুলে থাকেন। এই সময়টা তিনি কাটান বাগানে। স্কুলের পেছনের বেশ অনেকখানি জায়গায় তিনি ঔষধি বৃক্ষের বাগান করেছেন। গাছগুলোর সেবাযত্ন করা, পাশে দাঁড়িয়ে গাছের সঙ্গে দুয়েকটা কথা বলা তার বহুদিনের অভ্যাস। জীবজন্তুর মতো গাছও মানুষের ভালোবাসার কাঙাল। গাছের ভাষা নেই বলে সে কিছু প্রকাশ করতে পারে না। তবে তারা মানুষের ভাষা বুঝে। একটা বইয়ে এ রকম কথা লেখা আছে। বইটার নাম *মহাবিশ্বের মহাবিস্ময়*। লেখকের নাম যোগিন্দ্রনাথ।

ঔষধি গাছগুলো তিনি নানানভাবে জোগাড় করেছেন। বেশির ভাগ তার ছাত্ররা এনে দিয়েছে। স্কুলের আরবি শিক্ষকের বাড়ি কুমিল্লায়। তিনি যতবারই দেশে যান কিছু গাছ নিয়ে আসেন। গতবার এনেছেন একটা কুরচি গাছের চারা। সংস্কৃতে এর নাম গিরিমল্লিকা। গাছের পাতা প্রায় এক ফুটের মতো লম্বা। দেখতে খুবই সুন্দর। কুরচি চারাটার কোনো একটা সমস্যা হয়েছে। গাছের পাতা হলুদ হয়ে পড়ে যাচ্ছে।

মোফাজ্জল করিম কুরচি গাছের পাশে এসে দাঁড়ালেন। বিড়বিড় করে বললেন, তোর সমস্যাটা কী বল দেখি? অজানা দেশের মাটিতে তোকে পোঁতা হয়েছে বলে ভালো লাগছে না? কী করবি বল? এটা তোর কপাল। তোর যত্ন তো আমরা ঠিকই করছি। এ রকম মনমরা হয়ে থাকলে চলে?

তিনি যখন গাছের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন তখন দপ্তরি নিয়ামত দূর থেকে কান খাড়া করে শোনে। হেডমাস্টার সাহেবের মাথায় যে পোকা আছে এই বিষয়ে সে নিশ্চিত। তবে হেডস্যারের মাথার পোকা নিয়ে সে কারো সঙ্গে কথা বলে না। কী দরকার! সব মানুষের মাথায় পোকা থাকে। কারোর বেশি থাকে, কারোর কম থাকে। হেডস্যারের বেশি আছে। থাকুক।

মাগরিবের নামাজের পরপর দপ্তরি নিয়ামতকে নিয়ে মোফাজ্জল করিম বাড়ির উদ্দেশে রওনা হন। নিয়ামতের এক হাতে থাকে হ্যারিকেন অন্য হাতে পাকা বাঁশের লাঠি। লাঠির মাথায় কয়েকটা ঘুঙুর বাঁধা। নিয়ামত যখন হাঁটে তখন ডাকহরকরার মতো তার হাতের লাঠি বাজে। এই লাঠি মোফাজ্জল করিম সাহেব বানিয়ে দিয়েছেন। তার উদ্দেশ্য একটাই–তিনি যখন হাঁটবেন, ছাত্ররা বুঝবে গর্জন স্যার যাচ্ছেন। তারা ভয়ে বই নিয়ে বসবে। ঝুনঝুন শব্দ শুনে একই সঙ্গে সাপখোপ ভয় পেয়ে দূরে থাকবে। মোফাজ্জল করিম সাহেবের প্রবল সর্পভীতি। তিনি প্রায় রাতেই সাপের স্বপ্ন দেখেন।

একটা স্বপ্নে সাপ তার ডান পা পেঁচিয়ে ধরে ফণা তুলে থাকে। এই স্বপ্ন দেখার পরপর তার ডান পায়ের হাঁটুতে বেদনা হয়। ঠিকমতো হাঁটতে পারেন না।

ভালো কোনো খোয়াবনামার বই থাকলে স্বপ্নের ব্যাখ্যাটা পাওয়া যেত। খোয়াবনামার একটা চটি বই তার কাছে আছে। সেখানে লেখা–

সর্প দেখিলে শত্রু বৃদ্ধি হয়।

মোফাজ্জল করিমের ধারণা শত্রু বৃদ্ধির কথা ঠিক না। তার যেমন বন্ধু নেই। শত্রুও নেই।

আকাশে কার্তিক মাসের নবমীর চাঁদ। মোফাজ্জল করিম সাহেব বাড়ির উঠানে রান্না বসিয়েছেন। তার বাড়ির বারান্দায় হারিকেন জ্বলছে। যেখানে রান্না হচ্ছে সেখানে কোনো আলো নেই। আলো থাকলে পোকা উড়ে আসবে। তবে চাঁদের আলো আছে। এই আলোতে মোটামুটিভাবে সবই দেখা যাচ্ছে। মোফাজ্জল করিম বসেছেন মোড়ার ওপর। হাসান আলী বসেছে জলচৌকিতে। মোফাজ্জল করিমের মুখে থুতু জমছে। তার মেজাজ খারাপ। বজলু মিয়া আবার উধাও হয়েছে। বাড়িতে অতিথি এসেছে। তিনি নিজে দাওয়াত করে এনেছেন। অতিথিকে খাওয়াবেন কী? ডিম থাকলে ডিম ভেজে দেওয়া যেত। ডিমও নেই।

হাসান আলী।

জি, স্যার।

বজলু মিয়া চলে গিয়ে বিরাট বেকায়দায় ফেলেছে। ঘরে কোনো আয়োজন নেই। আলুভর্তা, ডাল-ভাত। খেতে পারবে না?

পারব, স্যার।

তুমি করে বলেছি, তুমি আমার পুত্র মারুফের বয়সী। এই ভরসায় বললাম।

হাসান আলী বিস্মিত হয়ে বলল, স্যার, আপনার পুত্র আছে!

মোফাজ্জল করিম শান্ত ভঙ্গিতে বললেন, সন্তান প্রসব করতে গিয়ে আমার স্ত্রী মারা যায়। প্রথমে মাতার মৃত্যু, তারপর সন্তানের মৃত্যু। দুই ঘণ্টা ছাব্বিশ মিনিটের ব্যবধান।

স্কুলের আরবি শিক্ষক মাওলানা আবুল বাসার সাহেব বললেন, জানাজার আগে সন্তানের নাম দিতে হবে। আমি নিজের নামের সঙ্গে মিলিয়ে নাম দিলাম মারুফুল করিম। নামটা সুন্দর না?

জি, স্যার।

মেয়ে হলে নাম দিতাম চন্দ্রাবতী। আমার স্ত্রীর নাম জোছনা। জোছনার সঙ্গে মিলিয়ে চন্দ্রাবতী। চন্দ্রাবতী নামটা কেমন?

এই নামটাও সুন্দর।

হিন্দুয়ানি না?

সামান্য।

আমার ছেলে মারুফুল করিম বেঁচে থাকলে তোমার চেয়েও সুন্দর হতো। তার মায়ের মতো বড় বড় চোখ ছিল। আমি কোলে নিতেই পিটপিট করে তাকাল। তার মৃত্যু আমার কোলে হয়েছে। এর জন্য আল্লাহপাকের দরবারে শুকরিয়া।

হাসান বিস্মিত হয়ে বলল, শুকরিয়া কেন, স্যার?

ছেলেটার মা আগে মারা গিয়েছে। মৃত মানুষটার জন্যই সবাই ব্যস্ত। কান্নাকাটি করছে। ছেলেটার দিকে কেউ তাকাচ্ছে না। সে তো বিছানায় মারা যেতে পারত। পারত না?

জি, স্যার।

পিতার কোলে মারা গিয়েছে, এটা খারাপ না। আমাদের নবীজির একমাত্র পুত্র ইব্রাহিমও নবীজির কোলে মারা গিয়েছিলেন। তখন নবীজি কাঁদতে কাঁদতে বলেছিলেন, পিতার কোলে সন্তানের লাশ এই জগতের সবচেয়ে ভারী বস্তু।

হাসান আলী বলল, স্যার, আপনি পরে আর বিয়ে করেন নি?

মোফাজ্জল করিম বললেন, না। ইচ্ছা হয় নাই। বাড়ির পিছনেই স্ত্রী এবং সন্তানের কবর দিয়েছি। দুইজনের কবরেই টগর গাছ লাগিয়ে দিয়েছি। বিরাট গাছ হয়েছে। সাদা ফুল ফোটে। জোছনার সময় বড়ই সৌন্দর্য। আমার স্ত্রীর নাম যে জোছনা তোমাকে বলেছি না?

বলেছেন।

এখন বলো দেখি, আমার স্ত্রীর গাত্রবর্ণ কেমন ছিল?

শ্যামলা ছিল, স্যার।

ঠিকই বলেছ। উজ্জ্বল শ্যাম। কীভাবে বললে?

ভাবির গায়ের রঙ যদি চাঁদের মতো হতো তাহলে আপনি এই প্রশ্ন করতেন না।

বুদ্ধিমানের মতো কথা বলেছ। গুড। জোছনার জন্মের পর তাকে আমার শ্বশুর সাহেবের কোলে দিয়ে বলা হলো, মন খারাপ করবেন না মেয়ে কালো হয়েছে। তখন আমার শ্বশুর সাহেব বললেন, এই কালো মেয়েই আমার কাছে জোছনার আলো। আমি এই মেয়ের নাম রাখলাম জোছনা। জোছনা চাঁদের আলো– হাসান আলী, তোমার কি ক্ষুধা হয়েছে?

সামান্য হয়েছে।

আর পাঁচ-দশ মিনিট। পুরনো ডাল সিদ্ধ হতে চায় না। এই ফাঁকে তুমি তোমার খেলাটি দেখাও।

হাসান আলী বিস্মিত হয়ে বলল, কী খেলা?

রুমাল দিয়ে সপ্তম শ্রেণী খ শাখায় যে খেলাটা দেখাচ্ছিলে। রুমাল আছে না?

জি, স্যার, আছে।

দেখাও খেলাটা।

মোফাজ্জল করিম মুগ্ধ হয়ে ম্যাজিক দেখলেন। একটা এক টাকার মুদ্রা রুমালে রাখা হলো। মুদ্রাটা রুমাল দিয়ে ঢাকা হলো। মন্ত্র পড়া হলো–হিং টিং ছট। রুমাল খোলা হলো। মুদ্রা অদৃশ্য।

মোফাজ্জল করিম বললেন, এটা কীভাবে করলে? কৌশলটা কী?

কৌশল হলো, স্যার, কয়েন হাতের তালুতে লুকিয়ে রাখা। এটাকে বলে পামিং।

কী বলে?

পামিং। স্যার, দেখুন কীভাবে করি।

মোফাজ্জল করিম ম্যাজিক দেখে যত না মুগ্ধ হলেন ম্যাজিকের কৌশল দেখে তার চেয়েও মুগ্ধ হলেন। লজ্জিত গলায় বললেন, আমি কি পারব?

চেষ্টা করলে অবশ্যই পারবেন।

ঠিকই বলেছ। চেষ্টায় হয় না এমন জিনিস নাই। নেপোলিয়ানের সেই বিখ্যাত কথা, Impossible is the word found only in the dictionary of fools.

রাত হয়েছে দশটা। এশার নামাজ শেষ করে মোফাজ্জল করিম শোবার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। বজলু মিয়া এখনো ফিরে নি। মনে হয় আজ রাতে সে ফিরবে না। বজলুর জন্য হাঁড়িতে ভাত রাখা আছে। যদি ফিরে, খেয়ে নিতে পারবে। তিনি যদি নিশ্চিত হতেন সে ফিরবে না, তাহলে ভাতে পানি দিয়ে রাখতেন। খাদ্যদ্রব্য নষ্ট করা ঠিক না। আল্লাহপাক অসন্তুষ্ট হন।

মোফাজ্জল করিম সাহেবের ঘরের পূর্বদিকের জানালাটা খোলা। জানালা দিয়ে মারুফুল করিমের বাঁধানো কবর এবং জোছনার কবরের একটা অংশ দেখা যায়। তিনি এখন যেখানে বসে আছেন সেখান থেকে শুধুই তার পুত্রের কবর দেখা যাচ্ছে। কবরের ওপর টগর গাছটা কী সুন্দরই না হয়েছে! মনে হয় একটা ছাতা। রোদ-বৃষ্টি থেকে কবরটাকে রক্ষা করার চেষ্টা।

বাতাসে টগর গাছের পাতা নড়ছে। পাতা নড়ার জন্য জোছনা কাঁপছে। মনে হচ্ছে হাজার হাজার জোনাকি পোকা জ্বলছে-নিভছে। মোফাজ্জল করিম সাহেব খাট থেকে নেমে জানালার পাশে এসে দাঁড়ালেন। জোছনার কবরের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন।

রাতে শোবার আগে কবরের দিকে তাকিয়ে থাকার পেছনে একটা কারণ

আছে। বজলু মিয়া মোফাজ্জল করিমকে কয়েকবারই বলেছে, সে নাকি হঠাৎ হঠাৎ ঘুম ভাঙলে দেখে একটা মেয়ে একটা ছোট ছেলের হাত ধরে কবরের চারপাশে হাঁটে। তার ধারণা মেয়েটা হেডস্যারের স্ত্রী জোছনা চাচি। ছেলেটা স্যারের পুত্র মারুফুল করিম।

মোফাজ্জল করিম বজলু মিয়ার কথায় কোনো গুরুত্ব দেন নি। বজলু মিয়ার গাঁজা খাওয়ার অভ্যাস। গাঁজা খেয়ে সে কী না কী দেখে। তা ছাড়া মৃত্যুর পর মানুষ ভূত হয় না। তর্কের খাতিরে যদি স্বীকার করে নেওয়া হয় মৃত্যুর পর মানুষ ভূত প্রেত হয়, তাহলেও কথা থাকে। মারুফুল করিম যে বয়সে মারা গেছে সেই বয়সে সে হাঁটতে পারে না। বজলু মিয়া যে বাচ্চাটিকে মায়ের হাত ধরে হাঁটতে দেখে সেই বাচ্চা মারুফুল করিম না। যদি সে মারুফুল করিম হয় তাহলে ধরে নিতে হবে মানুষের মতো ভূতদেরও বয়স বাড়ে। সেটা কি সম্ভব?

পাশের ঘরে খুটখাট শব্দ হচ্ছে। কুপি জ্বালানো হলো। মোফাজ্জল করিম বললেন, কে?

সঙ্গে সঙ্গে কুপি ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে ফেলা হলো। ঘর হয়ে গেল অন্ধকার।

মোফাজ্জল করিম বলল, কে, বজলু মিয়া?

বজলু ক্ষীণস্বরে বলল, জি চাচাজি।

কই গিয়েছিলি?

বজলু জবাব দিল না। মোফাজ্জল করিম বললেন, তোকে দিয়ে আমাকে পোষাবে না। তুই সকালবেলা বিছানা-বালিশ নিয়ে চলে যাবি।

জি আচ্ছা, চাচাজি।

বজলু আনন্দের সঙ্গেই বলল জি আচ্ছা, চাচাজি। কারণ সে জানে বিছানা-বালিশ নিয়ে চলে যাওয়ার কাজটি তাকে কখনো করতে হবে না। অতীতেও অনেকবার তার চাকরি চলে গেছে তারপরেও সে এখানেই আছে।

বজলু খাওয়া-দাওয়া করেছিস?

জে, না।

হাঁড়িতে ভাত আছে। সামান্য ডালও আছে। খেয়ে নে।

আচ্ছা।

সকালবেলা কিন্তু বিছানা-বালিশ নিয়ে চলে যাবি। ঘুম থেকে উঠে যেন তোকে না দেখি।

জি, আচ্ছা। চাচাজি নয়াপাড়ায় সার্কাস আসতেছে শুনেছেন? বিরাট দল। বাঘ আছে, সিংহ আছে, ভালুক আছে...পরীর মতো খুব সুন্দর মেয়ে আছে এগারোটা।

তুই কি দেখেছিস?

জে, না।

তাহলে বুঝলি কী করে পরীর মতো খুবসুরত।

লোকমুখে শুনেছি।

কথা বন্ধ। ভাত খা।

মোফাজ্জল করিম জানালা বন্ধ করলেন। জানালা খোলা রেখে তিনি ঘুমাতে পারেন না। নিজেকে নগ্ন নগ্ন লাগে। ভাদ্র মাসের গরমেও তাকে জানালা বন্ধ রাখতে হয়।

মোফাজ্জল করিম শুয়ে আছেন। খাটের পাশে রাখা চেয়ারে হারিকেন জ্বলছে। ঘুমানোর আগে তিনি তিনটা নতুন ইংরেজি শব্দ শিখেন। তার দীর্ঘদিনের অভ্যাস। একটাই সমস্যা বেশির ভাগ শব্দই মনে থাকে না। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে স্মৃতিশক্তি নষ্ট হচ্ছে।

বার্ধক্য স্মৃতিবিনাশিনী। মোফাজ্জল করিম ডিকশনারি খুললেন–

Fidget	:	শরীর বা শরীরের অংশবিশেষ অস্থিরভাবে নাড়াচাড়া করা বা করানো। verb. The boy was fidgeting with knife and fork.
Fiat	:	শাসক কর্তৃক প্রদত্ত হুকুম। Noun. আচ্ছা. *Fiat* নামে একটা গাড়ি আছে না? এই Fiat কি সেই Fiat?
Fiasco	:	কোনো উদ্যোগে চরম ব্যর্থতা। Noun. আচ্ছা, এই শব্দটা তো তিনি আগে জানতেন। এখন কীভাবে ভুলে গেলেন? Yesterday's play at the Mahila Samiti auditorium was a fiasco.

মোফাজ্জল করিম ডিকশনারি বন্ধ করলেন। হারিকেন নেভাতে গিয়ে লক্ষ করলেন, হারিকেনের পাশে হাসান আলীর রুমাল এবং মুদ্রা। সে কি ভুল করে ফেলে গেছে? নাকি তার আগ্রহ দেখে ইচ্ছা করে রেখে গেছে?

মানুষের পক্ষে কোনো কিছুই অসম্ভব না। ম্যাজিকের পামিং কৌশল শেখা কঠিন হবে না। ইংরেজিতে একটা কথা আছে, Even an old dog can learn few new tricks.

মোফাজ্জল করিম গভীর রাত পর্যন্ত পামিং করার চেষ্টা করলেন। একবার-দুবার পারলেন। বড়ই জটিল কৌশল।

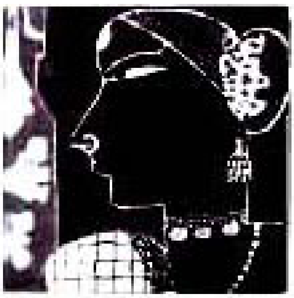

কার্তিক মাসের আঠারো তারিখ সকালে নিউ বেঙ্গল সার্কাস পার্টি নয়াপাড়া উপস্থিত হলো। সার্কাসের দুটো হাতির একটা খায়রুন্নেসা আদর্শ হাইস্কুলের পাশের খাদে পড়ে গেল। ছাত্ররা স্কুল ফেলে মজা দেখতে চলে এল। বিরাট মজা। হাতি খাদ থেকে উঠতে চেষ্টা করছে। পা পিছলে বারবার পড়ে যাচ্ছে। হাতির গলার ঘণ্টা বেজেই যাচ্ছে। হাতি যতবারই পা পিছলে পড়ছে ততবারই দর্শকদের হাততালি পড়ছে। অসহায় ক্রুদ্ধ পশুর কর্মকাণ্ডে তারা বড়ই মজা পাচ্ছে।

মোফাজ্জল করিম সাহেব থমথমে মুখে তার ঘরে বসে আছেন। ছাত্রদের ব্যবহারে তিনি মর্মাহত। ক্লাস ফেলে তারা দৌড়ে হাতি দেখতে চলে গেল, এটা কেমন কথা? শুধু ছাত্ররা ছুটে চলে গেলে একটা কথা ছিল। ছাত্রদের পেছনে পেছনে দুজন শিক্ষকও গেছেন।

ছাত্রদের অবশ্যই শাস্তি হবে। সবাই অ্যাসেম্বলি মাঠে লাইন করে দাঁড়াবে। সবাই কানে ধরে থাকবে। এক ঘণ্টা কানে ধরে থাকার পর তারা একসঙ্গে বলবে, 'অপরাধ করেছি। ক্ষমা চাই।' ছাত্রদের ক্ষমা প্রার্থনার পর তিনি বিবেচনা করবেন ক্ষমা করা যায় কি না। যদি মনে করেন ক্ষমা করা যায় না, তাহলে আরো এক ঘণ্টা। ছাত্রদের শাস্তি না হয় দেয়া গেল; কিন্তু শিক্ষকদের কী হবে? যে দুজন শিক্ষক ছাত্রদের পেছনে পেছনে গেছেন মোফাজ্জল করিম তাদের নাম লিখছেন। নাম লাল কালি দিয়ে লেখা। তার হাতে ক্ষমতা থাকলে দুজন শিক্ষককে তাৎক্ষণিক বরখাস্ত করতেন। সেই ক্ষমতা তাঁর হাতে নেই। তিনি যা পারেন তা হলো স্কুল কমিটির কাছে অভিযোগ। কঠিন অভিযোগ। অভিযোগের মুসাবিদা এখনই করে ফেলা দরকার। মোফাজ্জল করিম লাল কালি দিয়েই মুসাবিদা শুরু করলেন–

(মুসাবিদা)

স্কুল কমিটি

খায়রুন্নেসা আদর্শ উচ্চবিদ্যালয়

নেত্রকোনা।

বিষয়: শিক্ষকের কর্মে অবহেলা।

জনাব,

যথাবিহিত সম্মান প্রদর্শনপূর্বক নিবেদন। অদ্য...

এ পর্যন্ত লেখার পরই তাকে থামতে হলো। আরবি শিক্ষক মাওলানা আবুল বাসার ঢুকলেন। তার মুখ ভর্তি হাসি। এবং মুখ ভর্তি পান। পানের রস গড়িয়ে পাঞ্জাবীতে পড়েছে। সেদিকেও খেয়াল নেই। মাওলানা হেডমাস্টার সাহেবের সামনের চেয়ারে বসতে বসতে বললেন, স্যার, হাতি উঠেছে।

মোফাজ্জল করিম বললেন, হাতি উঠেছে মানে কী?

একটা হাতি খাদে পড়ে গিয়েছিল, কিছুক্ষণ আগে উঠেছে। মহিষ দিয়ে টেনে তুলতে হয়েছে। হাতির মতো বিশাল জানোয়ারকে টেনে তুলেছে মহিষ। দেখার মতো দৃশ্য।

আপনি সেখানে ছিলেন নাকি?

জি, ছিলাম। দড়ির টানে হাতির পা দিয়ে রক্ত পড়ছে। বেচারা জখম হয়েছে।

মোফাজ্জল করিম চাপা নিঃশ্বাস ফেললেন। কর্মে অবহেলার অভিযোগনামায় মাওলানা আবুল বাসারের নামও ঢুকবে। এই মানুষটিকে তিনি অত্যন্ত পছন্দ করেন। একজনকে পছন্দ করা মানে তার অপরাধ ক্ষমা করা নয়। অপরাধ ব্যক্তিগত পছন্দের ধার ধারে না।

মাওলানা পাঞ্জাবির পকেট থেকে পানের কৌটা বের করতে করতে বললেন, একটা পান খাবেন নাকি, স্যার?

আমি স্কুল চলাকালীন সময়ে পান খাই না।

স্কুল তো আর চলছে না। ছুটি।

ছুটি কে দিয়েছে?

কেউ দেয় নাই। আপনা-আপনি ছুটি। ছাত্ররা সব সার্কাস দলের সাথে আছে। ওদের পিছনে পিছনে ঘুরছে। মহানন্দ।

মোফাজ্জল করিম হাত বাড়িয়ে পান নিলেন। তাঁর মন খুবই খারাপ হলো। মাওলানা বললেন, সার্কাস পার্টির ম্যানেজার সাহেবের সঙ্গে কথা হলো। নাম ইয়াকুব। টাঙ্গাইলের ঘাটাইল উপজেলায় বাড়ি। মনে হলো বিশিষ্ট ভদ্রলোক। স্কুলের সব শিক্ষকের জন্য পাস পাঠাবেন বলেছেন।

মোফাজ্জল করিম বললেন, সার্কাসের আলাপ শুনতে আর ভালো লাগছে না।

মাওলানা বললেন, তারা চেষ্টা করবে আজই প্রথম শো করতে। তাদের জন্য একদিন বসে থাকাও লোকসান।

মোফাজ্জল করিম বললেন, তাদের যেমন একদিন বসে থাকা লোকসান, আমাদেরও সে রকম একদিন ক্লাস না হওয়া লোকসান। তাদের চেয়েও বড় লোকসান।

তা ঠিক। স্যার, যদি আজ শো হয় যাবেন নাকি? অনেক দিন সার্কাস দেখি না। এদের দলটাও ভালো। চিতাবাঘ আছে, উট আছে, একটা অজগর সাপও আছে।

সাপের কথায় মোফাজ্জল করিম শিউরে উঠলেন। এই প্রাণীটার নাম শুনলেও তার কপাল ঘামে। মোফাজ্জল করিম বললেন, সাপ দিয়ে সার্কাসওয়ালারা কী করবে?

মাওলানা বললেন, আছে নিশ্চয়ই তাদের কোনো খেলা। স্যার, আজ যদি শো হয়, তাহলে ইয়াকুব সাহেব এসে আপনার হাতে পাস দিয়ে যাবে।

ইয়াকুব সাহেবটা কে?

একটু আগে বললাম না? ম্যানেজার। বিশিষ্ট ভদ্রলোক। নম্র ভদ্র।

নিউ বেঙ্গল সার্কাস পার্টির ম্যানেজার মোহাম্মদ ইয়াকুব আসলে সার্কাসের মালিক। মালিক পরিচয় গোপন রেখে তিনি ম্যানেজার পরিচয় দেন। এতে অনেক সুবিধা। সময়ে-অসময়ে বলতে পারেন— 'মালিকের নিষেধ আছে। মালিকের অনুমতি ছাড়া কাজটা করতে পারব না।' মালিককে আড়ালে রাখা অনেক ভালো। আড়ালের মানুষকে নানানভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব।

মোহাম্মাদ ইয়াকুবের বয়স পঞ্চাশ। শক্ত-সমর্থ চেহারা। নাক চাপা, চোখ ছোট ছোট বলে তাকে উপজাতীয় মনে হয়। ভদ্রলোকের চুলে এখনো পাক ধরে নি। চেহারায় ভালোমানুষি আছে। কথাবার্তা অত্যন্ত গোছালো। বিএ পাস করেছেন, কিন্তু কথা উঠলেই বলেন, 'আমি মূর্খ. আমার পড়াশোনা ক্লাস সেভেন। মূর্খের কথা বিবেচনা করার কিছু নাই।'

ঝাঁকড়া বটগাছের ছায়ার নিচে প্লাস্টিকের চেয়ারে মোহাম্মদ ইয়াকুব বসে আছেন। তার সামনে আরেকটা চেয়ার, সেই চেয়ারে পা তোলা। ইয়াকুবের হাতে বড় কাচের গ্লাস। গ্লাসে করে তিনি ডাবের পানি খাচ্ছেন। ডাবের পানির সঙ্গে অন্য জিনিস মিশ্রিত আছে (কেরু কোম্পানির ভদকা)। এমনিতে তিনি দুপুরে কোনো মদ্যপান করেন না। তিনি মদ্যপান করেন শো শেষ হওয়ার পর রাত ১১টা থেকে ১টা পর্যন্ত। এ সময় তার তাঁবুতে কুহুরানী ছাড়া কেউ ঢুকতে পারে না।

কুহুরানী সার্কাস দলের সঙ্গে তেরো বছর ধরে আছে। সে এগারো বছর বয়সে সার্কাসে এসেছিল, এখন বয়স চব্বিশ। মেয়েটি কৃষ্ণকালো। অতি সুগঠিত শরীর। মুখ মায়াময়। বড় বড় চোখ। চুল লম্বা এবং লালচে। টকটকে লাল পোশাকে সে যখন দড়ির ওপর চোখ বন্ধ করে হেঁটে যাওয়ার খেলা দেখায়, তখন দর্শকরা আধাপাগলের মতো হাততালি দেয়। দড়ির খেলা ছাড়াও সে ট্রাপিজের খেলা দেখায়। ম্যাজিশিয়ান প্রফেসর বাবুলের ম্যাজিকেও অংশ নেয়।

ইয়াকুবের সার্কাসে কুহুরানী ছাড়াও আরো তিনজন রূপবতী আছে। একজন আছে মীনা কুমারী (আসল নাম সালমা খাতুন)। অতি রূপবতী। তার দিকে দর্শকদের চোখ তেমন যায় না। কেন যায় না, এই রহস্য ইয়াকুব এখনো বের করতে পারেন নি। মীনা কুমারীর আগুনের বারবেলের খেলা চমৎকার। দর্শকদের দম বন্ধ করে দেখতে হয়। সে কয়েক দফা এসে খেলা দেখায়। খেলার শেষে তালি ঠিকই পায়। কিন্তু কুহুরানীর মতো পায় না। কুহুরানী স্টেজে ঢোকার পর থেকে তালি পড়তে থাকে। ছন্দা বলে একটা মেয়ে আছে, লাঠি এবং বলের খেলা দেখায়। মেয়েটার একটাই সমস্যা- সে বেঁটে। অতিরিক্তি বেঁটে। অনেক জায়গায় দেখা গেছে ছন্দা রিং-এর ভেতর ঢুকতেই দর্শকরা চেঁচিয়ে উঠেছে, বাঁটু আসছে! বাঁটু!

কমলারাণী বলে তৃতীয় মেয়েটি বাঘের এবং অজগরের খেলার সময় উপস্থিত থাকে তবে সে তেমন কিছু জানে না। কমলারাণী অতিরিক্ত লম্বা। এই মেয়েটিও সুন্দর তবে তার দাঁত খারাপ। যে কারণে সে কখনো হাসে না। ঠোঁট বন্ধ করে থাকে।

ডাবের পানিভর্তি (!) গ্লাস শেষ পর্যায়ে। মনজু জগ থেকে আরো খানিকটা ঢালল। ইয়াকুব বললেন, মজা পাচ্ছি না।

মনজু (ইয়াকুবের সার্বক্ষণিক অ্যাসিস্ট্যান্ট। সার্কাস দলের জোকার) বলল, মাথা মালিশ করে দেই?

ইয়াকুব না-সূচক মাথা নাড়লেন। মনজু বলল, হয়জন এক্সট্রা পেবার লাগিয়ে দিয়েছি।

ইয়াকুব বললেন, ভালো করেছ। অঞ্চলের বিশিষ্ট লোক কারা আছে নাম সংগ্রহ করো।

নাম সংগ্রহ করা আছে-সেক্রেটারি, চেয়ারম্যান, হাজি মফিজ ব্যাপারি, দুই স্কুলের হেডমাস্টার, এমদাদ খন্দকার। স্যার, আজ রাতে শো হবে?

অবশ্যই হবে।

হাতির অবস্থা কিন্তু ভালো না। পা জখম হয়েছে।

সন্ধ্যার মধ্যে ঠিক হয়ে যাবে। জন্তু-জানোয়ারের জখম দ্রুত সারে।

কুহুরানীরও শরীর ভালো না।

তার কী হয়েছে?

জ্বর।

সন্ধ্যা পর্যন্ত শুয়ে থাকুক। সন্ধ্যার পর প্যারাসিটামল চারটা খাওয়ায়ে দেবে। সামান্য জ্বর জ্বারি দেখলে চলে না। বুঝতে পেরেছ?

জি।

কুহুকে ডেকে আনো।

মনজু চলে গেল। ইয়াকুব কাজকর্ম দেখতে লাগলেন। বড় তাঁবুর খুঁটি গাড়া হয়ে গেছে। খুঁটির ওপর তাঁবু চড়িয়ে দেওয়া ঘণ্টাদুয়েকের কাজ। এক্সপার্ট লোকজন আছে। এরা সন্ধ্যার মধ্যে সব ঠিক করে ফেলবে। হ্যাজাক বাতি সময়মতোই জ্বলবে। নিউ বেঙ্গল সার্কাস পার্টির সঙ্গে বিশ কেভির জেনারেটর আছে। প্রয়োজনে জেনারেটর দিয়ে আলো করা যায়। ইয়াকুব তা করেন না। হ্যাজাক বাতির মজাই আলাদা। শোঁ শোঁ শব্দ হয়। শব্দের মধ্যেই রহস্য। ইলেকট্রিক বাতিতে কোনো রহস্য নেই।

মেয়েদের ঘর উঠে গেছে। ওপরে টিন। চারপাশে বাঁশের বেড়া। দরজা আছে। কিন্তু জানালা নেই। সার্কাসের মেয়েরা যেসব ঘরে থাকে তার জানালা থাকে না। থাকলেও জানালা বন্ধ করে রেখে দিতে হয়। মানুষজন বড়ই বিরক্ত করে। জানালা দিয়ে সারাক্ষণ উঁকিঝুঁকি দেয়।

ঘর উঠে যাওয়ার পরই চারপাশে তারকাঁটার বেড়া দিয়ে দেওয়া হবে। এ কাজটায় সময় লাগে। তবে খুঁটি পোঁতা শুরু হয়েছে। কাজের গতি দেখে মনে হয়, রাত ৯টার মধ্যে খুঁটি পোঁতার কাজও শেষ হয়ে যাবে। কাজের অগ্রগতিতে ইয়াকুব খুশি। শুধু একটা বিষয়ে মেজাজ খারাপ হয়ে আছে–নয়াপাড়া থানার ওসিকে এক হাজার টাকা নজরানা পাঠানো হয়েছিল। তিনি টাকা ফেরত পাঠিয়েছেন। ঘটনা বোঝা যাচ্ছে না। সৎ মানুষ, নজরানা নেবেন না, এটা হয় না। অন্য কোনো বিষয় আছে। বিষয়টা বোঝা প্রয়োজন। হয় তিনি নজরানা অনেক বেশি চাচ্ছেন, কিংবা শো হিসেবে টাকা চাচ্ছেন। সব রোগের ওষুধ আছে, এ রোগেরও আছে। তবে রোগটা আগে ধরতে হবে। ঠিকমতো নাড়ি দেখতে হবে।

স্যার, আমাকে ডেকেছেন?

কুহুরানী সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। মেয়েটার জ্বর যে বেশি, দেখেই বোঝা যাচ্ছে। ঠোঁট ফ্যাকাশে, চোখ লাল। ইয়াকুব বললেন, তোমার নাকি জ্বর?

কুহু বলল, হুঁ।

ইয়াকুব বললেন, কাছে আসো, কপালে হাত দিয়ে দেখি।

দেখতে হবে না।

দেখতে হবে না কেন?

কুহু জবাব দিল না। চোখ-মুখ শক্ত করে দাঁড়িয়ে রইল।

ইয়াকুব বললেন, প্রশ্ন করেছি, জবাব দাও।

কুহু জবাব দিল না।

ইয়াকুব বললেন, কী হল কথা বলো না কেন?

কুহু বলল, জ্বর দেখতে হবে না, জ্বর থাকুক না থাকুক আমি যথাসময়ে শো করব।

বসো।

কোথায় বসব? মাটিতে?

ইয়াকুব অনেক কষ্টে কুহুর গালে চড় দেওয়ার ইচ্ছা সামলালেন। তার সামনের প্লাস্টিকের চেয়ার থেকে পা নামাতে নামাতে বললেন, চেয়ারে বসো।

কুহু বসল। ইয়াকুব বললেন, আমার সঙ্গে বেয়াদবি করবে না। আমি বেয়াদবি পছন্দ করি না। যারা বেয়াদবি পছন্দ করে তাদের সঙ্গে বেয়াদবি করবে, আমার সঙ্গে না।

কুহু কিছু বলল না। সে ঘনঘন নিঃশ্বাস নিচ্ছে।

ইয়াকুব বললেন, ডাবের পানি খাবে?

না।

ইয়াকুব বললেন, একজনের দেখাদেখি অন্যজন বেয়াদবি শেখে। আজ তুমি বেয়াদবি করছ। কাল মীনা কুমারী বেয়াদবি করবে। পরশু ছন্দা বেয়াদবি করবে। তখন আর নিউ বেঙ্গল সার্কাস পার্টি থাকবে না। তখন হয়ে যাবে নিউ বেঙ্গল বেয়াদব পার্টি। সবাই বেয়াদব বুঝেছ?

বুঝেছি।

তুমি নাকি মীনা কুমারীকে বলেছ, তুমি সার্কাসে আর থাকবে না, চলে যাবে?

তামাশা করেছি।

তামাশা করা ভালো। সব তামাশা ভালো না। সার্কাস ছেড়ে তুমি যাবে কই? সার্কাসের মেয়েদের কেউ বিয়ে করে না। সার্কাসের মেয়েদের নিয়ে ফুর্তি করা যায়, বিয়ে করা যায় না।

কুহু বলল, বিয়ে করা যায় না কেন?

ইয়াকুব হাতের গ্লাস নামিয়ে পাশে রাখতে রাখতে বললেন, তুমি বুদ্ধিমতী মেয়ে।

তোমাকে বুঝিয়ে বলার কিছু নেই। কেউ সার্কাসের মেয়ে কেন বিয়ে করতে চায় না, সেটা আমার চেয়ে ভালো তুমি জানো।

আমি জানি না।

ইয়াকুব সিগারেট ধরালেন। কুহুর ত্যাঁদড়ামি তার অসহ্য লাগছে। অসহ্য লাগলেও কিছু করার নেই। সার্কাসের দল চালাতে গেলে মাথা গাঙের পানির মতো ঠাণ্ডা রাখতে হয়। ইয়াকুব তার মাথা ঠাণ্ডা করতে না পারলেও গলা নামিয়ে দুঃখ দেখার ভান করেই বললেন, তোমার নিজের কথাই ধরো। তুমি সুন্দর মেয়ে। ভালো, কিন্তু রূপ আছে। তোমাকে কি কেউ বিয়ে করবে? সার্কাসে তুমি মানুষকে শরীর দেখিয়ে বেড়াও। বেড়াও না?

আমি খেলা দেখাই।

খেলার সঙ্গে শরীরও দেখাও। দশ আনা খেলা, ছয় আনা শরীর। ক্ষেত্রবিশেষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মানুষকে ষোল আনা শরীরও দেখাতে হয়। হয় কি না, বলো?

কুহু চোখ-মুখ শক্ত করে বসে রইল। ইয়াকুব বললেন, মানুষ বিয়ে করে কী জন্য? সংসারের জন্য। সংসার মানে স্বামী-পুত্র-কন্যা। তোমার কি পুত্র-কন্যা হবে?

না।

এটা খুবই আফসোসের ব্যাপার। দুঃখজনক। তোমার জরায়ু ফেলে দেওয়া হয়েছে। ডাক্তাররা ইচ্ছা করে যে ফেলেছে তা না। উপায় না দেখে ফেলেছে। এটা জেনেশুনে কেউ তোমাকে বিয়ে করবে? বলো, করবে?

কুহু শাড়ির আঁচলে কপালের ঘাম মুছল। খুঁটির ওপর তাঁবু তোলা হচ্ছে। বিরাট হইচই। কুহু তাকাল সেই দিকে। ইয়াকুব গ্লাসে লম্বা চুমুক দিয়ে বললেন, সব কিছু জেনেশুনে কেউ যদি তোমাকে বিয়ে করতে চায়, আমাকে বলবে। আমি নিজে কাজি ডাকিয়ে বিবাহ করিয়ে দেব। নিজে সাক্ষী হব। আমার এই কথার নড়চড় হবে না। এখন যাও, শুয়ে থাকো। জ্বর যদি না কমে, শো করতে হবে না। আগে শরীর, তারপর শো। মনসুরকে পাঠিয়ে দাও, বিশিষ্ট লোকজনদের সঙ্গে দেখা করব। পাস দিব।

কুহু চলে যাচ্ছে। ইয়াকুব লক্ষ করলেন, মেয়েটা ঠিকমতো পা ফেলতে পারছে না। এলোমেলো ভঙ্গিতে হাঁটছে। মনে হয় না আজ রাতের শো সে করতে পারবে।

সার্কাস পার্টির ম্যাজিশিয়ান প্রফেসর বাবুলকে দেখা যাচ্ছে। মাথায় কালো হ্যাট, হাতে ছড়ি। অভ্যাস মতো ভ্রমণে বের হয়েছে। ইয়াকুবের মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। কোনো একটা ঝামেলা সে করবেই। প্রফেসর বাবুল একজন পাঁড়

ঝামেলা ছাড়া কোন অঞ্চল থেকে বের হতে পারে নি।

ইয়াকুব হাত ইশারায় ডাকল। প্রফেসর বাবুল হাসি মুখে এগিয়ে আসছে। কোট টাই পরা বিরাট বাবু। দূর থেকেই সেন্টের গন্ধও পাওয়া যাচ্ছে।

প্রফেসর কই যাও?

কোন জায়গায় আসলাম, জায়গার ধারাটা কী একটু বুঝে যাই। টোকা দিয়ে আসি।

টোকা দিতে হবে না। তুমি বের হবে না। তুমি পাড়া ঘুরতে বের হওয়া মানেই ঝামেলা।

প্রফেসর হাসি মুখে বলল, ভুল কথা বললেন। আমি বের হওয়া মানে বিজ্ঞাপন। সার্কাস পার্টির বিজ্ঞাপন। পথে যেতে যেতে ম্যাজিকের দু'একটা খেলা দেখাব-লোকে বুঝবে কী জিনিস।

ইয়াকুব বিরক্ত মুখে বললেন, কোনো দরকার নেই। অবশ্যই তুমি বের হবে না।

আমি নিজের বিবেচনায় চলি। অন্যের বিবেচনায় চলি না।

তাই না-কি?

জি তাই। আমাকে পছন্দ না হলে বিদায় করে দেন। আমি হাসি মুখে চলে যাব। ম্যাজিকের আলাদা দল খুলব। প্রফেসর বাবুলের ম্যাজিক। কুড়ি টাকা করে টিকেট। আপনার জন্যে ফিফটি পার্সেন্ট কনসেশন-দশ

ইয়াকুব গ্লাস হাতে তুলে নিলেন। এই লোকের সঙ্গে বাহাসে যাওয়া অর্থহীন। মহা বদ লোক। একে বিদায় করে দেয়া ভালো। সমস্যা একটাই, সার্কাসে জোকার যেমন লাগে ম্যাজিশিয়ানও লাগে। মানুষ উত্তেজনা বেশিক্ষণ নিতে পারে না। উত্তেজনার ফাঁকে ফাঁকে তাকে নিঃশ্বাস ফেলতে হয়-জোকার, ম্যাজিশিয়ানরা নিঃশ্বাস ফেলার কারিগর। তবে প্রফেসর বাবলুকে রাখা যাবে না। অন্য লোক খুঁজতে হবে। ভালো ম্যাজিশিয়ান পাওয়া মুশকিল। এই ব্যাটা ম্যাজিকের ক্ষেত্রে ওস্তাদ। এতে সন্দেহ নেই।

ম্যাজিশিয়ান প্রফেসর বাবুল এক পানবিড়ির দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। এক প্যাকেট সিগারেট কিনেছে। এখন দোকানিকে টাকা দেয়ার পালা।

ভাই নাও-একশ টাকার একটা নোট দিলাম। তোমার পাওনা রেখে বাকিটা ফিরত দাও।

দোকানি বিরক্ত চোখে তাকিয়ে আছে কারণ প্রফেসর বাবুলের হাতে টাকা নেই। হাতে এক টুকরা সাদা কাগজ।

কী টাকা নাও। দেখ কী?

এইটা টাকা?

টাকা না? কী বলো তুমি ভালো করে দেখ। হাতে নিয়ে দেখ।

দোকানি টাকা হাতে নিল না তবে বিরাট চমক খেল। ম্যাজিশিয়ানের হাতে এখন আর কাগজ নেই। হাতে সত্যি সত্যি একশ' টাকার নোট।

প্রফেসর বাবুল বলল, নোট হাতে নিয়ে দেখ। পরে বলবে আমাকে এক টুকরা কাগজ দিয়ে সিগারেট নিয়ে গেছে।

দোকানী বলল, আপনের কাছে সিগারেট বেচুম না। সিগারেট ফেরত দেন।

সিগারেট কেন বেচবা না? আমি আসল টাকা দিয়েছি, তুমি সিগারেট কেন দিবা না?

আমার ইচ্ছা।

আমি নিউ বেঙ্গল সার্কাস পার্টির ম্যাজিশিয়ান প্রফেসর বাবুল। আমার সঙ্গে তেড়িবেড়ি করলে অসুবিধা আছে।

কী অসুবিধা?

তিন চারটা পাস দিব ম্যাসমেরাইজড হয়ে যাবে। হাত পা শক্ত হয়ে যাবে নড়চড়া করতে পারবে না।

দোকানি কড়া গলায় বলল, আমার সাথে ফাইজলামি কইরেন না কইলাম। অসুবিধা আছে।

অসুবিধা আমার না। অসুবিধা তোমার।

বলতে বলতে প্রফেসর বাবুল দোকানে ঝুলানো কলার কাদী থেকে একটা কলা ছিঁড়ে নিল। সে এখন কলার খোসা ছড়াচ্ছে। কলার খোসা ছড়ানোর সময় কলার ভেতর থেকে বাজনার মতো শব্দ আসছে।

একী তোমার কলা কথা বলে না-কি? পোঁ পোঁ করে কেন? এইগুলা কী কলা? শব্দ করে কেন?

ভদ্রলোকে আপনি যান তো।

নগদ পয়সায় মাল কিনব আমি কেন যাব?

এতক্ষণ প্রফেসর বাবুল একাই ছিল। এখন কিছু লোকজন জড় হয়েছে। তারা চোখ বড় বড় করে ঘটনা দেখছে। প্রফেসর বাবুল দর্শকদের দিকে এগিয়ে বক্তৃতার ভঙ্গিতে কথা শুরু করল—

আপনারা দশজন সাক্ষি। আমি নগদ টাকায় এই কলা খরিদ করেছি। কলার ভিতর গণ্ডগোল, খোসা ছড়াতে গেলে কান্দে। দেখেন অবস্থা।

দর্শকদের চোখ বড় বড় হয়ে গেছে। এক বৃদ্ধ বিড়বিড় করে বলল, সব চোখের ধান্ধা। ধান্ধা ছাড়া কিছু না।

এখন বলেন এই কলা কি আমার কিনা উচিত?

দর্শকদের একজন বলল, জ্বে না।

আচ্ছা ঠিক আছে কিনলাম না। দেখি আমার টাকা ফিরত দেন। ভাইসাহেব আপনারা বিবেচনা করেন–এই একশ' টাকার নোটটা আমি দিয়েছি। সে নিবে না, বলে টাকায় গণ্ডগোল। আপনারা বলেন টাকায় কোনো গণ্ডগোল আছে?

জ্বে না।

ভালো করে দুই পিঠ দেখে বলেন। আছে কোনো গণ্ডগোল?

জ্বে না।

প্রফেসর বাবুল একশ' টাকার নোটটাকে নিমিষে শাদা কাগজ বানিয়ে দিল। দর্শক মুগ্ধ। প্রফেসর বাবুল হাঁটা শুরু করেছে। তার পেছনে মুগ্ধ দর্শকদের দল। প্রফেসর বাবুলের পকেটে নতুন কেনা এক প্যাকেট গোল্ডলিফ সিগারেট। সে সিগারেটের দাম দেয় নি। অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে তাতে সিগারেটের দাম চাওয়া চাওয়ির ঝামেলায় যাওয়া যাবে না।

প্রথম দিন শো না হওয়া অলক্ষণ। মোহাম্মদ ইয়াকুবকে অলক্ষণ স্বীকার করে নিতে হল। অলক্ষণ শুরু হয়েছে হাতি খাদে পড়ার পর থেকে। সৌভাগ্য পর পর তিনবার আসে, অলুক্ষণে ঘটনাও পর পর তিনবার ঘটে। প্রথম ঘটনা হাতি খাদে পড়া। দ্বিতীয় ঘটনা–শো বন্ধ। তৃতীয় ঘটনা কী কে জানে। মাদ্রাসাওয়ালারা কি কিছু করবে? কওমি মাদ্রাসার এক প্রিন্সিপাল সাহেব মাগরেবের নমাজের পর থেকে এসে বসে আছেন। মাদ্রাসাওয়ালারা সহজ পাত্র না। সার্কাস-যাত্রা পার্টি নিয়ে এরা কিছু না কিছু ঝামেলা করবেই। বেশির ভাগ সময়ই টাকা-পয়সা দিয়ে পার পাওয়া যায়। তবে সব ক্ষেত্রে পার পাওয়া যায় না। সিরাজগঞ্জে এই কারণে দু'টা শো করেই চলে আসতে হয়েছে। মাদ্রাসার তালেবুল এলেমরা লাঠি সোটা নিয়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিল।

নওয়াপাড়া নিউ কওমি মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল মোহাম্মদ শরিয়তুল্লাহ নখসবন্দি ছোটখাটো মানুষ। বয়স অল্প। তবে মুখভর্তি দাড়ি। মাথা সম্পূর্ণ কামানো। তাঁর চোখে সুরমা। তাঁর পরনের লুঙ্গি, পাঞ্জাবি এবং গায়ের চাদর সবই ধবধবে শাদা। আতর মেখেছেন বলে চারদিক কড়া আতরের গন্ধে ভুরভুর করছে। মানুষটা ধৈর্যশীল। দীর্ঘ সময় বসে আছেন তার চোখে মুখে সেই ছাপ নেই। তিনি চেয়ারে ঋজু ভঙ্গিতে বসে আছেন। ডান হাতে রাখা পাথরের তসবি টেনে যাচ্ছেন। ইয়াকুবকে ঢুকতে দেখে তিনি তসবি টানা বন্ধ করলেন।

ইয়াকুব ধুপ করে তাঁর সামনে বসে তাঁকে কদমবুচি করে চমকিয়ে দিল।

শরিয়তুল্লা নখসবন্দি বললেন, কী খবর। কী করেন?

ইয়াকুব বললেন, হুজুরের দোয়া নেই।

শরিয়তুল্লাহ্ বললেন, কদমবুসি করা শরিয়ত বিরোধী। কদমবুসির সময় মাথা নিচু করতে হয়। আল্লাপাক ছাড়া অন্য কারো কাছে মাথা নিচু করা যায় না।

ইয়াকুব বললেন, শরিয়ত যা বলার বলুক আমি আল্লাহওয়ালা মানুষের দেখা পেলে কদমবুসি করি। তাদের দোয়া চাই। হুজুর আপনি অনেকক্ষণ বসে আছেন খবর পেয়েছি। আমার উচিত ছিল সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আসা। সেটা করি নাই। অপরাধ ক্ষমা করবেন। মনটা অত্যধিক খারাপ ছিল। নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে চোখের পানি ফেলতাছিলাম।

কেন?

হাতি একটা অসুস্থ হয়ে পড়েছে। বাঁচবে কি-না কে জানে। তাছাড়া এখানে শো করাও সম্ভব না। এত টাকা পয়সা খরচ করে এসেছি—এখন চলে যেতে হবে।

শো করা সম্ভব না কেন?

আছে নানান ঝামেলা। আপনাকে বলা যাবে না। আল্লাহওয়ালা মানুষকে এই সব বলাও বেয়াদবি এখন হুজুর বলেন হুজুর আমার মতো দোজখের পোকার কাছে কেন এসেছেন? আপনার কোনো খেদমতটা করতে পারি? আপনি হুকুম করবেন আমি তামিল করব। যদি না করি আমি মানুষের বাচ্চা না—আমি কুত্তার ঔরষের।

এই জাতীয় কথা বলা ঠিক না।

হুজুর যেটা সত্য সেইটাই বললাম। হুজুর এখন আপনি হুকুম করেন।

শরিয়তুল্লাহ্ আমতা আমতা করে বললেন, আমি সার্কাস বিষয়ে কিছু কথা বলতে এসেছিলাম।

হুজুর বলেন।

সার্কাসে জন্তু জানোয়ারের খেলায় কোনো অসুবিধা নাই কিন্তু মেয়েছেলের খেলায় অসুবিধা আছে। পুরুষের সামনে মেয়েছেলে নাচানাচি করবে এটা কেমন কথা!

ইয়াকুব গলা নামিয়ে বললেন, অতি সত্য কথা। অতি খাঁটি কথা, হুজুর কি সার্কাস বন্ধ করে দিতে বলতেছেন?

শরিয়তুল্লাহ্ ইতস্তত করে বললেন, ঠিক তা না। অনেক মানুষের রুটি রুজির ব্যাপার আছে। সার্কাস চলুক তবে কোনো মেয়েছেলে খেলা দেখাতে পারবে না।

ইয়াকুব দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, হুজুর যেটা বলেছেন সেটাই হবে। আপনার সামনে ওয়াদা করলাম, যদি কোনো মেয়ে রিং এর ভিতরে আসে আপনি আপনার পায়ের স্যান্ডেল দিয়ে দশজনের মোকাবিলায় আমার দুই গালে দুইটা চড় দিবেন।

ইয়াকুব শরিয়তুল্লাহকে অনেকদূর এগিয়ে দিলেন। খামে ভরে হুজুরের পকেটে পঞ্চাশটা একশ' টাকার নোটও ঢুকিয়ে দেয়া হলো-মাদ্রাসায় কিতাব কেনার জন্য সামান্য সাহায্য। শরিয়তুল্লাহ সার্কাস পার্টির ম্যানেজারের ভদ্রতায় মুগ্ধ হলেন। তিনি ধরেই নিয়েছিলেন ম্যানেজারের সঙ্গে দীর্ঘ বাহাসে যেতে হবে। সবকিছুর এত সুন্দর সমাধান হবে তিনি চিন্তাই করেন নি। সবই আল্লাহপাকের ইচ্ছা।

হেডমাস্টার সাহেবের কাজের লোক বজলু সার্কাসের দলে এগারো বালতি পানি এনে দিয়েছে। তার জীবনের উপর দিয়ে তুফান বয়ে গেছে। শীতের দিনেও গা দিয়ে ভাপ বেরুচ্ছে। কিন্তু সে আনন্দে আত্মহারা। পানি আনা-নেয়ার মাধ্যমে অনেকের সঙ্গে খাতির হয়ে গেছে। বিশেষ খাতির হয়েছে মীনা কুমারীর সঙ্গে।

মীনা কুমারী এখন গোসল করছে। সারা গায়ে সাবান ডলে গোসল। গোসলের পানির বালতি বজলু এই মুহূর্তে সামনে এনে রাখল। বজলু বলল, পানি কি আরো লাগব?

মীনা কুমারী বলল, লাগতে পারে।

লাগলে আইন্যা দিব। কোনো অসুবিধা নাই।

আইচ্ছা।

বজলু পাশেই দাঁড়িয়ে। স্নানের দৃশ্য থেকে সে চোখ ফেরাতে পারছে না। গামছা হাতে অন্য একটি মেয়ে এসে যুক্ত হল। এই মেয়েটার নাম কমলারাণী। তার পরনে ব্লাউজ এবং পেটিকোট। আর কিছু নেই।

কমলারাণী বজলুর দিকে তাকিয়ে বলল, ঐ ব্যাটা তুই এইখানে খাড়ায়ে আছস ক্যান?

মীনা কুমারী বলল, আমি খাড়ায়ে থাকতে বলেছি। মাথাত পানি ঢালব। এ আমার পানি বরদার। পানি আইন্যা দেয়।

কমলা রাণী সঙ্গে সঙ্গে বলল, তাইলে থাক। মেয়েছেলের সিনান দেখ। মেয়েছেলের সিনান দেখনের মধ্যে মজা আছে।

বজলু হকচকিয়ে গেল।

কমলারাণী বলল, পিঠে সাবান ডইল্যা দিতে পারবি? পিঠে সাবান ডলার প্রয়োজন হইতে পারে। তার আগে আরো পানি লাগব। দুই বালতি পানি আন। যাবি আর আসবি। দেরি করলে সিনান শেষ কইরা ফেলব। পিঠে সাবান ঘষার মজা পাইবি না।

বজলু বালতি হাতে ছুটে গেল। দৌড়ে যেতে গিয়ে চষা ক্ষেতের চ্যাঙড়ে বাড়ি লেগে বাম পায়ের বুড়ো আঙুলের নখ উঠে গেল। অতিরিক্ত উত্তেজনায় সে ব্যথা

পিঠে সাবান ডলাটা শেষ পর্যন্ত হল না। কমলারাণী বলল, আরেকদিন ... । আইজ না। তুইও আছস, আমার পিঠও আছে। আছে না?

বজলু বলল, জ্বি আছে।

মালা কুমারী বলল, তুমি এখন থাইক্যা আমরার দুইজনের পেরাইভেট ... । আমরার পেরাইভেট কাজ কইরা দিবা। পারবা না?

বজলু বলল, জি পারব।

পান সুপারি জর্দা আর খয়ের আইন্যা দিবা। কাঁচা সুপারি। আনতে পারবা না?

জি পারব।

পান সুপারির টেকা পরে দিয়া দিব।

বজলু বলল, টেকা লাগব না।

সে পান সুপারি আনতে আবার দৌড়ে গেল। তার বড়ই আনন্দ হচ্ছে। মানুষ বেঁচে থাকে কেন? আনন্দের জন্য বাঁচে। অন্য কোনো কিছুর জন্যে না। বজলুর মনে এই ধরনের উচ্চশ্রেণীর ভাবও তৈরি হল।

মোফাজ্জল করিম অনেক রাত পর্যন্ত বজলুর জন্য অপেক্ষা করলেন। শরীর ভালো লাগছিল না। জ্বর আসার আগে যেমন লাগে তেমন লাগছিল। মাথার ভেতরে ভোঁতা যন্ত্রণা। গায়ে চাদর থাকার পরেও শীত শীত ভাব। এই অবস্থায় রান্না করা অসম্ভব। তারপরেও চুলা জ্বালালেন। ভাত বসিয়ে দিল। গরম ভাতে এক চামচ ঘি দিয়ে খেয়ে নেবেন। কয়েক দানা লবণ ছিটিয়ে দিতে হবে। ঘরে আলু থাকলে ভালো হতো। ভাতের হাঁড়িতে একটা আলু দু'টা কাঁচামরিচ দিয়ে দেয়া। ভাতের সঙ্গে আলু কাঁচামরিচ সিদ্ধ হয়ে যাবে। চটকে নিলেই আলু ভর্তা। ভাতের ভাপে সিদ্ধ হওয়া আলুভর্তা অতি সুখাদ্য।

ভাতের ভাপে তৈরি খাবারের ওস্তাদ ছিল জোছনা। হাড়ি ভরা ভাতে সে নানান জিনিস ঢুকিয়ে দিত। কখনো কলাপাতায় মোড়া কই মাছ, কখনো রসুন ... কুচি। প্রতিবারই অতি সুখাদ্য তৈরি হতো।

মোফাজ্জল করিম নিজের উপর সামান্য বিরক্ত হলেন। জোছনার কথা মনে হলেই নানান খাদ্য-দ্রব্যের কথা মনে আসে। এটা ঠিক না। সে ভালো রাঁধতে পারত এটা তার কোনো পরিচয় না। ভাতের ভাপে তৈরি আলু ভর্তা, ইলিশ মাছের পাতুরি জোছনার সাইনবোর্ড না। জোছনার সাইনবোর্ড তাহলে কী? মোফাজ্জল করিম ভুরু কুঁচকে ভাবছেন। তেমন কিছু মনে আসছে না। এটাও

বিস্ময়কর ব্যাপার। কত দিনের কত স্মৃতি কিছুই মনে আসছে না! ও আচ্ছা একটা মনে এসেছে, জোছনার রঙ তামাশা বড়ই পছন্দের ছিল। একবার রাতে ঘুমুতে গিয়ে দেখেন বালিশের পাশে কুণ্ডলি পাকিয়ে একটা সাপ বসে আছে। তিনি চিৎকার করে লাফিয়ে উঠলেন। রান্নাঘর থেকে ভেসে এল জোছনার দম ফাটানো হাসি। দড়ি সাপের মতো করে পাকিয়ে সে-ই বালিসের কাছে রেখে দিয়েছিল। সেবার তিনি জোছনাকে কঠিন ধমক দিয়েছিলেন। জোছনা হাত জোড় করে বলেছে, সে জীবনে আর এই ধরনের তামাশা করবে না।

চুলায় আগুন ভালোমতো জ্বলছে না। প্রচুর ধোঁয়া হচ্ছে। কেরোসিনের চুলাগুলোর এই এক সমস্যা। ঠিকমতো না বসলে ধোঁয়া হয়। ভাতের মধ্যে ধোঁয়ার গন্ধ ঢুকে যায়। মোফাজ্জল করিমের ইচ্ছা করছে চুলা বন্ধ করে শুয়ে পড়তে। সামান্য ক্ষুধা আছে। এই ক্ষুধা নিয়ে ঘুমানো যায়। তবে রাতের কাজ সবই বাকি। এশার নামাজ পড়া হয় নি। তিনটা নতুন ইংরেজি শব্দ শেখা হয় নি। গতকাল রাতের শেখা শব্দ তিনটা কি মনে আছে? একটা হলো Fiat. ফিয়াট মানে কী?

বন জঙ্গলের ভেতর দিয়ে চাদর গায়ে কে যেন আসছে। নিশ্চয়ই বজলু। এতক্ষণে তার বাড়ি ফেরার কথা মনে হয়েছে। লাট সাহেবের ব্যাপারে একটা ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন। আজই হেস্তনেস্ত হবে। হেস্তনেস্ত শব্দটার উৎপত্তি হল হ্যাঁ না থেকে। হেস্ত মানে হ্যাঁ নেস্ত মানে না। বজলু নামক লাট সাহেবের ব্যাপারে আজ হ্যাঁ না হয়ে যাবে।

মোফাজ্জল করিম মুখের চামড়া শক্ত করে আগুনের দিকে তাকিয়ে রইলেন। প্রথম কথাটা বজলু উচ্চারণ করুক। তিনি করবেন না।

হেডমাস্টার সাহেব স্লামালিকুম।

মোফাজ্জল করিম চমকে উঠলেন। তাঁর সামনে আরবির শিক্ষক মওলানা আবুল বাসার। বজলু না।

মোফাজ্জল করিম বললেন, ওয়ালাইকুম সালাম। এত রাতে কী ব্যাপার?

রাত বেশি হয় নাই। আটটা দশ।

আটটা দশ?

জি।

আমার কাছে মনে হচ্ছিল নিশুতি রাত। বৃদ্ধ বয়সে শরীরের ঘড়ি স্লো হয়ে যায়। স্লো হতে হতে এক সময় বন্ধ।

মওলানা উঠান থেকে মোড়া এনে মোফাজ্জল করিম সাহেবের মুখোমুখি বসলেন। মোফাজ্জল করিম বললেন, কোনো কারণে এসেছেন না এম্নি?

ভাবলাম আজ আপনার মনটা খারাপ। গল্প গুজব করলে একটু যদি হালকা লাগে।

মোফাজ্জল করিম বিস্মিত হয়ে বললেন, মন খারাপ থাকবে কেন? আজ কী?

মওলানা জবাব দিলেন না।

মোফাজ্জল করিম বললেন, আজ তারিখটা কত বলুনতো?

মওলানা এই প্রশ্নেরও জবাব দিলেন না। বিস্মিত চোখে তাকিয়ে রইলেন। মোফাজ্জল করিমের হঠাৎ মনে পড়ল আজ একটি বিশেষ দিন। এই দিনেই ভোলা মারা গিয়েছিল।

মোফাজ্জল করিম এবং মওলানা আবুল বাসার মুখোমুখি বসে আছেন। কেরোসিনের চুলার আলো পড়েছে তাদের মুখে। মাথার উপর দশমির চাঁদের আলো। দু'জনের কেউ কোনো কথা বলছেন না।

নীরবতা ভঙ্গ করে মওলানা বললেন, বজলু কোথায়?

মোফাজ্জল করিম জবাব দিলেন না।

আপনার শরীরটা কি খারাপ?

সামান্য।

দেখি জ্বর আছে কি-না।

জ্বর দেখতে হবে না।

মোফাজ্জল করিম হাঁড়ির ঢাকনা খুললেন। ভাত সিদ্ধ হয়েছে কি-না দেখা দরকার। এখন বেশ ক্ষুধা হয়েছে। রোগ, শোক, দুঃখ কষ্টের চেয়েও ক্ষুধা অনেক বড়। মৃত্যু শোকে কাতর মানুষও খাওয়া বন্ধ করে না। ক্ষুধার কাছেই মানুষের সবচেয়ে বড় পরাজয়।

মওলানা বললেন, সার্কাস দলের ম্যানেজারের সঙ্গে কী আপনার দেখা হয়েছে? স্কুলে এসে আপনাকে খুঁজছিল। সবার জন্য পাশ দিয়ে গেছে।

যান সার্কাস দেখে আসেন।

আপনি যাবেন না?

না। আমি যাত্রা-সার্কাস এইসব পছন্দ করি না।

যাত্রা সার্কাস কোনোদিনই দেখেন নাই?

মোফাজ্জল করিম কিছু বললেন না।

মওলানা বললেন, মাঝে মধ্যে একটু আধটু রঙ-তামাশার প্রয়োজন আছে। আমাদের নবিজীও হাসি তামাশা পছন্দ করতেন। আপনি সার্কাস দেখতে না গেলে আমিও যাব না।

আপনি যাবেন না কেন? আমার সঙ্গে আপনার কী?

মওলানা বাসার বললেন, আপনার সঙ্গে আমার কিছু না। কিন্তু আপনি না গেলে আমিও যাব না।

মোফাজ্জল করিম বললেন, সার্কাসের কথাবার্তা কিছুক্ষণের জন্যে বন্ধ রাখা যায়?

মওলানা বললেন, অবশ্যই অবশ্যই। আমার আলোচনা তোলাই ভুল হয়েছে। গোস্তাকি মাফ করে দিন।

মওলানা খেয়ে এসেছিলেন তারপরও মোফাজ্জল করিম সাহেবের সঙ্গে খেতে বসলেন। একজন মানুষ একা একা খাবে এটা কেমন কথা!

খাওয়া-দাওয়া নিঃশব্দে করতে হয়। এটা নবিজীর সুন্নত। এই সুন্নত বেশির ভাগ সময়ই পালন করা হয় না। অতি অন্তরঙ্গ কথাবার্তা মানুষ খাবার সময়ই বলে। মোফাজ্জল করিম বললেন, আজ জোছনা এবং আমার পুত্রের মৃত্যু দিবস এটা আমার মনে ছিল না। আমার স্মৃতিশক্তি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

মওলানা বললেন, বয়স কালে এটা হয়। এটা কিছু না।

মোফাজ্জল করিম বললেন, আগে মনে থাকলে আজকের দিনটা রোজা রাখতাম।

আগামীকাল রাখবেন। কোনদিন রোজা রাখছেন এটা বড় না। কোন উদ্দেশ্যে রোজা রাখছেন এটাই বড়। নবিজীর একটা হাদিস বলব স্যার?

বলুন।

নবিজী বলেছেন, কর্ম দিয়ে তোমাকে বিচার করা হবে না। তোমাকে বিচার করা হবে কর্মের পেছনে তোমার কী উদ্দেশ্য আছে তা দিয়ে।

মোফাজ্জল করিম ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেললেন। হঠাৎ করেই তাঁর মনে হল জোছনা আশেপাশেই আছে। দূর থেকে তাঁকে দেখছে। জোছনার হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছে মারুফুল করিম।

জোছনা ইশারায় তাঁকে দেখিয়ে বলল, ঐ দেখ তোমার বাবা। ভাত খাচ্ছে। তোমার বাবার সামনে দাড়িওয়ালা মানুষটা তোমার বাবার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। সুফি মানুষ। উনাকে সালাম দাও।

মারুফুল করিম আধো আধো গলায় বলল, আসসালামু আলায়কুম।

জোছনা বলল, বাবারে একটা ভুল হয়ে গেল। খাওয়ার সময় সালাম দিতে হয় না। খাওয়া হল ইবাদত। খাওয়ার সময় সালাম দিয়ে ইবাদত নষ্ট করা যায় না।

মারুফুল করিম বলল, মা এখন তাহলে কী করব?

কী আর করবে! ভুল যখন হয়ে গেছে তখন কী আর করা। এখন যাও বাবার পিছনে গিয়ে দাঁড়াও। তাঁর কাঁধে হাত রাখ।

খাওয়ার সময় কি কারো কাঁধে হাত রাখা যায়?

জোছনা চিন্তিত গলায় বলল, এটাও তো বুঝতে পারছি না।

মারুফুল করিম বলল, ইবাদতের সময় কাঁধে হাত রাখলে তো ইবাদত নষ্ট হয়।

জোছনা বলল, তোমার বাবা এখন খাওয়া বন্ধ করে বসে আছে। এখন যাও বাবার কাঁধে হাত রাখ।

হাত রেখে কিছু বলব?

বল, বাবা তুমি কেমন আছ?

তুমি করে বলব?

বাবা মাকে তুমি করে বলা যায়। এতে দোষ হয় না।

মারুফুল ইসলাম পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে।

মওলানা বললেন, স্যার কিছু চিন্তা করছেন?

মোফাজ্জল করিম বললেন, না। তার চোখে পানি এসে গেছে। শরীর কেমন কেমন করছে। তাঁর কাছে মনে হচ্ছে সত্যি সত্যি মারুফুল করিম তার পেছনে দাঁড়িয়ে আছে। যে-কোনো সময় তাঁর কাঁধে হাত রাখবে।

মোফাজ্জল করিম সার্কাস দলের ম্যানেজারের ভদ্রতায় মুগ্ধ হলেন। আজকালকার দিনে এমন ভদ্রতা চোখে পড়ে না। ম্যানেজার সকালবেলায় বাড়িতে এসে উপস্থিত। সঙ্গে এক ঝুড়ি কমলা। সে পা ছুঁয়ে তাকে কদমবুসি করে বলেছে, আমার নাম ইয়াকুব। আমি সার্কাস দলের ম্যানেজার। আপনার পায়ে হাত দিতে পেরেছি, এটাই আমার পরম সৌভাগ্য। আমি কিছুক্ষণ আপনার পায়ের কাছে বসে থাকব। যদি অনুমতি দেন।

মোফাজ্জল করিম বললেন, পায়ের সামনে বসে থাকবে কেন?

ইয়াকুব বলল, আমার ইচ্ছা।

মোফাজ্জল করিম হাত ধরে ইয়াকুবকে টেনে তুললেন। ইয়াকুব বলল, স্যার, আমি শুনেছি সার্কাস পার্টি যেন নয়াপাড়া না আসতে পারে আপনি সেই তদবির করেছিলেন। আপনার মতো মানুষ যদি গরিবের পেটে লাথি মারে তাহলে গরিব যাবে কই? আপনি সমাধান দেবেন। আপনার সমাধান না নিয়ে আমি যাব না।

মোফাজ্জল করিম বড়ই বিব্রত বোধ করলেন। ইয়াকুব বলল, স্যার, আজ আমার প্রথম শো। আপনার দোয়া ছাড়া প্রথম শো আমি করব না।

যাত্রা-সার্কাস এইসব আমি পছন্দ করি না।

ইয়াকুব বললেন, আপনি পছন্দ করেন বা না করেন আপনাকে যেতে হবে। আমি আপনার পুত্রের মতো। এটা পুত্রের আবদার।

মোফাজ্জল করিম বললেন, তুমিতো ভালো যন্ত্রণায় ফেললে।

ইয়াকুব বলল, পুত্রের কাজ যন্ত্রণা দেওয়া। আমি যন্ত্রণা দিবই। এখন আমি একটা কমলা ছিলে দিব। আপনি খাবেন। এটাও পুত্রের আবদার।

মোফাজ্জল করিম বললেন, বাবারে এখন আমি কমলা খেতে পারব না। আমি রোজা আছি।

কিসের রোজা?

এম্নি রাখলাম

ইয়াকুব বলল, ইফতারের দায়িত্ব আমার। আমি নিজে ইফতার নিয়ে আসব। ইফতার শেষ করে আমার সঙ্গে সার্কাস দেখতে যাবেন। স্কুলের সব শিক্ষকরাও যাবেন।

মোফাজ্জল করিম কী বলবেন ভেবে পেলেন না। ইয়াকুব নামের এই লোক তাকে ছাড়বে না এটা বোঝাই যাচ্ছে।

স্যার, আরেকটা কথা বলি?

আরো কথা আছে?

জি। আমি খবর পেয়েছি আপনি ওষধি গাছের ভক্ত। আপনার ওষধি গাছের বাগান আমি দেখে এসেছি। আপনার অনেক গাছ আছে আবার অনেক ইম্পর্টেন্ট গাছ নাই।

মোফাজ্জল করিম উৎসাহিত গলায় বললেন, কোন গাছ নাই–বলোতো?

বকফুলের গাছ নাই, গন্ধভাদালি নাই, ওলট কম্বল নাই।

এইসব গাছ তুমি চেন?

কেন চিনব না! সার্কাসের ম্যানেজার হয়েছি বলে কিছুই চিনব না? কিছুই জানব না? আমি আপনাকে গাছ আনায়ে দিব।

সত্যি?

ইয়াকুব কঠিন গলায় বলল, আজই আমার লোক চলে যাবে দুই থেকে তিনদিনের ভিতর আপনি গাছ পাবেন। এটা হল পিতার কাছে পুত্রের ওয়াদা।

মোফাজ্জল করিম বললেন, তোমার ব্যবহার এবং কথাবার্তায় আমি মুগ্ধ হয়েছি। আমি সার্কাস দেখতে যাব ইনশাল্লাহ।

ইয়াকুব বললেন, আপনার যদি সার্কাস পছন্দ না হয় আমার পাছায় একটা লাথি দিবেন। আমি কিছুই বলব না।

মোফাজ্জল করিম বললেন, কিছু কিছু শব্দ আছে অশালীন। এইসব শব্দ উচ্চারণ করা ঠিক না।

ইয়াকুব কানে হাত দিয়ে বলল, এই শেষ আর বলব না।

মোফাজ্জল করিম সার্কাসের তাঁবুর ভেতর বসে আছেন। তাঁকে কেন জানি চিন্তিত এবং উদ্বিগ্ন মনে হচ্ছে।

তিনি কিছুতেই মনে করতে পারছেন না তিনি তার জীবনে কখনো সার্কাস দেখেছেন কি না। নিশ্চয়ই দেখেছেন। একটা মানুষ তাঁর দীর্ঘ জীবনে সার্কাস দেখবে না তা হয় না। নিশ্চয়ই দেখেছেন। তাহলে মনে পড়ছে না কেন? তার কি স্মৃতি নষ্ট হওয়া রোগ শুরু হয়েছে? প্রতি রাতে তিনটা করে ইংরেজি শব্দ

শেখেন। দু'দিন পরে আর মনে থাকে না। কয়েকদিন আগে শিখলেন, Fidget শব্দটা মনে আছে। শব্দের মানে মনে নেই। Fidget মানে কি শাসক কর্তৃক প্রদত্ত হুকুম? ডিকশনারিটা সঙ্গে থাকলে ভালো হতো। চট করে দেখে নিতেন। তবে সেটা শোভন হতো না। সার্কাস দেখতে কেউ ডিকশনারি নিয়ে আসে না।

মোফাজ্জল করিম সাহেবের একপাশে বসেছেন আরবি শিক্ষক মাওলানা আবুল বাসার। অন্যপাশে বিএসসি শিক্ষক হাসান আলী। স্কুলের সব শিক্ষকই এসেছেন। তারা বসেছেন একসঙ্গে। তাঁদেরকে প্রথম সারিতে চেয়ারে বসানো হয়েছে। এই অঞ্চলের বিশিষ্টজন সবাই এসেছেন। শুধু হাজি মফিজ ব্যাপারি আসেন নি। ওনার না আসার একটি কারণ হয়তো এমদাদ খন্দকার। এমদাদ খন্দকার যেখানে থাকেন হাজি মফিজ ব্যাপারি সেখানে থাকেন না।

মাওলানা বাসার বললেন, দেখেছেন স্যার, একদিনে কী করে ফেলেছে? তাঁবুটা কত উঁচু দেখেছেন? একটা হ্যাজাক লাইট যদি ছিঁড়ে পড়ে তাহলে আর দেখতে হবে না।

মোফাজ্জল করিম বললেন, বিরাট কর্মযজ্ঞ। বলার পরই মনে হলো, কর্মযজ্ঞের ইংরেজি তিনি জানেন না। এক সময় জানতেন এখন ভুলে গেছেন।

বাজনা শুরু হয়েছে। কানে তালা লাগানোর মতো বিকট বাজনা। বাজনার তালে সঙের পোশাক পরা একজন ঢুকল। সে একটা হাতির বাচ্চার পিঠে উল্টো করে চেপে ঢুকেছে। তাঁবু ভর্তি মানুষের চিৎকার, হাততালি, শিস।

মোফাজ্জল করিম হাসান আলীর দিকে তাকিয়ে বললেন, এই হাতির বাচ্চাটাই কি খাদে পড়েছিল?

হাসান আলি বলল, জি না, স্যার। এর মা পড়েছিল।

তুমি কি সেখানে ছিলে?

জি।

কাজটা ঠিক করো নাই। এই বিষয়ে পরে কথা বলব।

খেলা শুরু হয়েছে। প্রথম আইটেম হাতির বাচ্চা নিয়ে জোকারদের রঙ-তামাশা। জোকারের হাতে একটা লাঠি। মাথায় লম্বা লাল টুপি। টুপির মাথায় ঝুনঝুনি। জোকার বলছে, ভদ্রসমাজ আমার নাম জানতে চান? নাম জানতে চাইলে আওয়াজ দেন।

চাই। চাই। নাম জানতে চাই।

ভদ্রসমাজের কাছে নাম বলতে লজ্জা পাই। কারণ নামটা অভদ্র।

নাম জানতে চাই। নাম জানতে চাই।

আমার নাম পাদকুমার। আমি ঘনঘন পাদ দেই, এই জন্যে আমার নাম

পাদকুমার। কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাদের মতো তবে অতি বিকট শব্দ এলো। তাঁবুর সব মানুষ আনন্দে ফেটে পড়ল। হাসি চিৎকার। হইচই।

মোফাজ্জল করিম বললেন, এটা কী ধরনের অসভ্যতা!

মাওলানা বললেন, জোকারেরা এইসব করে। দেখেন সবাই কত মজা পাচ্ছে।

মজার জন্য অসভ্যতা করতে হবে?

হাসান আলী বললেন, স্যার, দেখুন নতুন খেলা শুরু হয়েছে। মোফাজ্জল করিম স্টেজের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলেন। যে কালো মেয়েটা দড়ির উপর হাটছে তাকে তিনি চেনেন। তার নাম জোছনা। এই মেয়ে অবশ্যই জোছনা। সেই চেহারা। সেই চোখ মুখ। চিবুক নিচু করে তাকানো। চাপা হাসি।

মোফাজ্জল করিম বুকে চাপ ব্যথা অনুভব করলেন। শরীর কেমন যেন করছে। তার কাছে মনে হচ্ছে, এখনি তিনি মাথা ঘুরে পড়ে যাবেন। জোছনা দড়ির ওপর হাটছে। দড়ির ওপর সে কেন হাটবে? আর এইসব কী পোশাক সে পরেছে। ছিঃ ছিঃ। জোছনা তাকিয়েছে, আহারে, কী সুন্দর চোখ! চোখে কি কাজল দিয়েছে?

কাজল দেয়ার অভ্যাস জোছনার আছে। কাঁঠাল পাতায় সরিষার তেল মাখিয়ে কুপির আগুনে সে কাজল বানাতো। একদিন কাজল নিয়ে কত কাণ্ড। তিনি কী নিয়ে যেন জোছনার সঙ্গে রাগারাগি করলেন। জোছনা কেঁদে কেটে অস্থির। যখন কান্না থামল তখন তার সারামুখে কাজল। চেহারা হয়েছে ভূতের মতো। তিনি হাসতে শুরু করলেন। জোছনা বলল, হাস কেন? তিনি বললেন, তোমাকে দেখে হাসি।

আমাকে দেখে কেন হাস?

তোমাকে এখন যেই দেখবে সেই হাসবে।

তাঁর কথা শেষ না হতেই মওলানা এসে উপস্থিত। মওলানাও শুরু করলেন হাসি।

মোফাজ্জল করিম চোখ বন্ধ করলেন। কাজলের কালি মাখা অবস্থায় জোছনাকে তিনি এখন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন। চোখ মেললেই দেখছেন সার্কাসের মেয়েটাকে। দু'জন কি আলাদা?

হাসান আলি বলল, স্যার আপনার কি শরীর খারাপ?

মোফাজ্জল করিম বললেন, একটু খারাপ।

চলেন চলে যাই। বিছানায় শুয়ে থাকবেন।

মোফাজ্জল করিম শিশুদের মতো গলায় বললেন, আরেকটু থাকি?

দড়ির খেলা শেষ হয়েছে, এখন শুরু হয়েছে ম্যাজিক। এক লোক খুব কায়দা কানুন করে ম্যাজিক দেখাচ্ছে। দর্শকরা মুগ্ধ। ঘনঘন হাততালি পড়ছে।

দড়ি কেটে তিন টুকরা করল। নিমিষের মধ্যেই জোড়া দিয়ে দিল।

পকেট থেকে ডিম বের করে আঙুলের চাপ দিয়ে ভাঙল। ডিমের ভেতর থেকে বের হল একটা জবা ফুল। টকটকে লাল রঙের জবা। একটা ফুল দিল, জবা ফুলের রঙ হয়ে গেল কুচকুচে কালো।

একটা খালি বাক্স দেখানো হল। সেই বাক্স থেকে বের হল কবুতর। তাও একটা না চারটা। বাক্সটা খুবই ছোট, কোনোমতে একটু কবুতরের জায়গা হয়। সেখানে চারটা কবুতর কীভাবে আছে?

মোফাজ্জল করিম হাসানের দিকে তাকিয়ে বললেন, মেয়েটা আসবে না?

হাসান বলল, কোন মেয়ে স্যার?

মোফাজ্জল করিম বিড়বিড় করে বললেন, কিছু না। কিছু না। কী বলতে কী বলছি নিজেই জানি না।

রাত অনেক।

মোফাজ্জল করিম উঠানে ইজিচেয়ার পেতে শুয়ে আছেন। বারান্দায় হারিকেন রাখা। হারিকেনে তেল নেই। দপদপ করছে। যে-কোনো মুহূর্তে নিভে যাবে।

মোফাজ্জল করিমের গায়ে চাদর। কুয়াশা পড়ে চাদর ভেজা ভেজা হয়ে আছে। তিনি তাকিয়ে আছেন পুকুরপাড়ের গাছগুলোর দিকে। গাছগুলোর ফাঁক দিয়ে পুকুরের পানি দেখা যায়। চাঁদের আলোয় পুকুরের পানি চকচক করছে। জোছনা মাঝে-মাঝেই বলত, মনে হয় এটা পুকুর না, অন্য কিছু।

মোফাজ্জল করিম বলতেন, অন্য কিছুটা কী?

মাটির নিচে কেউ ঘর করেছে, সেই ঘরের চালা। টিনের চালা। টিনের চালার চকমকামি।

গর্ভাবস্থার শেষদিকে জোছনা উল্টাপাল্টা কথা বলত। মাটির নিচে কেউ ঘর করবে কেন? চকমকামিই বা কেমন শব্দ!

অনেক রাত পর্যন্ত এই ইজিচেয়ারেই সে শুয়ে থাকত। বিছানায় ঘুমুতে নাকি তার কষ্ট হতো। মোফাজ্জল করিম কতবার দেখেছেন, জোছনা ইজিচেয়ারেই ঘুমিয়ে পড়েছে। মৃত মানুষের ফিরে আসার ক্ষমতা থাকলে জোছনা এই ইজিচেয়ারটার কাছেই ফিরে ফিরে আসত। মোফাজ্জল করিমের অনেকবার ইচ্ছা হয়েছে ইজিচেয়ারটা উঠানে পেতে রাখেন। দূর থেকে দেখেন কেউ এসে এখানে বসে কি না। কাজটা করা হয় নি। মৃত মানুষ ফিরে আসে না।

স্যার, ঘুম যাবেন না?

বারান্দায় নজমুল দাঁড়িয়ে আছে। সে সার্কাস থেকে কিছুক্ষণ আগে ফিরেছে।

শুয়ে শুয়ে ফিরেছে। গত রাতে সে সার্কাসের দলের সঙ্গেই ছিল। হাতিঘরের পাশে বালির বস্তার উপর শুয়ে রাত কাটিয়ে দিয়েছে। আজ রাতেও সেখানে থাকার ইচ্ছা ছিল। সার্কাসের হারামজাদা ম্যাজিশিয়ান তাকে ধমক দিয়ে বের করে দিয়েছে। তার মন অসম্ভব খারাপ ছিল। এখন মন সামান্য ভালো। কারণ হেড স্যার গত রাতে সে কোথায় ছিল এই নিয়ে বাহাস শুরু করেন নাই।

মোফাজ্জল করিম বললেন, আমার একটু দেরি হবে, তুই শুয়ে পড়।

বজলু বলল, আফনের কি শইল খারাপ?

না।

মাথাব্যথা?

সামান্য।

মাথা বানায়া দিমু?

হাত ধোয়া আছে? হাত ধোয়া থাকলে দে।

বজলু ইজিচেয়ারের পেছনে দাঁড়িয়ে মোফাজ্জল করিম সাহেবের মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। বজলু বলশালী মানুষ, কিন্তু তার হাত মেয়েদের হাতের মতো কোমল।

বজলু বলল, সার্কাসের খেলা কেমন দেখলেন স্যার?

ভালো।

আফনের কাছে কোন 'আইটেম' সবচেয়ে ভালো লাগছে?

সবই ভালো তবে সাপের খেলাটা জঘন্য। একটা মেয়ে সাপ জড়িয়ে ধরে চুমু খাচ্ছে। এটা কেমন কথা?

মেয়েটার নাম মীনা কুমারী।

তুই ওদের চিনিস নাকি?

অল্প-বিস্তর চিনি। গোসলের পানি দিয়া আসলাম। মীনা কুমারী কত সুন্দর দেখছেন না স্যার, কিন্তুক তার গলা মোটা। পুরুষ মাইনষের গলা।

একটা কালো মেয়ে যে ছিল, দড়ির খেলা দেখাল, এই মেয়েটা কেমন?

জানি না। হে কোনো কথা কয় নাই। তার শইল্যে জ্বর। জ্বর নিয়া সে খেলা দেখাইছে।

বলিস কী?

হঁ। সত্য। তার নাম কুহুরানী।

কী রানী?

কুহুরানী।

একটা মেয়ের জ্বর, তাকে নিয়ে খেলা দেখানোর দরকার কী?

কী করব, কন? পাবলিকে চায়। স্যার, ম্যাজিক যে দেখাইছে প্রফেসর বাবুল, উনার খেলা কেমন লাগছে?

ভালো।

বাবুল সাব মানুষ কিন্তু খারাপ। সবেরে তুইতুকারি করে। আমি নিজের ইচ্ছায় বিনা টেকায় দশ বালতি পানি দিয়া আসছি—আমারে বলে, এই কুত্তা! পানি ফেলস কেন? ম্যাজিকের লোক না হইলে দিতাম বালতি দিয়া বাড়ি।

মোফাজ্জল করিম বললেন, কুহুরানী জ্বর নিয়ে খেলা দেখিয়েছে?

জি, স্যার।

মেয়েটাকে ডাক্তার দেখিয়েছে?

জানি না, স্যার।

ডাক্তার দেখানো দরকার ছিল।

স্যার, ঘরে যান। মাথায় উষ পড়তেছে।

বসি আর কিছুক্ষণ। একটু চা খাওয়া তো।

স্যার, আমার দুইটা দিনের ছুটি দরকার। মা মৃত্যুশয্যায়।

তোর মা মৃত্যুশয্যায়?

জি, স্যার। এখন যায় তখন যায়। কবিরাজ ওষুধ দিয়েছে সেই ওষুধ সে মুখে নিতে পারে না। গন্ধে বমি আসে।

বজলু, তোর ছুটির দরকার তুই ছুটি নে। মিথ্যা কথা বলার দরকার কী? তোর মা মৃত্যুশয্যায় না। যে ছেলের মা মৃত্যুশয্যায় সেই ছেলে বুকে ফুঁ দিয়ে বেড়ায় না।

কাইল সকালে চইলা যাই স্যার। দুই দিন পরেই চইল্যা আসব। আল্লা-নবীর কীরা।

মোফাজ্জল করিম জবাব দিলেন না। কুহু নামের মেয়েটা গায়ে প্রবল জ্বর নিয়ে খেলা দেখিয়েছে, এটা তিনি মেনে নিতে পারছেন না। একজন অসুস্থ মানুষ বিশ্রাম করবে। দড়ির ওপর ঝাঁপাঝাঁপি করবে না।

বজলু চা বানাচ্ছে। আড়ে আড়ে তাকাচ্ছে। দেশে যাবার জন্যে তার ছুটির দরকার না। তার ছুটির দরকার মীনা কুমারীর জন্যে। মীনা কুমারী চিঠি দিয়ে তাকে কোথায় যেন পাঠাবে। বজলু চায়ের কাপ মোফাজ্জল করিমের হাতে দিতে দিতে বলল, স্যার আপনের বিবেচনায় সবচে 'ডেনচারাস' খেলা কোনটা?

শব্দটা ডেনচারাস না, ডেনজারাস।

জি স্যার বুঝেছি। আপনের বিবেচনায় কোনটা?

সেই ভাবে চিন্তা করি নি।

আমার বিবেচনায় আগুন খাওনের খেলা।

আগুন খাওয়ার খেলা আছে না-কি?

প্রথমেই ছিল আগুন খাওনের খেলা। প্রফেসার বাবুল আগুন খাইল দেখেন নাই?

মোফাজ্জল করিম প্রশ্নের জবাব না দিয়ে হঠাৎ করেই বললেন, কাল একবার খুঁজ নিয়ে আসিসতো মেয়েটার জ্বর কমল কি-না। কুহুরানী।

বজলু বলল, এখন যাই খবর নিয়া আসি।

এখন যাবি রাত হয়ে গেছে না?

বজলু বলল, কী বলেন রাইত হইছে। এরা কেউ দুইটা তিনটার আগে ঘুমায় না। আমি যাব আর খবর নিয়া চইল্যা আসব।

বজলু হন্তদন্ত হয়ে বের হয়ে গেল। রাতে আর ফিরল না। মোফাজ্জল করিম বারান্দায় রাখা ইজিচেয়ারে বসে অপেক্ষা করতে লাগলেন। অপেক্ষা করতে করতেই ফজরের আজান শুনলেন।

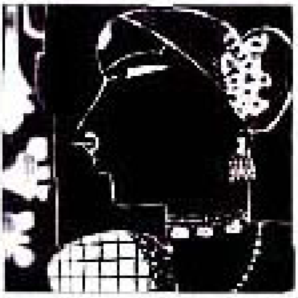

ম্যানেজার মোহাম্মদ ইয়াকুব প্রচণ্ড রাগ নিয়ে হাসিমুখে বসে আছে। সে রাগ দেখাতে পারছে না, কারণ তার সামনে নয়াপাড়ার অতি বিশিষ্ট এক মানুষ বসে আছেন। মানুষটার নাম এমদাদ খন্দকার। উনি বিরাট পয়সাওয়ালা মানুষ। নিজের টাকায় একটা মসজিদ করেছেন। হাফিজিয়া মাদ্রাসা করেছেন। তিনি তার মায়ের নামে একটা মেয়েদের স্কুল করবেন, এ রকম শোনা যাচ্ছে।

অঞ্চলে এমদাদ খন্দকারের নাম টাকা খন্দকার। তাঁর বড় মেয়ের বিয়েতে হাতি এনেছিলেন সুসং দুর্গাপুর থেকে। বিয়েতে বরযাত্রী যারা এসেছিল তাদের প্রত্যেককে একটা করে হাতঘড়ি উপহার দিয়েছিলেন। ঘড়ি দেবার ঘটনার পর কিছুদিন তাঁকে ঘড়ি খন্দকার ডাকা হতো, এখন আগের নামে ডাকা হচ্ছে। টাকা খন্দকার। তাঁর প্রধান পরিচয় টাকায়, ঘড়িতে না।

টাকা খন্দকার রুগ্ন মানুষ। তিনি কুঁজো হয়ে বসে আছেন। মাঝে মাঝে কাশছেন। তার পরনে লুঙ্গি। লুঙ্গির ওপর সিল্কের ফতুয়া। লুঙ্গি ফতুয়া সিল্কের হলেও কাঁধে সাধারণ হাটুরেদের গামছা। তার পোশাক-আশাক দেখে বিরাট টাকাওয়ালা মানুষ, এ রকম মনে হচ্ছে না। তিনি একের পর এক পান খেয়ে যাচ্ছেন। মুখ বেয়ে পানের রস পড়ছে। টাকা খন্দকার তার কাঁধে রাখা গামছা দিয়ে পানের রস মুছছেন।

এ জাতীয় মানুষ কখনো একা চলাফেরা করে না। সঙ্গে চরণদার রাখে। বেশির ভাগ কথা চরণদাররাই বলে। টাকা খন্দকারের চরণদারের নাম বরকত। বরকত মধ্যবয়স্ক মানুষ। অতি বিনয়ী এবং অতি ঘোড়েল। বরকতের কথাবার্তায় কোনো অস্পষ্টতা নাই। বরং অতিরিক্ত স্পষ্ট।

ইয়াকুব বলল, আমি অপারগ। আমার মালিকের নিষেধ আছে, সার্কাসের কোনো মেয়ে সার্কাসের এরিয়ার বাইরে যাবে না। মালিক যখন শুনবেন একটা মেয়ে তাঁবুর বাইরে রাত কাটিয়েছে, আমার চাকরি চলে যাবে। আমি বালবাচ্চা নিয়ে না খেয়ে মরব। দশাগ্রে আমার না দশ মালিকের। আমি দুজনের গোলাম।

বরকত মাথা দোলাতে দোলাতে বলল, খন্দকার সাব থাকতে আপনি না খেয়ে মরবেন এটা কেমন কথা? উনার সামনে এ রকম কথা বলাও বেয়াদবি। উনি বেয়াদবি পছন্দ করেন না।

আমি কোনো বেয়াদবি করছি না। সত্যি কথা বলছি।

বরকত বলল, যুদ্ধের বাজারে সত্য কথা বলা ঠিক না।

ইয়াকুব বলল, যুদ্ধের বাজার মানে? কিসের যুদ্ধ?

বরকত বলল, এই যে আপনার সঙ্গে আমার যুদ্ধ। কথার যুদ্ধ। সব যুদ্ধের বড় যুদ্ধ কথার যুদ্ধ। যুদ্ধ বন্ধ করেন। কী বলতেছি মন দিয়া শুনেন। খন্দকার সাব আপনার সার্কাস দেখে খুশি হয়েছেন। উনি সার্কাসের সবেরে মিষ্টি খাওয়ার জন্য তিন হাজার টাকা দিয়েছেন। টাকা পান নাই?

জি, টাকা পেয়েছি। শুকরিয়া।

সার্কাসের কালো মেয়েটা তার নাম যেন কী?

কুহুরানী।

হুঁ, কুহুরানী। কুহুরানীর খেলা খন্দকার সাবের মনে ধরেছে। উনি কুহুরানীরে নিজের বাড়িতে নিয়া গল্পগুজব করতে চান। খন্দকার সাবের পান খাওয়ার অভ্যাস। অন্যকেও পান খাওয়াতে তিনি পছন্দ করেন। তাঁর খায়েশ কুহুরানীরে নিজের হাতে বানায়ে এক খিলি মিষ্টিপান খাওয়াবেন। এইটাতে আপনার অসুবিধা কী?

কুহুরানীর শরীর খারাপ, তার প্রচণ্ড জ্বর।

বরকত হতাশ গলায় বলল, এই তো উল্টাপাল্টা কথা শুরু করলেন। একটু আগে বলেছেন মালিকের নিষেধ, কোনো মেয়ে তাঁবুর বাইরে যাবে না। এখন বলতেছেন কুহুরানীর জ্বর। জ্বর না থাকলে তারে বাইরে যাইতে দিতেন?

ইয়াকুব উত্তর দিল না। এই মুহূর্তে তার মুখে কোনো জবাব আসছে না। বরকতের সঙ্গে কথায় পারা সম্ভব হবে এ রকম মনে হচ্ছে না। এ গভীর পানির মাছ না। অতলের মাছ।

টাকা খন্দকার মুখ থেকে পানের পিক মুছতে মুছতে বলল, বরকত, অনেক বাহাস হয়েছে, আর ভালো লাগতেছে না। চল, উঠি।

বরকত বলল, এতক্ষণ যখন বসেছি, আরো একটু বসি। মেয়েটার জ্বর। না দেখে যাওয়া ঠিক না। জ্বর বেশি হলে চিকিৎসাপাতির ব্যবস্থা নিতে হবে। ইনারা আমাদের মেহমান। ইনাদের বিপদ মানে আমাদেরও বিপদ।

টাকা খন্দকার সঙ্গে বললেন, তাহলে বসি জ্বরটা দেখেই যাই।

ইয়াকুব উঠে দাঁড়াল। শুকনা মুখে বলল, আপনারা বসুন। কুহুকে নিয়ে

আসি। সঙ্গে থার্মোমিটারও আনব। জ্বর মাপবেন।

বরকত বলল, থার্মোমিটার লাগবে না, খন্দকার সাবের হাতই থার্মোমিটার। বেশি দেরি করবেন না। খন্দকার সাব অধিক রাত্রিজাগরণ করেন না। ডাক্তারের নিষেধ আছে।

দেরি হবে না।

ইয়াকুবের *ফিরতে দেরি হলো। বেশ দেরি। এতে টাকা খন্দকার কিংবা তার* সঙ্গী দুজনের কারোরই ধৈর্যচ্যুতি হলো না। টাকাওয়ালা মানুষদের সহজেই ধৈর্যচ্যুতি হয়। খন্দকার সাহেবের কখনো হয় না। তার বিপুল বৈভবের একটি কারণ হয়তো বা তার অসীম ধৈর্য।

ইয়াকুব ফিরল একা। তার মুখে স্পষ্ট ভীতির ছাপ। তার কাছ থেকে জানা গেল কুহুকে পাওয়া যাচ্ছে না। সে কলপাড়ে একা গিয়েছিল চোখে-মুখে পানি দিতে। কলপাড় থেকে ফেরে নি। কুহুর সন্ধানে সার্কাসের লোকজন নানান দিকে গেছে।

ইয়াকুব বলল, আপনারা মনে হয় আমার কথা বিশ্বাস করছেন না। আপনারা হয়তো ভাবছেন, আমি তাকে লুকায়ে রেখেছি।

টাকা খন্দকার উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললেন, আপনি সত্য কথাই বলেছেন। কে মিথ্যা বলছে, কে সত্য বলছে—সেটা আমি মুখ দেখে বলতে পারি।

ইয়াকুব বলল, কুহুর পালানোর অভ্যাস আছে। গৌরীপুর থেকে একবার পালায়েছিল। পরে তাকে শ্যামগঞ্জ থেকে ধরে আনি। মেয়েটার মাথায় গণ্ডগোল আছে।

বরকত বলল, এই অঞ্চল কি সে চিনে?

ইয়াকুব বলল, জি না।

বরকত বলল, পালায়ে বেশি দূর যাওয়া সম্ভব না। সার্কাসের মেয়েকে কেউ যে লুকায়ে রাখবে, তাও না। রেলস্টেশনের দিকে লোক পাঠান। আমরাও খোঁজখবর নিব।

ইয়াকুব বলল, মীনা কুমারী বলে একটা মেয়ে আছে আমাদের দলে। গান জানে। নাচ জানে তাকে কি দিব আপনাদের সঙ্গে? গলা মোটা কিন্তু সুরে গায়।

মীনা কুমারী কোন জন?

সাপ নিয়ে যে খেলা দেখায়।

টাকা খন্দকার না-সূচক মাথা নাড়লেন। ইয়াকুবের দিকে ফিরে বললেন, কুহু মেয়েটাকে নিয়ে দুশ্চিন্তার কিছু নাই। তাকে খুঁজে বের করা কয়েক ঘণ্টার মামলা।

বিষয়টা দেখতেছি।

কুহুরানী একটা পুকুরপাড়ে বসে আছে। পুকুরপাড়ে লম্বা লম্বা ঘাস। পানিতে ঘাসের কিরিকিরি ছায়া পড়েছে। তাকিয়ে থাকতে ভালো লাগছে। কুহুর মাথার ওপর নারিকেল গাছ। নারিকেল গাছটা খুব উঁচু না। তারপরও গাছভর্তি নারিকেল। কুহু পুকুরের পানিতে ডান পা-টা ডুবিয়েই ঝট করে তুলে ফেলল। পানি বরফের চেয়েও ঠাণ্ডা। সে বুঝতে পারছে তার গায়ে জ্বর। জ্বর খুব বেশি কি না, এটা বুঝতে পারছে না। বেশি হওয়ার সম্ভাবনা আছে। জ্বর বেশি হলে পানি ঠাণ্ডা লাগে। উত্তর দিক থেকে বাতাস আসছে। বাতাসও ঠাণ্ডা। সার্কাসের দলে ফিরে গিয়ে গায়ের একটা চাদর নিয়ে এলে হতো। সে আকাশের দিকে তাকাল। আকাশে তারা ঝিকমিক করছে। চাঁদ নেই। আশ্চর্য ব্যাপার চাঁদ ছাড়াই চারদিক আলো হয়ে আছে। কুহু উঠে দাঁড়াল। সে কোনদিকে যাবে বুঝতে পারছে না। সে পালিয়ে যাচ্ছে কি না, এটাও বুঝতে পারছে না। পালিয়ে সে যাবে কোথায়? তার শাড়ির আঁচলে একটা পাঁচশ' টাকার নোট আর কয়েকটা একশ' টাকার নোট আছে। এই টাকায় ট্রেনের টিকিট হবে। ট্রেনের টিকিট কেটে উঠে পড়া। ট্রেন চলছে তো চলছেই। আর থামাথামি নেই। বাকি জীবন পার হয়ে যাবে ট্রেনে।

তার ছোটবেলাটা কেটেছে ট্রেনে। সে আর তার বাপ। বাবা ট্রেনে থালা বাজিয়ে ভিক্ষা করতেন। তার থালার বাজনা ছিল অসাধারণ। আঙুল দিয়ে ঝড়ের মতো তুলতে পারতেন। তার বাজনা শুনে লোকজন যখন মুগ্ধ, তখন তিনি শুরু করতেন তার ভিক্ষার বক্তৃতা। বাজনা যত সুন্দর, বক্তৃতা ততই কুৎসিত।

'চলন্ত ট্রেনের যাত্রীগণ। আসসালাম। আমি একজন অসহায় নাদান মানুষ। আমি আমার এই ছোট্ট মেয়েটাকে নিয়া আপনাদের পাকদরবারে হাজির হয়েছি। মাতৃহারা এই শিশু ক্ষুধার যন্ত্রণায় কাতর। আজ সারাদিনে বাপ-বেটির কোনো খাওয়া জুটে নাই। রিজিকের মালিক আল্লাপাক, আপনারা উসিলা।'

যে থালায় এতক্ষণ বাজনা বেজেছে সেটা এখন হয়েছে ভিক্ষাপাত্র। বাজনা সবাই শুনেছে কিন্তু ভিক্ষা কেউ দিচ্ছে না। এক কামরা থেকে আরেক কামরা। আবার থালার বাজনা। আবার সেই বক্তৃতা। একটা শব্দ এদিক-ওদিক না–

'চলন্ত ট্রেনের যাত্রীগণ। আসসালাম। আমি একজন অসহায় নাদান মানুষ। আমি আমার এই ছোট্ট মেয়েটাকে নিয়া আপনাদের পাকদরবারে...'

কুহুরানী পুকুরপাড় থেকে উঠে দাঁড়াল। তার মাথায় তার বাবার বক্তৃতা বাজছে। নাকে ফুলের গন্ধ আসছে। সে হাঁটতে শুরু করেছে যেদিক থেকে ফুলের গন্ধ আসছে, সেদিকে। কচুবনের ভেতর দিয়ে রাস্তা। সামনে বাঁশঝোপ। কোথাও কোনো জনমানুষ্যি নেই। রাত এমন কিছু বেশি না। লোকজন কোথায় গেল?

শিয়াল ডাকছে। অনেকদিন পর শিয়ালের ডাক শোনা গেল। কুহুরানী কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে শিয়ালের ডাক শুনল। এদিক ওদিক তাকিয়ে দুই হাত মুখের কাছে ধরে শিয়ালের মতো শব্দ করল। বাহ্ মজা তো। তার ডাক শুনেই হয়তো শিয়ালরা ডাক থামিয়ে দিয়েছে সে আবার হাঁটা শুরু করল। সে হাঁটছে এলোমেলো ভঙ্গিতে। তাকে সার্কাসের তাঁবু থেকে দূরে যেতে হবে, এই বোধটা তার আছে।

কাউকে পেলে সে স্টেশনে যাওয়ার পথ জিজ্ঞেস করে নিতে পারত। যাকে জিজ্ঞেস করত সে নিশ্চয়ই বলত–এত রাইতে ইস্টিশনে কী? কই যাবেন?

সে বলত, কোনোখানে যাব না। ট্রেনে উঠে বসে থাকব। ভিক্ষা করব–

'চলন্ত ট্রেনের যাত্রীগণ। আসসালাম। আমি একজন অসহায় নাদান মানুষ...'

কুহুরানীর ভিক্ষা করা শেষ হলো জয়নাল চাচার সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর। তিনি সার্কাসের খেলা দেখাতেন। একটা লোহার রিঙের ভেতর শরীরটা ঢুকিয়ে পেঁচিয়ে ফেলা। তার খেলা দেখলে মনে হতো তার শরীরে হাড্ডি বলে *কিছু নেই। শরীরটা* রাবারের শরীর। এই শরীর তিনি যেকোনোভাবে বাঁকাতে পারতেন।

কুহু খেলা শিখেছিল তাঁর কাছে। তিনি তার প্রথম ওস্তাদ এবং শেষ ওস্তাদ। প্রথমদিন লোহার রিঙের ওপর কুহুকে এক পায়ে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বললেন, শরীর নিয়া চিন্তা করবি না। মনে মনে চিন্তা কর, তোর শরীর বইলা কিছু নাই। তোর শরীরটা বাতাস। যখন সত্যই চিন্তা করবি তোর শরীর বাতাস, তখন খেলা শিখবি। তার আগে না।

শরীর হইল শরীর। শরীর কি বাতাস হয়?

চিন্তা করলেই হয়। তুই যখন চিন্তা করবি তোর শইল লোহা। ইসটিল। তখন শরীল হইব ইসটিল।

কুহু দ্রুত খেলা শিখেছিল। বাবার মৃত্যুর পর (তিনি ট্রেনে কাটা পড়ে মারা গিয়েছিলেন। চলন্ত ট্রেনের এক কামরা থেকে আরেক কামরায় যাওয়ার সময় পা ফসকে পড়ে যান)। কুহু থাকত জয়নাল চাচার সঙ্গে। দুজনে মিলে ট্রেনের কামরায় কামরায় খেলা দেখত। ভালো পয়সা পাওয়া যেত। শ্যামগঞ্জ বাজারে জয়নাল ঘর ভাড়াও করেছিল। ঘরের আসবাবপত্রের মধ্যে ছিল বিরাট একটা চৌকি। একটা কাঠের চেয়ার এবং একটা আলনা। আলনাটা বাহারি। আলনায় জুতা রাখার ব্যবস্থা ছিল। ভাড়া করা ঘরে থাকার সুযোগ খুব বেশি হতো না। যখনই সুযোগ হতো, তখনই জয়নাল চাচার আনন্দের সীমা থাকত না। গম্ভীর গলায় বলত, নিজের ঘরে থাকা আর রাজবাড়িতে থাকা একই। আমার ঘরের আমিই রাজা। বুঝছস?

কুহু বলত, আপনে রাজা। আমি কী?

তুই হইলি রাজার ভাতিজি।

তাদের সময়টা সুখেই কাটছিল। সুখ স্থায়ী হলো না। কুহুর শরীর বদলাতে শুরু করল। সে ভয়ে অস্থির। একদিন সে বলল, আমি আর এক বিছানায় শোব না চাচা। আমারে মাটিতে বিছানা কইরা দেন।

জয়নাল বলল, ও কুহু তুই আমারে শাদি করবি?

হতভম্ব কুহু বলল, আপনেরে শাদি করব কী? আপনে আমার চাচা।

আমি তোর আপন চাচা না। গেরাম সম্পর্কের চাচাও না। আমি হইলাম চলন্ত ট্রেনের চলন্ত চাচা।

কুহু বলল, ছিঃ, চাচা, ছিঃ।

জয়নাল চাচা ঘোরের মধ্যে চলে গিয়েছিল। প্রায়ই ঘুম ভেঙে কুহু দেখত জয়নাল চাচা কুপি জ্বালিয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে বসে আছে। সে ধড়মড় করে উঠে বসে বলত, চাচা কী হইছে?

জয়নাল উদাস গলায় বলত, কিছু হয় নাই। কুহু, তুই আমারে শাদি করবি?

কুহু ধমক দিয়ে বলত, চুপ কইরা ঘুমান তো চাচা। আপনের মশকরা ভালো লাগে না।

আচ্ছা, ঠিক আছে, ঘুমাইলাম।

গ্রামের অন্ধকার পথে হাঁটতে হাঁটতে কুহুর মনে হলো, জয়নাল চাচাকে বিয়ে না করে সে বিরাট ভুল করেছে। বিয়ে করলে তার স্বামী-সংসার হতো। এখন আর কিছুই হবে না। তিনবার পেটের সন্তান নষ্ট করতে হয়েছে। চতুর্থবারের সময় ডাক্তার বলল, জরায়ু ফেলে দিতে হবে। সমস্যা আছে।

সমস্যা। সমস্যা। চারদিকে শুধু সমস্যা। এমন কোনো দুনিয়া কি আছে, যে দুনিয়ায় কোনো সমস্যা নাই? যে দুনিয়ার মনেও সুখ, শরীরেও সুখ? যে দুনিয়ায় ট্রেন চলে, কিন্তু চলন্ত ট্রেনের নিচে কেউ কাটা পড়ে না? যে দুনিয়ায় জয়নাল চাচার সঙ্গে তার বিবাহ হয়। তাদের সন্তান হয়।

জয়নাল চাচা যখন খুব অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হলো, তখন সে নিউ স্টার সার্কাস পার্টিতে কাজ করে। ছুটি নিয়ে সে তাকে দেখতে গেল। জয়নাল অবাক হয়ে বললেন, তোর তো বিরাট নামডাক হয়েছে রে। ছিলি কুহু। এখন হইছস কুহুরানী।

চাচা, আপনি কেমন আছেন?

ভালো আছি। আজরাইল দিনের মধ্যে কয়েকবার আমারে দেখতে আসে।

আপনার জন্য ফল আনছি।

শান্ত নাই, কিছু খাইতে পারি না। একজন মাওলানা ডাকায়ে তওবা করায়েছি। এখন আমি নিষ্পাপ শিশু। এক জীবনে যত পাপ করেছিলাম, সব কাটা গেছে। মৃত্যুর পরে বেহেশতে চলে যাব। আল্লাহপাক বলবেন, বান্দা তুমি কী চাও? আমি বলব, আমার হুরপরীর দরকার নাই। তুমি কুহুরে আইনা দেও। হা হা হা। তুই কিন্তু ধরা খাইছস। তওবা সময়মতো করতে পারছি বইল্যা ধরা খাইছস। হা হা হা। বেহেশতে আমি যদি দাখিল হই, তুইও হবি।

জয়নাল আনন্দ নিয়েই মারা গেছে। খুব অল্প সংখ্যক মানুষের আনন্দময় মৃত্যু হয়। জয়নাল সেই অতি অল্প সংখ্যক মানুষদের একজন।

কুহু কপালে হাত দিল। নিজের গায়ে হাত দিয়ে কি নিজের জ্বর বোঝা যায়? একজন কেউ যদি থাকত, যে কপালে হাত দিয়ে জ্বর দেখত। তার মাথায় বাবার বক্তৃতা ঘুরছে–'চলন্ত ট্রেনের যাত্রীগণ। আসসালাম...' নিজেকে কুহুর চলন্ত ট্রেনের মতোই লাগছে। ট্রেন যাচ্ছে, কোথায় যাচ্ছে? ট্রেনের দুই দিকে ঘন ঝোপঝাড়। বাঁশবনে জোনাকি পোকা। আকাশ পরিষ্কার। চাঁদ নেই, তারপরও চাঁদের আলোর মতো আলো। কুহুর মাথা দুলছে। আচ্ছা সে কি এখন দড়ির খেলা দেখাচ্ছে? তার আশপাশে ঝোপঝাড় না। চোখ বড় বড় করে মানুষজন বসে আছে। সে নিজে দড়ির ওপর দিয়ে চোখ বন্ধ করে হাঁটছে। সহজ হাঁটা না, নাচের মতো করে হাঁটা। হাঁটা শেষ হওয়ামাত্র সে চোখ খুলবে। দর্শকদের হাততালি। কুর্নিশের ভঙ্গিতে এখন তাকে মাথা নিচু করতে হবে। তার গায়ের পোশাকটা এমন যে, মাথা নিচু করামাত্র তার শরীরের অনেকখানি দেখা যাবে। আবার হাততালি। তবে এবারের হাততালি এলোমেলো। দুয়েকজন শিস বাজাবে। দর্শকদের মধ্যে অতি বিশিষ্টদের কেউ কেউ চঞ্চল হয়ে উঠবেন। তাদের চঞ্চলতা অন্য ধরনের। তারা কুহুর সঙ্গে প্রাইভেটে পান খেতে চাইবেন। আলাপ-বিলাপ করতে চাইবেন। আলাপের শুরুটা সুন্দর–তোমার নাম কী?

কুহু। কুহুরানী।

ভালো খেলা শিখেছ।

দড়ি থেকে কোনোদিন পড়ে যাওনি?

জি পড়েছি। খেলা যতক্ষণ চলে তখন পড়ি না। খেলা শেষ হইলে পড়ি। আপনার মতো বিশিষ্টজনরা যখন ডাকেন তখন পড়তে হয়।

সার্কাসের মেয়ে কতক্ষণ দড়িতে থাকবে? তাকে তো পড়তেই হবে।

কুহু থমকে দাঁড়াল। তার শাড়িতে কয়েকটা জোনাকি বসেছে। গায়ে জোনাকি বসা ভালো না। গায়ে প্রজাপতি বসা ভালো। বিয়ের পয়গাম আসে। জোনাকি

নাসলে বিয়ে ভাঙে। সব প্রজাপতিতে বিয়ের পয়গাম অবশ্য আসে না। যেসব প্রজাপতির ডানায় রঙ নেই, ডানা ধবধবে শাদা, সেসব প্রজাপতি মৃত্যুর খবর আনে।

জোনাকিগুলো গা থেকে সরিয়ে দিতে ইচ্ছে করছে না। জ্বলছে নিভছে জ্বলছে নিভছে। গয়নার মতো লাগছে। জোনাকির জ্বলা-নেভার মধ্যে তাল আছে। ব্যান্ডমাস্টার এই তালে বাজনা বাজালে ভালো হতো–ড্রিম ড্রিম। দা ড্রিম ড্রিম। ড্রিমা ড্রিমা...কুহু বসে পড়ল। ব্যান্ডমাস্টারের বাজনা মাথার ভেতর বাজছে। মাথা তুলে রাখা যাচ্ছে না। কে যেন এই দিকে আসছে। লোকটাকে আগে দেখা যায় নি। হুট করে উদয় হয়েছে। কুহু কী করবে? লুকিয়ে যাবে? না-কি আগ বাড়িয়ে কথাবার্তা বলবে? যা করতে হয় এখনি করা দরকার। কুহু সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না। জ্বরে মাথা ভারি হয়ে গেছে।

এইখানে কে? কে এইখানে?

পুরুষ মূর্তি এগিয়ে আসছে। হাতের হারিকেন বাড়িয়ে ধরেছে। হারিকেন বাড়িয়ে দূরের জিনিস দেখা যায় না। দূরের জিনিশ দেখতে টর্চ লাগে। লোকটা খাটো।

আমার নাম বজলু। আপনে কে?

আমি আসমানের পরী। হি হি হি।

বজলু প্রায় দৌড়ে কাছে চলে এল। আনন্দে এবং উত্তেজনায় সে কাঁপছে।

কুহুরানী না?

হুঁ। আমি কুহু। আমার খুঁজে বাইর হইছ?

সবেই বাইর হইছে। আপনে এত দূর চইল্যা আসছেন। মাশাল্লাহ।

বজলু তুমি ফেরত যাও। ম্যানেজাররে বলবা আমারে খুঁইজ্যা পাও নাই। আমি পালাইতেছি। বলতে পারবা না?

আপনে বললে পারব।

কুহু বজলুর হাত ধরল। আনন্দে বজলুর দম বন্ধ হবার মতো হল।

বজলু শোন, তোমার সাথে আমি ধর্ম ভাই পাতাইলাম। ভাই ভইনেরে দেখবে না?

অবশ্যই দেখবো।

এখন তুমি আমারে বলো এই রাস্তা বরাবর যদি আমি হাঁটা দেই কোনখানে যাব?

পাকা সড়কে গিয়া উঠবেন।

সড়ক কত দূর?

দূর আছে।

সড়কে গিয়া যদি উঠি বাস পাব না। হাত তুললে বাস থামব। থামব না?

জি থামব।

আমি রওনা দিলাম সড়ক বরাবর। দোয়া রাখবা।

আমি সাথে আসি?

কোনো প্রয়োজন নাই। তুমি ম্যানেজার সাবরে বলবা আমার কোনো সন্ধান পাও নাই। বলতে পারবা না?

পারব।

আচ্ছা তাইলে হাঁটা দেও। ভাই আগে যাবে তারপর ভইন। এই নেও একশটা টেকা নেও।

টেকা লাগব না।

আরে নেও নেও। ভইন ভাইরে দিতেছে।

বজলু টাকা নিয়ে দৌড়াতে শুরু করল। কুহুরানী কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে যে রাস্তায় তার যাবার কথা তার উল্টোদিকে হাঁটা দিল। সে নিশ্চিত বজলু ম্যানেজারকে নিয়ে আসতে গেছে।

কুহু হাঁটছে। তাকে অতি দ্রুত যেতে হবে। রাতের অন্ধকারে যতদূর যাওয়া যায়। মানুষ অন্ধকার ভয় পায়। আবার এই অন্ধকারই মানুষকে রক্ষা করে। কী আশ্চর্য!

বজলু ম্যানেজার ইয়াকুবকে নিয়ে এসেছে। ইয়াকুবের হাতে পাঁচ ব্যাটারির টর্চ। ইয়াকুব থমথমে গলায় বলল, তোমার সঙ্গে শেষ দেখা হয়েছে এইখানে?

বজলু বলল, জি স্যার। ছাতিম গাছটা দেখতেছেন না? ছাতিম গাছের নিচে দাঁড়ায়েছিল।

সে কোনদিকে যাবে বলেছে?

এইদিকে স্যার পাকা সড়কের দিকে। চলেন হাঁটা দেই। দেরি কইরা লাভ নাই।

ইয়াকুব বলল, কুহুরে তুমি চিন না। আমি চিনি। কুহু যেই দিকে যাবে বলেছে সেই দিকে সে যাবে না। সে যাবে উল্টা দিকে। তোমার সঙ্গে সে ধর্ম ভাই পাতায়েছে না?

বজলু অবাক হয়ে বলল, জি।

কুহু সুযোগ পেলেই পালানোর চেষ্টা করে। একজনকে সে ধর্ম ভাই বানায়। তার

সাহায্য নেয়। শেষ পর্যন্ত পালাতে পারে না। তোমাকে নিশ্চয়ই টাকা পয়সাও কিছু দিছে?

বজলু শুকনা গলায় বলল, জি না স্যার।

তাহলে সম্ভবত তার সাথে টাকা নাই। টাকা থাকলে দিত। চল এখন সন্ধানে বাইর হই।

মোফাজ্জল করিম শোবার আয়োজন করছেন। তিনি জানালার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। শেষবারের মতো তাকালেন জোছনার কবরের দিকে। টগর ফুলের গন্ধ আসছে। সব রাতে গন্ধ পান না। বাতাসের কারণে এটা হয়। আজ বাতাস আছে। শক্ত উত্তুরে বাতাস। উত্তুরে বাতাসের ভালো বাংলা উত্তরায়ণ। এর ইংরেজিটা কী? প্রতি রাতে তিনি তিনটা ইংরেজি শব্দ শেখেন। আজ বাদ পড়েছে। এশার নামাজও কাজা হয়েছে। মোফাজ্জল করিম হঠাৎ লক্ষ করলেন, জোছনার কবরের পশ্চিম পাশের ফাঁকা জায়গাটায় কে যেন বসে আছে। শাড়িপরা একটা মেয়ে। মাটিতে হাত রেখে মাথা দোলাচ্ছে। মেয়েটা কে? জোছনা না তো? বজলু যেমন দেখা পায়, সে রকম? বাচ্চা একটা ছেলের হাত ধরে ঘোমটা মাথার একটা মেয়ে কবরের চারপাশে হাঁটে। এই কি সেই মেয়ে?

মোফাজ্জল করিম বজলুকে ডাকলেন। বজলু সাড়া দিল না। তাকে ছুটি দেওয়া হয়েছে। সকালবেলা তার বাড়ি চলে যাওয়ার কথা। সে হয়তো রাতেই চলে গেছে।

বজলু। বজলু। বজলু। আছ?

বজলু জবাব দিল না। বসে থাকা মেয়েটা উঠে দাঁড়াল। মোফাজ্জল করিম বললেন, তুমি কে? এই, তুমি কে?

মোফাজ্জল করিমের বুক ধকধক করছে। তিনি কি চোখে ভুল দেখছেন? যে মেয়েটা দাঁড়িয়ে আছে সে অবশ্যই জোছনা। এতে কোনো সন্দেহ নেই।

এক্ষুণি সে হয়তো বাতাসে মিলিয়ে যাবে। বজলু তাই বলত। ঘোমটা পরা বউমতো একজন বাচ্চা একটা ছেলের হাত ধরে হাঁটে। 'কে, কে' বলে চিৎকার করলেই মিলিয়ে যায়।

জোছনা এগিয়ে আসছে তার জানালার দিকে। কার্তিক মাসের কুয়াশার ভেতর দিয়ে এগিয়ে আসছে নারীমূর্তি। কাছেই কোথাও পাখির ডানা ঝাপটানোর শব্দ। টগর ফুলের গন্ধও তীব্র হয়েছে।

মোফাজ্জল করিম বললেন, কে?

নারীমূর্তি থমকে দাঁড়িয়ে বলল, পানি খাব।

তুমি কে?

পিয়াস লাগছে, পানি খাব।

তুমি সার্কাসের মেয়ে না?

হুঁ।

এখানে কী করো।

পানি খাব।

তোমার নাম কুহুরানী?

হুঁ।

আসো, ঘরে আসো। পানি খাও।

না।

মেয়েটা আবার বসে পড়েছে। ঘাসের ওপর হাত বোলাচ্ছে। তার মাথাও সামান্য দুলছে। মনে হচ্ছে, সে মাটিতে শুয়ে পড়বে। মোফজ্জল করিম গলা উঁচিয়ে ডাকলেন, বজলু, বজলু।

বজলু বাড়িতে নেই। সে রাতেই রওনা দিয়েছে। তার ঘর খালি। তোশক সুন্দর করে গোটানো।

মোফাজ্জল করিম কুহুকে বজলুর বিছানায় শুইয়েছেন। পায়ে কম্বল টেনে দিয়েছেন। মেয়েটা তারপরও শীতে কাঁপছে। জ্বরে তার গা পুড়ে যাচ্ছে। সে বারবার পানি খেতে চাচ্ছিল। পানিভর্তি গ্লাস দেওয়ার পর কিছুই খেতে পারল না। দু'চুমুক দিয়েই নেতিয়ে পড়ল।

মেয়েটার মাথায় পানি ঢালা দরকার। ডাক্তারকে খবর দেওয়া দরকার। সার্কাসের লোকজন কি জানে, মেয়েটা কোথায়? তাদেরও খবর দেওয়া দরকার। মেয়েটা খুব সম্ভব একা বেড়াতে বের হয়েছিল। পথ হারিয়ে এখানে চলে এসেছে।

কুহুরানী বিড়বিড় করে বলল, জয়নাল চাচা। আপনার ঠাণ্ডা হাত আমার কপালে রাখেন।

মেয়েটা জ্বরের ঘোরে ভুল বকতে শুরু করেছে। জ্বর আর বাড়তে দেওয়া যাবে না। মাথায় পানি ঢালতে হবে। বজলু কি ঘরে পানি এনে রেখেছে? বজলুর কাজে কোনো শৃঙ্খলা নেই। এখন দেখা যাবে কলসি খালি।

জয়নাল চাচা, আমি সার্কাস থেকে পালিয়ে আসছি। এখন আমি আপনার সঙ্গে থাকব। আপনাকে বিয়ে করব। এক লাখ এক টাকা কাবিনে বিয়ে। অর্ধেক

উসুল। ট্রেনে করে আমি আপনার সঙ্গে চলে যাব। চলন্ত ট্রেনের যাত্রীগণ! আসসালাম। আমি একজন অসহায় নাদান মানুষ। আমি আমার এই ছোট্ট মেয়েটাকে নিয়ে আপনাদের পাকদরবারে...

টেবিলের ওপর এক জগ খাবার পানি ছাড়া ঘরে কোনো পানি নেই। মোফাজ্জল করিম বালতি হাতে কলের দিকে ছুটলেন। টিউবওয়েল বেশ দূরে। জুমাঘরের পাশে। ভরা বালতি নিয়ে এই বয়সে ফিরতে তার কষ্ট হবে। জোয়ান বয়সেই কষ্ট হয়েছে, আর এখন তো শেষ বয়স। জোছনার একবার হঠাৎ করে আকাশ-পাতাল জ্বর উঠল। মাথায় পানি ঢালবেন, ঘরে নেই একফোঁটা পানি। তাকে জুমা ঘরের চাপকল থেকে পানি আনতে হয়েছিল। বুকে হাঁপ ধরে গিয়েছিল। তিনি সারা রাত মাথায় পানি ঢাললেন। শেষ রাতে পাখপাখালি যখন ডাকতে শুরু করল তখন জোছনার জ্বর ধুম করে ছেড়ে গেল। সে বিছানায় উঠে বসে বলল, চায়ের মধ্যে পাউরুটি ভিজিয়ে খাব। ক্ষুধা লেগেছে। তিনি ইস্টিশনের টি-স্টল থেকে নিজেই পাউরুটি এনেছিলেন। সাইকেলে যেতে-আসতে এক ঘণ্টা লেগেছে।

আচ্ছা, এই মেয়েটার জ্বর যখন ছেড়ে যাবে তখন সে পাউরুটি খেতে চাবে না তো? মানুষের জীবনে অতীতে ঘটে যাওয়া অনেক ঘটনাই আবার ফিরে আসে। মোফাজ্জল করিম মোটামুটি নিশ্চিত, এই মেয়েটার গা থেকে জ্বর নেমে গেলেই সে বিছানায় উঠে বসবে। গম্ভীর গলায় বলবে, চায়ে ভিজিয়ে পাউরুটি খাব।

দুনিয়ায় কত রকম খাবার, সব ফেলে জোছনার পছন্দ ছিল চায়ে ভিজিয়ে পাউরুটি। আল্লাহপাক অবশ্যই তাকে বেহেশতে নসিব করেছেন। সে বেহেশতের বাগানে তার পুত্র মারুফুল করিমকে নিয়ে কত আনন্দেই না আছে। সেখানেও কি হঠাৎ তার চায়ে ভিজিয়ে পাউরুটি খেতে ইচ্ছা করে? ইচ্ছা করলে সে ব্যবস্থা আল্লাহপাক অবশ্যই করবেন। দুনিয়া হলো চেয়ে না পাওয়ার জায়গা। আর বেহেশত হলো না চেয়েও পাওয়ার জায়গা।

মোফাজ্জল করিম কুহুর মাথায় পানি ঢালছেন। পানি ঢালতে তার বেশ কষ্ট হচ্ছে। কুহু দু'হাতে তার বাঁ হাত শক্ত করে ধরে আছে। কিছুতেই ছাড়ছে না। এক হাতে ঠিকমতো পানি ঢালা মুশকিল। পানির ধারা ঠিকমতো ফেলা যাচ্ছে না। কখনো বালিশে পড়ছে, কখনো মেয়েটার চোখে-মুখে পড়ছে। ঘরে থার্মোমিটার নেই। থার্মোমিটার থাকলে জ্বরটা দেখা যেত। কাল সকালেই থার্মোমিটার কিনে আনতে হবে। ঘরে কিছু ওষুধ-বিষুদও থাকা দরকার। এখন দরকারে পড়ে, তার নেই ঠিক। মোফাজ্জল করিম

একমনে দরুদে শেফা পড়ছেন। মাঝেমধ্যে কুহুর কপালে ফুঁ দিচ্ছেন।

বালতি দিয়ে পানি আনার সময় লক্ষ করেছেন, আকাশে মেঘ জমছে। কার্তিক মাসে কয়েকদিন ঝড়-বৃষ্টি হয়। এ ঝড়-বৃষ্টির নাম কাত্যায়নী। আজ থেকেই কি কাত্যায়নী শুরু হলো? কাত্যায়নীর বৃষ্টিতে ভিজে গোসল করলে সারা শীতকালে জ্বরজারি হয় না। কাত্যায়নীর বৃষ্টি শুরু হলে মেয়েটাকে বৃষ্টিতে গোসল করতে বলবেন। জোছনা প্রতি কাত্যায়নীতে বৃষ্টিতে গোসল করত। তারপরও অবশ্য তার জ্বর-সর্দি-কাশি লেগে থাকত।

ফজরের আযান হচ্ছে।

মোফাজ্জল করিম নামাজের অজু করার আগে চা বানিয়ে এক কাপ চা খেলেন। ফজর ওয়াক্ত মাগরেবের ওয়াক্তের মতো না। এসেই হুট করে চলে যায় না। কিছু সময় পাওয়া যায়।

কুহুরানী মেয়েটা ঘুমুচ্ছে। এটা ভালো লক্ষণ। ঘুম ভালো হলে শরীর হুকুমের মধ্যে চলে আসবে। আল্লাহপাক ব্যবস্থা করে রেখেছেন ঘুমন্ত অবস্থায় মানুষের শরীরের কলকজা ঠিক হতে থাকে।

মোফাজ্জল করিম ফজরের নামাজ পড়লেন। কোরান মজিদ পাঠ করলেন। সূরা আর রাহমান। ফাবিয়ায়ে আলা রাব্বিকুমা তুকাজ্জিবান। হে মানব সম্প্রদায়! তোমরা আমার কোন কোন নিয়ামত অস্বীকার করিবে?

ঘরের ভেতর খচমচ শব্দ হচ্ছে। মোফাজ্জল করিম কোরান পাঠ বন্ধ করলেন। সূরার মাঝখানে হঠাৎ পড়া বন্ধ। কাজটা ভুল হল। বেয়াদবি হল। তিনি ঠিক করলেন জোহরের ওয়াক্তেই আলাদা দুই রাকাত নফল নামাজ পড়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবেন।

মোফাজ্জল করিম যা ভেবেছেন তাই হয়েছে। কুহুর জ্বর কমেছে। সে উঠে বসেছে। চৌকি থেকে পা ঝুলিয়ে দিয়ে বসেছে। অবাক হয়ে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। মোফাজ্জল করিম বললেন, কিছু খাবে? ক্ষুধা লেগেছে। পাউরুটি খাবে? পাউরুটি এনে দিই? চায়ে ভিজিয়ে খাও।

কুহু বলল, আমি পাউরুটি খাই না। আপনি কে?

আমি খায়রুন্নেসা আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের হেডমাস্টার।

আমাকে আপনার এখানে কে এনেছে?

তুমি নিজেই এসেছ। তোমার খুব জ্বর ছিল।

আপনার বাড়িতে আর লোকজন কোথায়? আপনার স্ত্রী কোথায়?

মোফাজ্জল করিম অবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন। মেয়েটা কেমন বড়দের মতো করে

কথা বলছে। ভাষাও খারাপ না। মোটামুটি শুদ্ধ ভাষা। অচেনা অজানা জায়গায় ঘুম ভেঙে জেগে উঠেছে। এতে সে যে ঘাবড়ে গেছে তা-না।

কুহুরানী বলল, আপনিতো বললেন না আপনার বাড়ির আর লোকজন কোথায়? আপনার স্ত্রী কোথায়?

আমার স্ত্রী মারা গেছে। এখানে আমি একাই থাকি। বজলু বলে একজন থাকে, সে ছুটিতে গেছে। তোমার শরীরটা কি এখন একটু ভালো লাগছে?

হুঁ। আপনি কি আমাকে রেলস্টেশনে পৌঁছে দেবেন?

কোথায় যাবে?

কুহু জবাব দিল না। তাকে দেখে মনে হল সে চিন্তা করে বের করার চেষ্টা করছে—কোথায় যাবে।

মোফাজ্জল করিম বললেন, কাল রাতে বলেছিলে তুমি পালিয়ে এসেছ। সত্যি পালিয়ে এসেছ?

কুহু হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল। একটু যেন হাসল।

কেন পালিয়েছ?

কুহু জবাব দিল না। আবার বিছানায় শুয়ে পড়ল।

বৃষ্টির ফোঁটা পড়তে শুরু করেছে। টিনের চালায় বৃষ্টির শব্দ। কাত্যায়নীর বৃষ্টি। টানা তিনদিন চলবে। জানালা দিয়ে বাতাস আসছে। মেয়েটা কেঁপে কেঁপে উঠছে। মোফাজ্জল করিম বললেন, তোমার কি আবার জ্বর আসছে?

কুহু বলল, জানি না। আসলে আসুক।

তুমি সিদ্ধান্ত যা-ই নাও, ভালোমতো চিন্তাভাবনা করে নাও।

আমি চিন্তাভাবনা করতে পারব না।

তোমার দেশের বাড়ি কোথায়?

পূর্বধলা। নেত্রকোনা জেলা।

সেখানে তোমার কে আছে?

কেউ নেই।

তোমার আত্মীয়স্বজন কে কোথায় আছে?

আমার কোনো আত্মীয়স্বজন নেই। এক ভাই ছিল, আট বছর বয়সে হারিয়ে গেছে। কোথায় আছে আমি জানি না।

কাল রাতে জয়নাল বলে একজনের নাম বলছিলে, সে কে?

আমার ওস্তাদ। তার কাছে আমি খেলা শিখেছি।

উনি কোথায়?

মারা গেছেন।

কবে মারা গেছেন?

কুহু চাদর দিয়ে মাথা ঢেকে ফেলে চাদরের ভেতর থেকে বলল, আমি আর কথা বলতে পারব না।

মোফাজ্জল করিম বললেন, ঠিক আছে, তুমি শুয়ে থাক। বিশ্রাম নাও। আমি স্কুল থেকে ফিরে এসে চিন্তাভাবনা করে একটা সিদ্ধান্ত নেব।

কুহু বলল, আপনি কেন সিদ্ধান্ত নিবেন? আপনি সিদ্ধান্ত নেবার কে?

আচ্ছা ঠিক আছে তুমি ঘর থেকে বের হয়ো না।

আপনি বাইরে থেকে তালা দিয়ে যান।

কিছু খাবে? ঘরে চিড়া-মুড়ি আছে। এনে দিই?

না।

আমি স্কুলে বেশিক্ষণ থাকব না, হাজিরা দিয়ে চলে আসব।

কুহু জবাব দিল না। মনে হচ্ছে সে ঘুমিয়ে পড়েছে।

মোফাজ্জল করিম বললেন, এক কাপ লেবু চা খাবে? লেবু চা বল কারক। লেবুর মধ্যে আছে ভিটামিন সি। অসুখ বিসুখে ভিটামিন সি ভালো কাজ করে। এক কাপ লেবু চা বানায়ে দেব?

কুহু মুখের উপর থেকে চাদর ফেলে দিয়ে উঠে বসল। বিরক্ত গলায় বলল, আপনি এত কথা বলেন কেন?

মোফাজ্জল করিম হকচকিয়ে গেলেন। কুহু বলল, আপনার স্কুলে যাওয়ার কথা স্কুলে যান।

স্কুলতো এখন না। স্কুল শুরু হবে সকাল দশটায়।

আজ আগে আগে চলে যান।

মোফাজ্জল করিম বললেন, আমার মনে হয় তোমার জ্বর আবার আসছে। জ্বরটা দেখি।

তিনি কপালে হাত দেবার জন্য হাত বাড়ালেন। কুহু চট করে কপাল সরিয়ে নিয়ে তীক্ষ্ণ গলায় বলল, মেয়েছেলের গায়ে হাত দিতে মজা লাগে? জ্বর দেখার নাম করে কপালে হাত। তারপর গলায় হাত। তারপরে বুকে হাত।

মোফাজ্জল পুরোপুরি হকচকিয়ে গেলেন। এই মেয়ে কী বলে? জ্বরের ঘোরে বলছে বলাই বাহুল্য। অসুস্থ একজন মানুষের উপর রাগ করা যায় না। মেয়েটার জ্বর যে খুব বেড়েছে এটা বোঝা যাচ্ছে। চোখ টকটকে লাল।

কুহু বলল, এখনো দাঁড়ায়ে আছেন কেন? বুকে হাত দিতে চান? ব্লাউজ খুলব?

হতভম্ব মোফাজ্জল করিম বারান্দায় চলে গেলেন। দ্রুত ঘর থেকে বের হতে গিয়ে দরজার চৌকাঠে ধাক্কা লেগে কপাল ফুলে গেল।

কুহু শুয়ে পড়ল। চাদর টেনে চাদরের ভেতর ঢুকে গেল।

বৃষ্টি বাড়ছে। বৃষ্টির সঙ্গে বাতাসও দিচ্ছে। মোফাজ্জল করিম কী করবেন ভেবে পাচ্ছেন না। আজ কি স্কুলে যাওয়াটা বাদ দেবেন? না-কি পাঁচ মিনিটের জন্য হাজিরা দিয়ে চলে আসবেন? 'জোছনাকে' এই অবস্থায় রেখে স্কুলে যাওয়া কি ঠিক হবে? মোফাজ্জল করিম হঠাৎ চমকে উঠলেন। জোছনাতো না। কুহুরানী। সার্কাসের মেয়ে।

টিনের চালায় ঠিকই শব্দ। শিলাবৃষ্টি না-কি!

মোহম্মদ ইয়াকুব সারা রাত জেগে কাটিয়েছে। এখন সকাল দশটা। ভোর থেকে চলছে বৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি। ভালো বাতাসও দিচ্ছে। বাতাসে বড় তাঁবু হেলে পড়েছে। তাঁবু ঠিক করা যাচ্ছে না। আমগাছের একটা ডাল ভেঙে তাঁবুর ওপর পড়ে দড়িটড়ি ছিঁড়েছে।

ঝামেলা যখন আসে, একসঙ্গে আসে। হাতির বাচ্চা অসুস্থ। খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করেছে। যেহেতু বাচ্চা অসুস্থ, মা-হাতি মাথাখারাপের মতো আচরণ করছে। কাউকে কাছে ভিড়তে দিচ্ছে না। মা-হাতির পা শিকল দিয়ে বাঁধা। সে পায়ের শিকল ছিঁড়তে চেষ্টা করছে। হাতির মাহুত চিন্তিত। দুর্বল শিকল। হাতি যদি মনস্থির করে শিকল ছিঁড়লে, তাহলে ছিঁড়বেই। বাচ্চার চিন্তায় অস্থির হাতি কী করে তার ঠিক নেই। বছর দুই আগে এই হাতিই খেপে গিয়ে একটা আট বছরের মেয়ে মেরে ফেলেছিল। বিরাট ঝামেলা হয়েছিল। ঝামেলা মেটাতে সত্তর-পঁচাত্তর হাজার টাকা খরচ হয়েছিল। থানার স্টাফকেই দিতে হয়েছে পঁয়তাল্লিশ হাজার।

ইয়াকুবের ধারণা ছিল, কুহুর খোঁজ রাতের মধ্যেই বের করে ফেলবে। গায়ে জ্বর নিয়ে এই মেয়ের বেশি দূর যেতে পারার কথা না। তবে আগের বার যখন পালিয়েছিল, তখন গায়ে জ্বর নিয়েই পালিয়েছিল। দুই মাইল হেঁটে রেলস্টেশনে চলে গিয়েছিল। তাকে সেখান থেকে ধরে আনা হয়েছিল

এখানকার ট্রেনস্টেশন ছয় কিলোমিটার দূরে। সেখানে লোক পাঠানো হয়েছে, তাকে পাওয়া যায় নি। বাসস্ট্যান্ড অবশ্য কাছে। এক কিলোমিটার। রাত ১২টার পর এখান থেকে বাস যায় না। সেখানেও খোঁজ করা হয়েছে। বাজারে তিনটা হোটেল আছে। এর মধ্যে একটাই চালু। হোটেলে সে ওঠে নি। খাল পার হলে শালবন। বনে-জঙ্গলে লুকিয়ে থাকার সম্ভাবনা ক্ষীণ। তারপরও লোক পাঠানো হয়েছে।

কুহুর যাওয়ার কোনো জায়গা নেই। এটাও বড় একটা সমস্যা। যার কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই তাকে খুঁজে বেড়ানো কঠিন। সে যে-কোনো জায়গায় যেতে

পারে। পালিয়ে যাওয়ার কাজটা কুহু পরিকল্পনা করে করেছে বলেও মনে হচ্ছে না। কুহুর স্যুটকেস এবং ট্রাঙ্ক খোলা হয়েছে। ট্রাঙ্কে একজোড়া সোনার দুল এবং একটা চেইন পাওয়া গেছে। যে পালিয়ে যাবে সে দুল এবং চেইন ফেলে রেখে যাবে না। কোনো মেয়ে এই কাজ করবে না।

ইয়াকুব সকালে নাশতা খায় নি। কয়েক কাপ চা শুধু খেয়েছে। তবে একটার পর একটা সিগারেট খেয়ে যাচ্ছে। খালি পেটে অতিরিক্ত চা-সিগারেট খাওয়ায় বমি ভাব হচ্ছে।

যেভাবে বৃষ্টি হচ্ছে, রাতের শো বন্ধ করা ছাড়া উপায় নেই। একটা শো নষ্ট হওয়া মানে চার-পাঁচ হাজার টাকা নষ্ট। হাতির বাচ্চার জন্য পশু ডাক্তারকে খবর দেওয়া হয়েছে। সে কত টাকা চাইবে কে জানে!

ইয়াকুব হাতির বাচ্চার অবস্থা দেখার জন্য যখন উঠল, তখনই মনজু এসে দুইটা খবর দিল। প্রথম খবর–নয়াপাড়া থানার ওসি সাহেব এসেছেন। দ্বিতীয় খবর–ফজর ওয়াক্তে একটা বোরকাপরা মেয়েকে মাছঘাটা থেকে নৌকায় উঠতে দেখা গেছে। মেয়েটার হাতে ছিল কাপড়ের পুঁটলি। মেয়েটার চেহারার বর্ণনা থেকে মনে হয় কুহু।

ইয়াকুব বলল, ওসি সাহেব, কেন এসেছেন? আমরা তো থানায় খবর দেই নাই। ও সি সাহেব আগেই উপস্থিত?

মজনু বলল, হাজি মফিজ ব্যাপারি খবর দিয়েছেন।

তাকে খবর দিতে কে বলেছে? উনার কী সমস্যা?

ইয়াকুব বিরক্ত মুখে ওসি সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে গেল। থানা-পুলিশ ভালো জিনিস না। ট্রাকের পেছন থেকে একশ' হাত দূরে থাকতে হয়। থানা পুলিশের কাছ থেকে কয়েক হাজার হাত দূরে থাকতে হয়।

আপনার নাম ইয়াকুব?

জি স্যার।

সার্কাস পার্টির ম্যানেজার?

জি।

আপনাদের একটা মেয়ে হারিয়ে গেছে, আপনি থানায় রিপোর্ট করেন নাই কেন? জেনারেল ডায়েরি করাবেন না?

জি, করাব। অবশ্যই করাব। আপনারা তিন দিন না পার হলে মিসিং ধরেন না। মাত্র বারো ঘণ্টা পার হয়েছে।

ওসি সাহেব বললেন, প্রায়ই রিপোর্ট হয়। সার্কাস দলের এই মেয়ে মিসিং। যাত্রাদলে ওই মেয়ে মিসিং। কিছুদিন পর তাদের লাশ ভেসে ওঠে।

ইয়াকুব বলল, এইসব কী বলছেন স্যার?

যেটা সত্য সেটাই সত্য। আপনি আমার সঙ্গে থানায় চলুন।

কী জন্যে?

আপনার স্টেটমেন্ট নেব। আপনার সার্কাস দলের সবার স্টেটমেন্ট লাগবে। আচ্ছা, ভালো কথা, কালকের শোতে এমদাদ খন্দকার সাহেব ছিলেন?

স্যার, আমি নামে কাউকে চিনি না। এই অঞ্চলে প্রথম এসেছি। কে ছিলেন কে ছিলেন না সেটাতো আমার জানার কথা না। আমিতো রোল কল করি নাই।

ওসি সাহেব বললেন, অতিরিক্ত চালাক হবার চেষ্টা করবেন না। আমাদের কাছে পাকা খবর আছে অনেক রাত পর্যন্ত এমদাদ খন্দকার এবং তার ট্যান্ডল বরকত আপনার তাঁবুতে ছিল।

ও আচ্ছা, এখন মনে পড়েছে। দুইজন ছিলেন। তাদের নাম অবশ্য জানি না।

তারা যাওয়ার সময় কুহুরানী মেয়েটাকে বোরকা পরিয়ে সঙ্গে নিয়ে গেছে এটা কি সত্য?

জি না, এটা সত্য না।

ভালো করে মনে করেন। অনেক সময় দুশ্চিন্তায় স্মৃতিশক্তি নষ্ট হয়।

উনারা কাউকে সাথে করে নেন নাই। সার্কাসের মেয়ে উনারা নিবেন কেন?

আপনার মেয়েরা ভাড়া খাটে না?

এইসব কী বলেন?

যেটা সত্য সেটাই বলি। আপনিও দয়া করে সত্য বলবেন। এমদাদ খোন্দকার টাকাওয়ালা লোক বলে ভয় পাবেন না। এমদাদ খন্দকারের নামে যদি জিডি এন্ট্রি করেন, তাহলে আপনার পিছনেও শক্ত লোক থাকবে। হাজি মফিজের নাম শুনেছেন?

জি না।

আপনি তো মনে হয় দুগ্ধপোষ্য শিশু। চলেন থানায় চলেন। ঠান্ডা মাথায় ভাবেন। হাজার দশেক টাকা সঙ্গে নেন। থানার খরচ আছে।

ওসি সাহেব, চা খান, নাশতা খান।

নাশতা খাব না। চা খেতে পারি।

চা খেতে খেতেই ওসি সাহেব খন্দকার সাহেবের ট্যান্ডল বরকতকে অ্যারেস্ট করার জন্য কনস্টেবল পাঠালেন। খন্দকার সাহেবকে বাইরে রেখে তার ট্যান্ডল শায়েস্তা করা। ওসি সাহেবকে খুবই আনন্দিত মনে হলো।

আহারে কি বৃষ্টি কি বৃষ্টি! মাঝখানে বৃষ্টি কিছুক্ষণের জন্য থেমেছিল। আবার

আকাশ মেঘে মেঘে ঢেকে গেছে। বৃষ্টি শুরু হয়েছে, ঝড়ো বাতাস দিচ্ছে। ভালো দুর্যোগ।

মোফাজ্জল করিম দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে উঁকি দিলেন, কুহু মেয়েটা ঘুমাচ্ছে। খোলা জানালা দিয়ে বৃষ্টির ছাট আসছে। চাদরের নিচ থেকে মেয়েটার একটা পা বের হয়ে আছে। পায়ে আলতা দেয়া। এই ঘটনাও আশ্চর্যজনক। জোছনাও পায়ে আলতা দিত। আলতা দিলে না-কি পা ভালো থাকে।

একদিনের ঘটনা। তিনি উঠানে বসে পরীক্ষার খাতা দেখছেন। জোছনা এসে বসেছে পায়ের কাছে। হঠাৎ মনে হল জোছনা তার পায়ে সুড়সুড়ি দিচ্ছে। তিনি বিরক্ত হয়ে বললেন, কী কর? জোছনা বলল, কিছু করি না।

পায়ে সুড়সুড়ি দিও না।

জোছনা বলল, সুড়সুড়ি দেই না। আলতা দেই।

তিনি চমকে উঠে তাকিয়ে দেখলেন তাঁর বাম পায়ে জোছনা সুন্দর করে আলতা দিয়ে একটা টান দিয়ে দিয়েছে। তিনি প্রচণ্ড ধমক দিলেন, এইসব কী? এটা কেমন ফাজলামি?

সাবান দিয়ে অনেক ডলাডলির পরেও আলতা গেল না। তিনি কয়েক দিন স্কুলে গেলেন পায়ে মোজা পরে। মাওলানা বাসার জিজ্ঞেসও করলেন, গরমের মধ্যে পায়ে মোজা কেন?

আহারে কী সব দিন গিয়েছে। সেইসব দিন আবার ফিরে এসেছে। অবিকল জোছনার মতো একটা মেয়ে আলতা পরা পা বের করে বিছানায় শুয়ে আছে।

মোফাজ্জল করিম কয়েকবার কাশলেন। কুহুরানী জেগে উঠল না। আলতা পরা পা একটুও নড়ল না। মেয়েটার জ্বর খুব কি বেড়েছে? মোফাজ্জল করিম সাবধানে ঘরে ঢুকলেন। জানালা বন্ধ করলেন। ঘর থেকে বের হয়ে দরজা ভিজিয়ে দিলেন। স্কুলের সময় হয়েছে। কিছুক্ষণের জন্যে হলেও তাঁর স্কুলে যাওয়া দরকার।

এই কিছুক্ষণ সময়ে কেউ নিশ্চয়ই তাঁর বাড়িতে আসবে না। বজলু আসতে পারে। সেই সম্ভাবনাও কম। আর যদি আসে আসবে। সার্কাসের ম্যানেজারকে এমনিতেই খবর দেয়া দরকার। গুরুতর অসুস্থ একটা মেয়েকে তিনি নিশ্চয়ই একা একা পালিয়ে যেতে দেবেন না।

স্কুলে পা দিয়েই মোফাজ্জল করিম দপ্তরি নিয়ামতকে পাঠালেন স্টেশনে। সে স্টেশনঘরের টি স্টল থেকে পাউরুটি কিনবে, বাজার থেকে দুধ কিনবে, ফার্মেসী থেকে থার্মোমিটার কিনবে। জ্বর কমানোর অসুধ কিনবে। নিয়ামত সাইকেল নিয়ে গেছে, এখনো ফিরছে না। মোফাজ্জল করিম অপেক্ষা করছেন। নিয়ামত ফিরলেই

তিনি বাড়িতে যাবেন। মেয়েটা এতক্ষণ একা আছে। কী অবস্থায় আছে কে জানে? গিয়ে হয়তো দেখবেন মেয়েটা যে ভাবে এসেছিল সেই ভাবে চলে গেছে। ঘর শূন্য। এটা এক দিক দিয়ে ভালো।

মেয়েটার বিষয়ে কারো সঙ্গে আলাপ করতে পারলে হতো। হাসান আলী ছেলেটা বুদ্ধিমান, তার সঙ্গে কথা বলতে পারলে হতো। সে আজ স্কুলেই আসে নাই। সামান্য ঝড় বৃষ্টিতেই যদি শিক্ষকরা স্কুল কামাই শুরু করে তাহলে কীভাবে হবে?

মওলানা আবুল বাসার উঁকি দিলেন। সালাম দিয়ে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললেন, খবর শুনেছেন?

কী খবর?

সার্কাসের মেয়েটার খবর। কুহুরানী নাম। ওই যে দড়ির ওপর চোখ বন্ধ করে হাঁটে।

মোফাজ্জল করিম চমকে উঠে বললেন, তার কী খবর!

মেয়েটা মিসিং হয়ে গেছে।

ও আচ্ছা।

শুধু মিসিং না। ভেতরে ঘটনাও আছে।

কী ঘটনা?

মাওলানা গলা নামিয়ে বললেন, এমদাদ খন্দকার কাল রাতে মেয়েটাকে তার নতুন ঘরে নিয়ে গিয়েছিল। বাজারের কাছে যে ঘর তুলেছে সেইখানে।

কেন?

বুঝতেই পারেন না কেন? আবার জিজ্ঞেস করেন! এরা ভাড়া খাটা মেয়ে। আপনি নিজেই তো দরখাস্তে লিখেছেন। লেখেন নাই?

ও আচ্ছা।

এমদাদ খন্দকারের ঘর থেকেই মেয়েটা মিসিং। পুলিশ তার জুতা পেয়েছে এমদাদ খন্দকারের ঘরের সামনে। [illegible]কে পুলিশ অ্যারেস্ট করেছে। কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়ে গেছে। থানায় নিয়ে হেভি মার দিবে। আসল কথা তখন বের হবে।

এমদাদ খন্দকার কোথায়?

সে বাড়িতেই আছে। পুলিশ এখন তাকে ধরবে না। সাক্ষি-সাবুদ জোগাড় করে ধরবে।

এইসব আলোচনা থাক। ভালো লাগছে না।

আপনার শরীর কি খারাপ?

সামান্য খারাপ। রাতে ঘুম হয় নাই।

আজ দুপুরে আমার সঙ্গে খানা খান।

না।

না কেন? বজলু চলে গেছে, রাঁধবে কে?

আমি দুপুরে কিছু খাই না আপনি জানেন।

তাহলে রাতে খান। বেগম সাহেবকে বলব খিচুড়ি করতে।

আমি রাতেও কিছু খাব না। নেয়ামতকে দুধ-পাউরুটি আনতে পাঠিয়েছি। আচ্ছা মাওলানা সাহেব, যে মেয়েটার কথা বললেন, কী যেন নাম?

কুহুরানী।

কুহুরানী মেয়েটার সঙ্গে আমার স্ত্রী জোছনার চেহারার মিল আছে না?

না তো। ভাবির মুখটা ছিল গোল। এই মেয়ের মুখ লম্বা। ভাবির নাক ছিল খাড়া। আর এই মেয়ের নাক চাপা।

ও আচ্ছা, ঠিকই। হুঁ, ঠিক।

মাওলানা আবুল বাসার বললেন, ভাবির মতো সতি-সাধ্বী মহিলার সঙ্গে এই ধরনের মেয়ের তুলনা করাও ঠিক না। আল্লাহ নারাজ হবেন।

হুঁ, ঠিক বলেছেন।

আধা-নেংটা হয়ে দড়ির ওপর নাচানাচি। হাতে ভাঙা খাটা। চিন্তা করেছেন অবস্থা! জানেন না?

হুঁ।

সবই কেয়ামতের আলামত।

অবশ্যই, অবশ্যই।

মোফাজ্জল করিম ব্যস্ত ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়ালেন। নিয়ামতকে দেখা যাচ্ছে সাইকেলে করে আসছে। এক হাতে সাইকেলের হ্যান্ডেল, আরেক হাতে ছাতা। এ ছাড়া হাতে কিছু নেই। পাউরুটি-দুধ কি পাওয়া যায় নি? এখন উপায়। মেয়েটা কি না খেয়ে থাকবে?

কুহুরানী কম্বল গায়ে জড়িয়ে চৌকিতে বসে আছে। সে হেলান দিয়ে আছে চৌকির পেছনে টিনের বেড়ায়। ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ বলেই ঘর অন্ধকার। টিনের চালে ঝমঝম বৃষ্টি। কুহুরানীর কাছে মনে হচ্ছে সার্কাস পার্টির ব্যান্ড বাজছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই খেলা শুরু হবে। হাতির বাচ্চা নিয়ে 'জোকার' ঢুকবে। জোকারের মাথায় লম্বা লাল টুপি। জোকার বলল, আপনারা কি আমার নাম জানতে চান? সবাই তালি দিচ্ছে। তুমুল শব্দ।

তালির শব্দ এবং টিনের চালে বৃষ্টির শব্দ একাকার হয়ে যাচ্ছে।

কুহু দুধটা খাও। গরম দুধ। শরীরে বল পাবে।

বুড়ো একজন মানুষ দুধের গ্লাস হাতে দাঁড়িয়ে আছে। মানুষটাকে লাগছে জোকারের মতো। একটু আগে সে পাউরুটি-চা দিয়েছে। চিনামাটির বাটি ভর্তি চা এবং একটা পাউরুটি। ভীত গলায় বলেছে– চায়ে ভিজিয়ে পাউরুটিটা খাও, ভালো লাগবে। শরীরে বল পাবে।

চায়ে ভিজিয়ে পাউরুটির খানিকটা কুহু খেয়েছে। জোকারটাকে খুশি করার জন্যই খেয়েছে। এখন বমি বমি লাগছে। যে-কোনো মুহূর্তে সে বমি করে দেবে। যে বিছানায় সে শুয়ে ছিল সেই বিছানা নোংরা। বিড়ি-সিগারেরেটর তীব্র গন্ধ। সেই গন্ধ কুহুর সারা শরীরে লেগে আছে। গায়ের শাড়িটাতেও নোংরা কাদামাটি লেগে আছে। কুহুর শরীর ঘিনঘিন করছে। ঘামে ভেজা পুরুষদের সঙ্গে রাত কাটালে শরীর যেভাবে ঘিনঘিন করে সে রকম। কুহু বলল, আমি গোসল করব। শাড়িটা বদলাব। আপনি আমাকে একটা শাড়ি দিতে পারবেন?

জোকারটা মাথা নাড়ছে। এই মাথা নাড়ার অর্থ হ্যাঁ নাকি না, কুহু বুঝতে পারছে না।

আপনার কাছে সাবান আছে? সাবান দিয়ে গোসল করব।

আছে, সাবান আছে।

নতুন সাবান। আমি আগের সাবান ব্যবহার করি না।

নতুন সাবান আছে।

গরম পানি করে দেন। আমি গরম পানি দিয়ে গোসল করব।

জ্বরটা একটু দেখি। থার্মোমিটার আছে।

কুহু থার্মোমিটার মুখে দিয়ে বসে আছে। বুড়ো জোকার এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার দিকে। জোকারটাকে দেখে মনে হচ্ছে, সে হতভম্ব হয়ে কুহুর দাঁড়িয়া খেলা দেখছে। খেলা দেখে সে অবাক, বিস্মিত ও মুগ্ধ।

জ্বর এখনো আছে। একশ এক পয়েন্ট ফাইভ।

পানি গরম করেন।

আচ্ছা, আচ্ছা।

আমি এই বিছানায় শোব না। অন্য একটা বিছানা দেন। ধোয়া চাদর।

ঠিক আছে। ঠিক আছে। ব্যবস্থা করব।

লোকটার সঙ্গে অর্ডার দিয়ে কথা বলতে কুহুর মজা লাগছে। কুহুর মনে হচ্ছে, সে একটা সার্কাস দলের মালেকাইন। এই লোকটা তার ম্যানেজার। সে যা বলবে ম্যানেজার তা-ই শুনবে। মাথা নিচু করে ধমক খাবে।

আপনার নাম কী?

মোফাজ্জল করিম।

এত বড় নাম। ছোট নাম নাই?

আমার ডাক নাম মধু। এই নামে কেউ এখন ডাকে না।

কেন ডাকে না? মধু নামটা তো সুন্দর।

লোকটাকে খুবই বিব্রত মনে হচ্ছে। বিব্রত, লজ্জিত এবং অসহায়। কুহুর মজা লাগছে। তার সার্কাস দলের জন্য এ রকম একজন ম্যানেজারই দরকার। সার্কাস দলের নাম হবে–কুহুরানী সার্কাস পার্টি। মধু ম্যানেজার। ম্যানেজারের ভয়ে সবাই অস্থির থাকবে। শুধু তার কাছে ম্যানেজার থাকবে কাঁচুমাচু অবস্থায়। সে ম্যানেজারকে ডাকবে মধু বাবু।

জোছনা, গোসল এখন করবে?

কুহু অবাক হয়ে তাকাল। ম্যানেজার মধু বাবু তাকে জোছনা ডাকছে কেন? কুহু বলল, জোছনা কে? আমাকে জোছনা ডাকলেন কেন?

ভুলক্রমে ডেকেছি। কিছু মনে নিয়ো না।

জোছনা কে?

আমার স্ত্রীর নাম জোছনা। সন্তান প্রসব করতে গিয়ে মারা গেছে। তার একটা ছেলে হয়েছিল। ছেলের নাম মারুফুল করিম। বাড়ির পেছনে তাদের কবর আছে। তুমি তাদের কবরের পাশে বসে ছিলে।

গোসল কোথায় করব? গোসলখানা আছে?

না।

সাবান আর শাড়ি আনেন। শাড়ি আপনার স্ত্রীর?

হ্যাঁ। ধোয়া শাড়ি। ধুয়ে আলমারিতে তোলা আছে।

কুহু ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বলল, আমার জ্বরটা একটু দেখে দিন। থার্মোমিটার দিয়ে না। কপালে হাত দিয়ে।

মোফাজ্জল করিম কপালে হাত দিলেন। ক্ষীণ গলায় বললেন, জ্বর সামান্য বেড়েছে। গোসল করা ঠিক হবে না।

কুহু বলল, ঠিক হোক না হোক আমি গোসল করব। আপনি শাড়ি নিয়ে আসুন। আপনার স্ত্রীর কয়টা শাড়ি?

সাত-আটটা আছে।

সব কয়টা নিয়ে আসুন। আমি পছন্দ করে পরব।

আচ্ছা।

আপনার স্ত্রী কি আপনাকে মধু বাবু ডাকত?

না।

সে কী ডাকত?

লীলার বাবা ডাকত।

লীলাটা কে?

কেউ না। তার ধারণা ছিল প্রথম সন্তানটা হবে মেয়ে। সে তার নাম রাখবে লীলা। এ জন্যই আমাকে লীলার বাবা ডাকত।

ঘরে কি আপনার স্ত্রীর কোনো ছবি আছে?

আছে। সে যখন ক্লাস নাইনে পড়ত তখন স্টুডিওতে ছবি তুলেছিল।

ছবি নিয়ে আসুন। আমি ছবি দেখব।

মোফাজ্জল করিম ফ্রেমে বাঁধা ছবি নিয়ে এলেন।

কুহু আগ্রহ করে ছবি দেখছে। চুলে বেণি বাঁধা বাচ্চা একটা মেয়ে চেয়ারে বসে আছে। পাশে লম্বা টুলের ওপর ফুলদানি। ফুলদানি ভর্তি গোলাপ ফুল।

কুহু বলল, আপনার স্ত্রী খুব সুন্দর।

মোফাজ্জল করিম আগ্রহের সঙ্গে বললেন, তোমার সঙ্গে মিল আছে না?

কুহু বলল, মিল নাই। মিলটা আপনার চোখে। আপনার স্ত্রীর পাউরুটি খুব পছন্দ ছিল। ঠিক না?

হ্যাঁ, ঠিক।

দেখেছেন আমার কত বুদ্ধি। আপনার স্ত্রীর কি খুব বুদ্ধি ছিল?

হ্যাঁ। সে পড়াশোনায় খুব ভালো ছিল। এসএসসিতে ফার্স্ট ডিভিশন পেয়েছিল। দুইটা লেটার ছিল, জেনারেল অঙ্ক আর কেমিস্ট্রি। ইংরেজি খারাপ করেছিল। ফার্স্ট পেপারে ৪৮, সেকেন্ড পেপারে আরো কম ৪৩, বিবাহের পর পড়াশোনা হয় নাই। পেটে সন্তান এসে গেল। সংসারের চাপ। তবে ইংরেজির চর্চাটা বজায় রেখেছিল। আমি বলে দিয়েছিলাম প্রতিদিন যেন দুইটা নতুন ইংরেজি শব্দ শিখে। যেদিন সে মারা গিয়েছিল সেদিনও সে দুইটা নতুন শব্দ শিখেছে। একটা হলো Murphy, গোল আলু। Noun। আরেকটা শব্দ হলো Musk, এটাও Noun। এর অর্থ মৃগনাভি। মৃগনাভি চেন?

কুহু না-সূচক মাথা নাড়ল। সে এখন অবাক হয়ে ম্যানেজার মধু বাবুর দিকে তাকিয়ে আছে।

লোকটা আপন মনে কথা বলেই যাচ্ছে।

সম্রাট হুমায়ুনের প্রথম সন্তানের নাম আকবর। আকবরের জন্মের সময় সম্রাট পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। একদিকে তার পেছনে ধাওয়া করছে শের শাহ। আরেক দিকে তার নিজের ছোট ভাই মীর্জা কামরান। এ অবস্থায় তিনি সংবাদ পেলেন

তার সন্তান হয়েছে। তখন তার সঙ্গে কিছুই নেই। শুধু একটা মৃগনাভি। তিনি তখন একটা চিনামাটির পাত্রে মৃগনাভিটা রেখে চাকু দিয়ে অনেকগুলো ভাগ করলেন। সবাইকে এক টুকরা করে দিয়ে বললেন, আপনার দোয়া করবেন যেন মৃগনাভির সুবাসের মতো আমার পুত্রের যশের সুবাস সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। তাই হয়েছিল। এখন বলো তো, মৃগনাভির ইংরেজি কী? একটু আগে বলেছিলাম।

কুহুরানী বলল, বলতে পারব না।

Musk। মৃগনাভির ইংরেজি Musk। আর গোল আলুর ইংরেজি Murphy। এক সময় Murphy রেডিও নামের একটা রেডিও ছিল। সুন্দর সাউন্ড...

লোকটা কথা বলেই যাচ্ছে। কুহুর মায়া লাগছে। তার কাছে মনে হচ্ছে অনেক দিন পর এই বেচারা কথা বলার একজন মানুষ পেয়েছে। আহারে আহারে!

বৃষ্টিতে ছোটাছুটি করার কারণে বজলুর জামা-কাপড় সব ভেজা। সে বাড়িতে এসেছে শুকনা কাপড় নিতে। সে ঠিক করে রেখেছিল নিঃশব্দে আসবে, নিঃশব্দে চলে যাবে। কাকপক্ষীও বুঝতে পারবে না। হেড স্যার দেখে ফেললে বিরাট সমস্যা হবে। থেকে যেতে হবে। সার্কাসের দলে এখন যে কাণ্ডকারখানা হচ্ছে তার মজা ফেলে বাড়িতে বসে থাকার কোনো মানে হয় না।

মীনা কুমারীর সঙ্গে তার আলাদা খাতিরও হয়েছে। বলার মতো কিছু না তারপরেও হয়েছে। মীনাকুমারী এখন তাকে ডাকে 'বদবু'। বজলুর বদলে বদবু। খাতির করে বলেই ডাকে। খাতির আরেকটু বাড়লেই সে মীনাকুমারীর পিঠে সাবান ডলতে পারবে। যে-কোনোদিন এই ঘটনা ঘটে যাবে। কে জানে আজই ঘটতে পারে। আজ সোমবার। তার জীবনে ভালো ভালো ঘটনা সোমবারে ঘটেছে।

সার্কাস দলের ম্যাজিশিয়ান প্রফেসর বাবুলের সঙ্গে শুরুতে তার কিছু গণ্ডগোল ছিল। সেই গণ্ডগোলেরও সমাধান হয়েছে। এখন বজলুর ধারণা প্রফেসর বাবুল একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক। মেজাজ চড়া তবে বিশিষ্ট ভদ্রলোক। বিশিষ্ট ভদ্রলোকদের চড়া মেজাজ হয় এটা পরীক্ষিত। হেডমাস্টার সাহেবের মেজাজ যেমন চড়া। উনি যে বিশিষ্ট ভদ্রলোক এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই।

হেডমাস্টার সাহেবকে ছেড়ে সার্কাসদলের সঙ্গে চলে যেতে বজলুর খুবই খারাপ লাগবে। কিন্তু উপায় কী? সব মানুষের নিজের ভবিষ্যৎ দেখতে হয়। বজলুর ভবিষ্যৎ সার্কাসের দলের সঙ্গে। ম্যাজিশিয়ান প্রফেসর বাবুল আশা দিয়েছেন একটা ব্যবস্থা করবেন। তবে এটাও বলেছেন সব কিছু ম্যানেজার

ইয়াকুবের হাতে। উনি যদি বলেন, 'না'। তাহলে আর কিছু করার নাই।

এখন সমস্যা একটাই- ম্যানেজার মোহম্মদ ইয়াকুব। নানান চেষ্টা চরিত্র করেও বজলু ম্যানেজার সাহেবের মন ভিজাতে পারছে না। এই লোকটা তাকে দেখলেই কোনো কারণ ছাড়া রাগ করে।

গতরাতে এই মানুষটাকে খুশি করার জন্য সে দৌড়ে কুহুরানীর খবর দিল। লোকটা খুশিও হল। কুহুরানীকে শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেল না এই দোষতো তার না। সে তার চেষ্টা করেছে। চেষ্টায় ফল হয় নাই। তার জন্যে এত লোকের মাঝখানে তাকে দশবার কানে ধরে উঠবোস করাবেন। কানে ধরে দশবার উঠবোস তার জন্যে কোনো ব্যাপার না। সে একশবার উঠবোস করতে পারবে। তার কিছুই হবে না। অপমানটা বড়। উঠবোস বড় না। তবে দুঃখের ব্যাপার হল, *সে যখন উঠবোস করছিল তখন মীনাকুমারী মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হেসে গড়িয়ে* পড়ছিল। বজলুর মনটা খুবই খারাপ হয়েছে। সে নিজেকে এই বলে সান্ত্বনা দিয়েছে যে মেয়েদেরকে আল্লাহপাক এইভাবেই তৈরি করেছেন। যেখানে মজা পাওয়ার কিছু নাই সেখানে তারা মজা বেশি পায়। মেয়েদের এইসব দুর্বলতা পুরুষ মানুষদের ধরতে নাই। সব ধরলে সংসার চলে না।

বজলু দাঁড়িয়ে আছে কাঁঠাল গাছের নিচে। হেডমাস্টার সাহেবের ঘরের দরজা খোলা। হেডমাস্টার সাহেবের ঘরের দরজা বন্ধ। এই সুযোগ। সে পারে, হাতের কাছে শুকনা কাপড় যা পায় নিয়ে চলে আসবে। এক মিনিটের মামলা। বজলু সাবধানে এগুলো। বৃষ্টির কারণে সব পিছল হয়ে আছে। আছাড় খেয়ে পড়লে হেডমাস্টার সাহেব কে কে বলে বের হয়ে আসবেন। সে পড়বে মহা বিপদে।

বজলু ঘরে ঢুকলো। কাপড় নিল। বারান্দায় হেডমাস্টার সাহেবের ছাতা ঝুলছিল। ছাতাটা নিল। এক সময় ফিরত দিয়ে গেলেই হবে। চলে যাবার মুহূর্তে সে কি মনে করে হেডমাস্টার সাহেব কী করছেন দেখার জন্যে বেড়ার ফুটায় চোখ রাখল।

কুহুরানী হেডমাস্টার সাহেবের খাটের এক কোনায় নতুন বউদের মতো বসা। কুহুরানীর সামনে কাঠের চেয়ারে হেডমাস্টার সাহেব। হেডমাস্টার সাহেবের মুখ দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু কুহুরানীকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

বজলু নিঃশব্দে উঠানে নামল। কিছুক্ষণ হতভম্ব হয়ে উঠানে দাঁড়িয়ে থেকে সার্কাসের দিকে দৌড় দিল। রাস্তা অসম্ভব পিছল, তাতে কী?

কুহুরানীর গায়ে হালকা সবুজ রঙের একটা শাড়ি। এই শাড়িটাই তার পছন্দ হয়েছে। মোফাজ্জল করিম কুহুরানীর কাঁধে তার কাশ্মীরি শালটা ভাঁজ করে দিয়ে

রেখেছেন। তারপরও কুহুরানী শীতে কাঁপছে। কিছুক্ষণ আগেই গোসল করার কারণে কুহুর গায়ের জ্বর এখন কম। একটু আগে থার্মোমিটারে জ্বর মাপা হয়েছে। একশ' পয়েন্ট ফাইভ।

মোফাজ্জল করিম তাকে দুধ-পাউরুটি খেতে দিয়েছেন। কুহুরানী দুধে পাউরুটি ভিজিয়ে খেয়েছে।

মোফাজ্জল করিমের মনে হলো, গোসল করার পরপর মেয়েটার বয়স অনেকখানি কমে গেছে। তাকে লাগছে বালিকার মতো। জোছনা যে বয়সে বিয়ে করে এই বাড়িতে উঠল–সেই বয়স।

মোফাজ্জল করিম বললেন, ম্যাজিক দেখবে?

কুহুরানী বিস্মিত হয়ে বলল, কী ম্যাজিক?

আমি একটা ম্যাজিক জানি, হাসান আলীর কাছে শিখেছি। হাসান আলী আমাদের স্কুলের বিএসসি শিক্ষক। রুমাল দিয়ে পয়সার একটা ম্যাজিক দেখবে?

দেখব।

সব সময় পারি না। মাঝে মাঝে গণ্ডগোল হয়ে যায়। পামিং এর খেলাতো। জটিল খেলা।

এবারে গণ্ডগোল হলো না। মোফাজ্জল করিম সুন্দর করে ম্যাজিকটা দেখালেন।

কুহুরানী বলল, বাহ্!

মোফাজ্জল করিম বললেন, জোছনাকে দেখালে সে খুব খুশি হতো। এসব জিনিস সে খুব পছন্দ করত। তখন ম্যাজিক জানতাম না। দেখি, হাসানের কাছ থেকে আরো দুয়েকটা খেলা শেখা যায় কি না। সে নিশ্চয়ই আরো খেলা জানে।

কুহুরানী বলল, কাঁদছেন কেন?

জানি না কেন? মাঝে মাঝে মনটা বড়ই উদাস হয়, তখন আপনা-আপনি চোখ দিয়ে পানি পড়ে। একবার আমাদের স্কুল ইন্সপেকশনে এসেছিল ডিস্ট্রিক্ট এডুকেশন অফিসার। তার নাম সুলতান। খুব পড়াশোনা জানা মানুষ। তিনি একেকটা ক্লাসে ঢুকছেন। ছাত্রদের প্রশ্ন করছেন। আমি তার সঙ্গে আছি, হঠাৎ মনটা উদাস হলো। চোখ দিয়ে পানি পড়তে শুরু করল। সুলতান সাহেব বললেন, কী হলো মাস্টার সাব চোখে পানি কেন?

আপনি কী বললেন?

আমি একটা মিথ্যা কথা বললাম। পরে অবশ্য ওনার কাছে সত্যটা স্বীকার করেছি।

আপনি মিথ্যা কথা বলেন না?

না। তারপরও দু-একটা মিথ্যা বলা হয়ে যায়। আল্লাহপাকের কাছে তখন ক্ষমা চাই।

আমি কোনো প্রশ্ন করলে আপনি কি সত্য কথা বলবেন?

অবশ্যই বলব।

কুহু বলল, আমাকে আপনার খুবই মনে ধরেছে, তাই না? আপনার কাছে মনে হচ্ছে আমি আপনার বউ। আমার নাম জোছনা রানী। ঠিক না।

মোফাজ্জল করিম বিব্রত গলায় বললেন, তার নামের পেছনে রানী ছিল না।

না থাকলেও আপনি নিশ্চয়ই কখনো না কখনো তাকে জোছনা রানী ডেকেছেন। ঠিক না?

হ্যাঁ, ঠিক।

আমার কিন্তু আপনার স্ত্রীর মতোই বুদ্ধি। ইংরেজিও মনে আছে। মৃগনাভির ইংরেজি মার্ফি। হয়েছে না?

হয় নাই। মৃগনাভির ইংরেজি musk... m, u, s, k...আর মার্ফি হলো গোল আলু।

এখন থেকে ভুলব না। সারাজীবন মনে থাকবে। আচ্ছা শুনুন, সত্যি কথা বলবেন কিন্তু। আপনার আমাকে বিয়ে করতে ইচ্ছে করছে?

মোফাজ্জল করিম চুপ রইলেন।

কুহুরানী বলল, হ্যাঁ বা না বলুন।

মোফাজ্জল করিম কিছুই বললেন না।

কুহু বলল, আপনার সাহস থাকলে আমি কিন্তু রাজি আছি। আমার যাওয়ার কোনো জায়গা নাই। আমার যাওয়ার জায়গা দরকার। লোকে অবশ্য আপনাকে মন্দ বলবে। আপনার গায়ে থুতু দেবে। থুতু দেবে না?

মোফাজ্জল করিম মাথা নিচু করে বসে থাকলেন। এখন সব কিছুই তাঁর কাছে অন্য রকম লাগছে। মনে হচ্ছে যে মেয়েটা কথা বলছে সে কুহুরানী না, জোছনা। অনেকদিন বাপের বাড়িতে ছিল, আজ বেড়াতে এসেছে। কুহু বলল, চলুন অনেক দূরে কোনোখানে চলে যাই। আমরা একটা দল করব। সার্কাসের দল। কুহুরানী সার্কাস পার্টি। আপনি হবেন দলের ম্যানেজার। মধু বাবু। মধু বাবু দেখুন তো জ্বর বাড়ছে কি না।

মোফাজ্জল করিম জ্বর দেখলেন। জ্বর বাড়ছে। হুহু করে বাড়ছে। মোফাজ্জল করিম বললেন, শুয়ে পাবো।

কুহুরানী বাধ্য মেয়ের মতো শুয়ে পড়ল। মোফাজ্জল করিম তার গায়ে লেপ

দিয়ে দিলেন। কুহুরানী সঙ্গে সঙ্গেই চোখ বন্ধ করল। সে চোখ মেলল সন্ধ্যায়। ঘর অন্ধকার। টিনের চালে ঝমঝম বৃষ্টি হচ্ছে। মোফাজ্জল করিম আগের জায়গাতেই বসে আছেন।

বজলু একটা বৈজ্ঞানিক সমস্যার সমাধানে ব্যস্ত। গোপন কথা কোথায় থাকে? পেটে না বুকে? লোকে প্রায়ই বলে 'পেটে কথা থাকে না'। তাদের বলাবলিতে মনে হয় গোপন কথা থাকে পেটে। কিন্তু এখন বজলুর ধারণা গোপন কথা থাকে বুকে। কারণ তার বুক ফুলে ফুলে উঠছে। এবং সামান্য ব্যথাও করছে।

সে যে-কোনো মুহূর্তে সার্কাসের ম্যানেজার মোহম্মদ ইয়াকুবকে কুহুরানীর সংবাদ দিয়ে নিজের অবস্থান ঠিকঠাক করে ফেলতে পারে। কিন্তু এখন ইচ্ছা করছে না। খবরতো তার কাছে আছেই। এক সময় দেয়া হবে। কুহুরানীকে নিয়ে যে হৈচৈ হচ্ছে এটা দেখতেও মজা লাগছে। বজলু উদাস ভঙ্গিতে হাঁটাহাঁটি করছে। কিছুক্ষণ হাতি দেখল, তারপর উঁকি দিল মীনাকুমারীর ঘরে। মীনা কুমারী মাথায় জবজবে তেল দিয়ে বসে আছে। আজ রাতে শো হবে না। কাজেই আরাম করা হচ্ছে। তাদের দলের একটা মেয়ে পাওয়া যাচ্ছে না এই নিয়ে কোনো রকম দুঃশ্চিন্তা নেই। বজলুকে দেখে মীনাকুমারী বলল, এই বদবু কী চাস?

বজলু বলল, কিছু চাই না।

কুহুরানীর কোনো সন্ধান কেউ পাইছে?

জানি না।

তাইলে জানস কী রে বোধাই চন্দ্র!

বজলুর মনটা খারাপ হচ্ছে। প্রথম দিকে এরা সবাই তাকে তুমি তুমি করে বলতো এখন তুই তোকারি করছে। একদিক দিয়ে অবশ্যি এটাও খারাপ না। অতি আপনা লোকটা সাথে তুই তুই করে।

মীনাকুমারী গলা নিচু করে বলল, যে দিন শো হয় না সেদিন শইল ছাইড়া দেয়। আমার শইল দিছে ছাইড়া। পায়ে তেল মালিশ করা প্রয়োজন। তুই পায়ে তেল দিতে পারবি?

বজলু চাপা গলায় বলল, পারব।

শরম লাগব না? মেয়েছেলের ঠ্যাং-এ হাত দিবি?

বজলু চুপ করে রইল। মীনাকুমারী বলল, কিরে কথা কস না ক্যান? যা তেল গরম কইরা আন। রসুন দিয়া তেল গরম করবি। ঠিক আছে?

জ্বে ঠিক আছে।

বজলু রসুন দিয়ে তেল গরম করল এবং সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল তেল ডলাডলির

সময়ই সে গোপন কথাটা মীনা কুমারীকে জানাবে। এত বড় একটা সংবাদ আগে দিতে হয় আপনা লোককে।

বজলু তেলের বাটি নিয়ে এসে দেখে মীনাকুমারী দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়েছে। বজলু চাপা গলায় কয়েকবার ডাকল। মীনা কুমারী বলল, যা ভাগ বদের বাচ্চা। সাহস কত শইল্যে তেল মাখাইতে চায়!

তেলের বাটি হাতে মীনা কুমারীর ঘরের সামনে বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক না। কে কী ভেবে বসবে। বজলু যেতেও পারছে না। কিছুই বলা যায় না মীনাকুমারী হয়তো ডেকে বসবে-বদবু! বদবু! তখন যদি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর না পায় রেগে যেতে পারে। সার্কাসের মেয়েদের মেজাজ সব সময় দড়ির উপর লাফালাফি করে। মেজাজ এই ঠিক এই বেঠিক।

হ্যালো বজলু মিয়া!

বজলু চমকে তাকালো। প্রফেসর বাবুল।

কী কর?

কিছু করি না স্যার।

হাতে কী?

তেলের বাটি।

রসুনের গন্ধ পাচ্ছি। রসুন মিশ্রিত তেল?

জি স্যার।

নিয়ে আস। আমার পিঠে মালিশ করে দাও। ঠাণ্ডা লেগেছে। রসুন-তেল ঠাণ্ডার মহৌষধ।

প্রফেসর বাবুল তাকে তুই তুই করে বলছেন না এতেই বজলু খুশি। সে বাটি নিয়ে প্রফেসর বাবুলের পেছনে রওনা হল। সার্কাস দলের কাউকে সে বেজার করতে পারবে না। সবাইকে খুশি রাখতে হবে।

প্রফেসর বাবুল খালি গায়ে বেতের সোফায় বসে আছেন। বজলু মহানন্দে তাঁর পিঠে তেল ঘষছে। আরামে প্রফেসর বাবুলের চোখ বন্ধ হয়ে আসে। বজলু গলা নামিয়ে বলল, আমার কাছে একটা খবর আছে স্যার।

প্রফেসর বাবুল বললেন, মাত্র একটা খবর? আমার কাছে আছে দশটা।

খবরটা জটিল।

দুনিয়ার সব খবরই জটিল। কথা বন্ধ। কাজ করে যাও। তোমার উপর আমি সন্তুষ্ট। যখন চলে যাব তোমাকে দড়ি কাটার একটা খেলা শিখিয়ে দিয়ে যাব। এক খেলা দেখিয়ে জীবন পার করে দিতে পারবে।

বজলু লজ্জিত গলায় বলল, আমিও স্যার আপনাদের সাথে যাব। আগে

একবার আপনারে বলেছি।

আগে বলেছিলে?

ভুলে গেছি। এখন মনে পড়েছে। অবশ্যই আমাদের সাথে যাবে। সার্কাস দলের সঙ্গে থাকার মজাই আলাদা। সময়মতো সার্কাসের কোনো এক মেয়েকে বিয়ে করে ফেলবে। সার্কাসের মেয়ে বিয়ে করতে আপত্তি আছে?

আপত্তি নাই স্যার।

গুড ভেরি গুড। মাথা মালিশ করতে জান?

জানি।

বলে কী। তুমিতো দেখি ওস্তাদ লোক। গায়ে তেল মাখা শেষ হলে আমি বিছানায় শুয়ে পড়ব, তুমি মাথা মালিশ করে দিবে। ঘুমিয়ে না পড়া পর্যন্ত মালিশ চলবে।

জি আচ্ছা।

কথা একেবারেই বলবে না। নিজের কথা ছাড়া অন্যের কথা শুনতে আমার ভালো লাগে না। যারা জাদু দেখায় তাদের এই এক সমস্যা। বুঝেছ?

জি স্যার বুঝেছি।

এইতো আবার কথা বললা। যদি বুঝে থাক তাহলে মাথা নাড়বা। মুখে বলার প্রয়োজন নাই।

একটা জটিল খবর ছিল স্যার।

আবার কথা বলে?

বজলু চুপ করে গেল। বুঝাই যাচ্ছে প্রফেসর সাহেবকে কিছু বলে লাভ নেই। তাকে সরাসরি ম্যানেজার ইয়াকুব সাহেবের সঙ্গেই কথা বলতে হবে। আল্লাহপাকের ইচ্ছাও মনে হয় তাই। সে দুইবার দুইজনকে বলার চেষ্টা করেছে। কেউ শুনে নাই। ইয়াকুব সাহেব অবশ্যই শুনবেন।

মোহম্মদ ইয়াকুব শান্ত মুখে বসে আছেন। মনজু তাকে এক কাপ চা এনে দিয়েছে। তিনি চায়ে একবার মাত্র চুমুক দিয়েছেন। তাঁর হাতে সিগারেট আছে, তিনি সিগারেট ধরাচ্ছেন না। তাঁর সামনে বাসস্ট্যান্ডের সামনে যে চায়ের দোকান সেই দোকানের এক ছেলে কুহুরানীর খবর নিয়ে এসেছে। পাকা খবর। বখশিস ছাড়া এই খবর সে দিবে না।

ইয়াকুব ঠাণ্ডা গলায় বললেন, তোমার নাম কী?

কালাম।

কালাম! তুমি বখশিস কত চাও?

এক হাজার টাকা চাই স্যার।

ঠিকই আছে। এক হাজার টাকা তেমন বেশি কিছু না। দিব তোমাকে এক হাজার টাকা, এখন খবর বলো।

আগে টেকা তারপরে খবর।

এইটাও মন্দ না। ফেল কড়ি মাখ তেল। তুমি জান কুহু কোথায়?

জি।

কোনো এক বাড়িতে সে লুকায়ে আছে?

সেইটা আমি এখন বলব না।

ঠিক আছে তুমি অপেক্ষা কর। চা বিসকুট খাও। ওসি সাহেব সকালবেলা একবার এসেছিলেন। এখন আবার এসেছেন। কুহুরানীকে নিয়ে তদন্ত চলতেছে। তুমি যা জান উনাকে বলবা। কুহুরানীকে যদি পাওয়া যায়, তোমাকে এক হাজার টাকা দিব।

ওসি সাহেবরে আমি কিছু বলব না।

ওসি সাহেব যদি কিছু জানতে চান আর তুমি যদি না বলো তার ফলতো ভালো হবে না। হাজতে এক দুই রাত থেকেছ? মনে হয় থাক নাই। থেকে দেখ কেমন লাগে।

কালাম হড়বড় করে বলল, স্যার আমি কুহুরানীরে দেখেছি বাসে উঠতে। বাসে উঠার আগে আমারার স্টলে এক কাপ চা খেয়েছেন।

তুমি তাকে আগে কখনো দেখেছ?

জি না স্যার।

তাহলে চিনেছ কীভাবে সে কুহুরানী?

অনুমানে চিনেছি।

শোন কালাম বদমায়েশি করতে বুদ্ধি লাগে। সহজ বুদ্ধি না, জটিল বুদ্ধি। তুমি দুনিয়ার বেকুব। তুমি আসছ আমার সাথে বদমায়েশি করতে?

কালাম বিড়বিড় করে বলল, স্যার ভুল হয়েছে। মাফ করে দেন।

ইয়াকুব সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন, ঠিক আছে নিয়ম মতো মাফ চাও। ঘরের বাইরে যাও। মাগরেব ওয়াক্ত না হওয়া পর্যন্ত কানে ধরে উঠবোস করবা। মাগরেবের আজান হবে, তুমি অজু করে নামাজ পড়বে। আল্লাহর কাছে মাফ চাইবা। এ ছাড়া তোমাকে ছাড়ব না। হাতি দেখেছ না? হাতির পারা খাইছ? তোমারে হাতি দিয়ে পারা দেওয়াব।

বজলু প্রফেসর বাবুলকে মাথা মালিশ করে ঘুম পাড়িয়ে বাইরের এসে দেখে একজন কানে ধরে উঠবোস করছে। তার অপরাধ সে কুহুরানী কোথায় আছে সেই গোপন খবর নিয়ে এসেছিল। বজলু হকচকিয়ে গেল।

নয়াপাড়া থানার ওসি মুনীর আহমেদ নিজেও হকচকিয়ে গেছেন। সার্কাস পার্টির একটা মেয়ে পাওয়া যাচ্ছে না এটা এমন কোনো ঘটনা না। ষোল কোটি মানুষের দেশে এক লাখ মানুষ সব সময় মিসিং থাকবে। এটা কোনো ব্যাপারই না। কিন্তু বিষয়টা নিয়ে একটু বেশি চাপচাপি হয়ে গেছে। কাজটা ভুল হয়েছে। কত বড় ভুল তা এখনো ধরতে পারেন নি। এই থানায় তিনি নতুন এসেছেন। অঞ্চলের ভাব ধরতে পারেন নি। থানার অন্য অফিসাররাও অঞ্চলের ভাব বুঝতে তাঁকে সাহায্য করে নি। কাকের মাংস কাকে খায় না। পুলিশের মাংস পুলিশে শুধু যে খায় তা-না, আরাম করে খায়।

বরকত নামের মানুষটাকে অ্যারেস্ট করে আনা বিরাট বড় বোকামি হয়েছে। টেলিফোনের পর টেলিফোন আসা শুরু হয়েছে। টাকা খন্দকার নামের একটা হাড়গিলা টাইপ লোকের এত ক্ষমতা তাঁর ধারণাতেও ছিল না।

কিছুক্ষণ আগে বরকতকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। বরকত বলেছে, স্যার আমিতো হেঁটে যেতে পারব না। বৃষ্টি হয়েছে রাস্তাঘাট পিছল। হেঁটে গেলে আমার মান থাকে না।

ওসি সাহেব বললেন, কীভাবে যেতে চাও?

বরকত উদাস গলায় বলল, স্যার আমার জন্যে পালকির ব্যবস্থা করেন। পুলিশ প্রথমে ভুল করে ধরেছে তারপর পালকি করে নিয়ে পাঠিয়েছে। এই ঘটনা ঘটলে আমার ইজ্জত থাকে। খোন্দকার সাহেবের ইজ্জত থাকে।

এইসব কী বলেন?

বরকত বলল, আমরা মূর্খ। মূর্খের মত কথা বলি। আপনারা থানাওয়ালা আপনারা কাজ করবেন জ্ঞানীর মতো।

ওসি সাহেব নরম গলায় বললেন, আমাদের সামান্য ভুল হয়েছে, তাই বলে এমন কথা বলবেন? বিবেচনা করে কথা বলেন।

বরকত বলল, আচ্ছা ঠিক আছে বিবেচনা করে কথা বলি, সার্কাসের দলের সাথে হাতি আছে। হাতি নিয়ে আসেন। হাতিতে চড়ে যাই।

হাতিতে চড়ে যাবেন?

ওসি সাহেব! ইজ্জতের একটা ব্যাপার আছে না? মানুষ থাকে না। তার ইজ্জত থাকে। মাগরেবের ওয়াক্ত হয়েছে কি-না দেখেন। নামাজ পড়তে হবে। জায়নামাজ দিতে বলেন।

মোফাজ্জল করিম সাহেবের ঘর অন্ধকার। তিনি বারান্দায় নামাজের জলচৌকিতে

নামাজ শেষ করে ঘরে ঢুকতেই কুহু বলল, বাতি জ্বালাবেন না? ঘর অন্ধকার।

মোফাজ্জল করিম বললেন, বাতি না থাকাই ভালো। কে না কে দেখে ফেলবে।

আপনার ঘরে পান আছে?

পান নাই।

আপনার স্ত্রী পান খেত না?

মাঝে মধ্যে খেত।

আমিও মাঝে মধ্যে খাই। বাতি জ্বালান। অন্ধকার ভালো লাগছে না। কুহুরানী শোয়া থেকে উঠে বসল। মোফাজ্জল করিম হারিকেন জ্বালালেন। হারিকেনের লালচে আলো মেয়েটার মুখে পড়েছে। তাকে কী সুন্দরই না লাগছে! মেয়েটার গলাটা শুধু খালি। গলায় একটা হার থাকলে ভালো হতো। জোছনার দেড় ভরি স্বর্ণের একটা পদ্মহার আছে। জোছনার বাবা দিয়েছিলেন। হারটা গলায় পরলে জোছনাকে কী সুন্দরই না লাগত!

মোফাজ্জল করিম ইতস্তত করে বললেন, কুহুরানী আলমিরায় জোছনার একটা হার আছে। পদ্মহার। পরবে!

আপনি বললে পরব।

কুহুরানী আগ্রহ নিয়ে হার গলায় দিল। আয়নায় নিজেকে দেখল। মুগ্ধ গলায় বলল, হারটা সুন্দর।

মোফাজ্জল করিম বললেন, দেখি, জ্বর দেখি। তিনি কুহুরানীর কপালে হাত দিলেন।

জ্বর একেবারেই নাই। আলহামদুলিল্লাহ।

কুহুরানী বলল, এমন এক ঘুম দিয়েছি জ্বর শেষ। খুব পান খেতে ইচ্ছা করছে। পান খাওয়াবেন? খয়ের দিয়ে পান। যেন ঠোঁট টকটকে লাল হয়।

মোফাজ্জল করিম বললেন, স্কুলের আরবি শিক্ষক মাওলানা আবুল বাসার খয়ের দিয়ে পান খান। তার কাছ থেকে নিয়ে আসি?

ওনার বাসা কি অনেক দূর?

বেশি দূর না।

তাহলে যান। দুই খিলি পান আনবেন।

তুমি হারিকেন নিভায়ে রেখো। আলো দেখলে কেউ আমার খোঁজে চলে আসতে পারে।

মোফাজ্জল করিম বুঝতে পারছেন না তাঁর হয়েছেটা কী। মাওলানার বাড়ি যাওয়ার রাস্তা তিনি চিনেন না এমনতো না। জুম্মাঘরের ডান দিকের রাস্তা। কতবার গিয়েছেন। অথচ তিনি বাম দিকের রাস্তা ধরে স্কুল ঘরের কাছে চলে এসেছেন। কী অদ্ভুত কাণ্ড!

হেডমাস্টার সাহেব স্লামালিকুম।

ওয়ালাইকুম সালাম। কে?

আমি শরিয়তুল্লাহ।

মোফাজ্জল করিম বললেন, শরিয়তুল্লাহ কে?

আমি কওমি মাদ্রাসার প্রিন্সিপ্যাল শরিয়তুল্লাহ নখশবন্দি।

ও আচ্ছা আচ্ছা। গোস্তাকি মাফ করে; আপনাকে চিনতে পারি নাই। ভালো আছেন?

ভালো আছি। আমি আপনার উপর সামান্য বেজার আছি।

মোফাজ্জল করিম চিন্তিত গলায় বললেন, কেন?

আপনি সমাজপতি। আপনি যদি মেয়েদের নিয়ে নাচানাচি করেন তাহলে কি ভাবে হয়।

মোফাজ্জল করিম হকচকিয়ে গেলেন। আমতা আমতা গলায় বললেন, মেয়েদের নিয়ে কী নাচানাচি?

দল বেঁধে সার্কাস দেখতে গেছেন। যান নাই?

ও আচ্ছা আচ্ছা।

কাজটা ভুল হয়েছে কি-না বলেন?

হুঁ। হুঁ।

সার্কাস আমি এইখানে করতে দিব না। আশেপাশের মাদ্রাসার তালেবুল এলেমদের নিয়ে আসব। দেখেন কী করি। সার্কাসের ম্যানেজার ইয়াকুব আমাকে পাশার চাল দিয়েছে। আমার চাল দেখে নাই।

মোফাজ্জল করিম বললেন, পরে এই নিয়ে কথা হবে। এখন যাই। বিশেষ জরুরি একটা কাজে যাচ্ছি।

শরিয়তুল্লাহ বললেন, বিশেষ জরুরি কাজটা কী?

মওলানা সাহেবের কাছ থেকে দুই খিলি পান আনব।

বলেই মোফাজ্জল করিম আর দাঁড়ালেন না। শরিয়তুল্লাহ নখসবন্দি অবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন। মানুষটার আচার-আচরণ তাঁর কাছে রহস্যময় মনে হচ্ছে।

মওলানা অবাক হয়ে বললেন, আপনি পান নিতে এসেছেন?

মোফাজ্জল করিম বললেন, হুঁ।

তিনি মওলানার চোখের দিকে তাকাচ্ছেন না। তিনি চাচ্ছেন না দু'জনের চোখাচুখি হয়। তাঁর দৃষ্টি মাটির দিকে। মওলানা বললেন, পানের জন্য এতদূর এসেছেন?

হুঁ।

আপনিতো পান খান না।

আজ খাব। আজ কেমন যেন বমি বমি লাগছে। পান খেলে আরাম হবে।

মিথ্যা কথা বলতে গিয়ে মোফাজ্জল করিম মরমে মরে গেলেন। একবার মনে হল সত্যটা বলে ফেলবেন। মাওলানা তাঁর অতি ঘনিষ্ঠজন। ঘনিষ্ঠজনদের কাছে কিছু গোপন করতে নেই।

মওলানা বললেন, স্যার আপনার ঘটনাটা বলেনতো।

ঘটনা কিছু নাই। আপনি পান দিন। নিয়ে চলে যাব। জর্দা দেয়া পান।

আপনি বসুন। পান আনছি।

মোফাজ্জল করিম জবুথবু হয়ে বসে আছেন। বৃষ্টি আবার শুরু হয়েছে। বঙ্গোপসাগরে কোথাও ডিপ্রেসন হয়েছে। ডিপ্রেসনের ঝড় বৃষ্টি তিন চার দিন থাকবে। এখন যথেষ্ট শীত। এই শীত আরো বাড়বে। মোফাজ্জল করিম বিড়বিড় করে বললেন, 'winter of discontent' কথাটা তিনি কেন বললেন নিজেও জানেন না।

মাওলানা পান নিয়ে এসেছেন। পানের সঙ্গে কাপ ভর্তি চা এনেছেন। মোফাজ্জল করিম চায়ের কাপে চুমুক দিলেন। চাপা গলায় বললেন, পান আমি এখন খাব না। সঙ্গে করে নিয়ে যাব। ভাত খাওয়ার পরে খাব।

মওলানা বললেন, ভাত আপনি আমার সঙ্গে খাবেন। আমি বেগমকে রাখতে বলেছি। খিচুড়ি করতে বলেছি।

মোফাজ্জল করিম বললেন, আমার শরীর ভালো না। জ্বর।

আবারো মিথ্যা কথা বলতে হল। মোফাজ্জল করিমের মনটাই খারাপ হয়ে গেল।

বজলু কি ফিরেছে?

মোফাজ্জল করিম বললেন, ফিরে নাই। বলেই মনে হল বজলু নাই শোনার পর মওলানা তাঁকে এ বাড়িতে থাকার জন্যই চাপাচাপি করবে। তিনি আরেকটা মিথ্যা বললেন, বজলু ফিরেছে। আমি ভুলে গিয়েছিলাম। সে এখন ঘরেই আছে।

বজলুকে বিদায় করে দেন। অন্য কাউকে নেন। বজলু বিরাট ফাঁকিবাজ।

তাই করব। আজই বিদায় করব।

মোফাজ্জল করিম উঠে দাড়ালেন। মাওলানা হাত ধরে তাঁকে জোর করে বসিয়ে দিলেন।

কুহুরানী মেয়েটাকে নিয়ে কী ক্যাচাল যে লেগেছে শুনেছেন?

আবার কী ক্যাচাল?

খোন্দকার আর হাজি মফিজের মধ্যে লেগে গেছে। খবর পেয়েছি হাজি মফিজ আজ সন্ধ্যার ট্রেনে ঢাকা চলে গেছে। একা যায় নাই–পরিবার নিয়ে গেছে।

ও আচ্ছা।

তিন বছর আগে হাজি মফিজ টাকা খন্দকারের বাংলোঘর জ্বালায়ে দিয়েছিল, এইবার টাকা খন্দকার শোধ নিবে। সে এখন সরকার পার্টির লোক। তার জোর বেশি।

হুঁ।

সামান্য সার্কাসপার্টির এক মেয়ে নিয়ে কী ধুন্ধুমার লেগে গেল দেখেন। খুনাখুনি না হয়ে যায়।

খুনাখুনি হবে না-কি?

হতে পারে। ট্রয় নগরী সামান্য একটা মেয়ের জন্য ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল না?

মোফাজ্জল করিম বললেন, সেই মেয়ে সামান্য ছিল না। বিশ্বের সেরা রূপবতীদের একজন–হেলেন।

রূপ দিয়ে কী হয় বলেন।

কিছু হয় না। কিছুই হয় না। উঠি।

আরে না উঠবেন কী? হাঁস জবেহ হচ্ছে। খিচুড়ি হচ্ছে। খানা খেয়ে তারপর যাবেন।

আপনাকে তো বলেছি আমার শরীর ভালো না। আমি কিছু খাব না।

না খেলে টিফিন কেরিয়ারে খানা দিয়ে দেব। শরীর ভালো হলে খানা খাবেন।

মাওলানা আমার একটা কথা শুনেন—

আমি কোনো কথা শুনাশুনির মধ্যে নাই। আমি আপনাকে যেতে দিব না।

উঠানে কার যেন পায়ের শব্দ। কুহুরানী যেখানে বসে আছে সেখান থেকে উঠান দেখা যায়। কিন্তু হারিকেনের আলো এতদূর পৌঁছায় না বলে সব অস্পষ্ট। কে যেন উঠানে দাঁড়িয়ে আছে। কুহু বলল, পান এনেছেন?

এই প্রশ্নের কোনো উত্তর এল না। উঠানে দাঁড়ানো মানুষটা থমকে দাঁড়িয়ে গেল। কুহু হারিকেন হাতে নিয়ে বের হয়ে গেল। উঠানে দাঁড়ানো মানুষটা বলল, আপনি কুহুরানী?

কুহু বলল, আপনি কে?

আমার নাম হাসান আলি। আমি খায়রুননেসা আদর্শ হাইস্কুলের একজন শিক্ষক।

চান কী?

হেডমাস্টার সাহেবের খুঁজে এসেছি। স্যার কোথায়?

আপনার স্যার আমার জন্য পান আনতে গিয়েছেন। আজ তাঁর সঙ্গে দেখা হবে না। অন্য একদিন আসেন।

আমি আপনার সঙ্গে কিছু কথা বলব।

আপনার সঙ্গে আমার কোনো কথা নাই।

আপনার কথা না থাকতে পারে কিন্তু আমার আছে।

কুহু বলল, ভিতরে আসেন।

হাসান আলি ঘরে ঢুকল। চেয়ারে বসল। তার হতভম্ব ভাব এখনো কাটে নি। একটা সার্কাসের মেয়ে কী সুন্দর সেজে বসে আছে। নতুন শাড়ি, গলায় হার। চোখে কাজল।

হাসান আলি বলল, আপনি এইখানে কেন?

কুহু বলল, কোনো একটা জায়গায় তো আমাকে থাকতে হবে। হবে না?

এইটাই সেই জায়গা?

হুঁ।

রাতে কি এই বাড়িতেই থাকবেন?

অবশ্যই। আমি যাব কোথায়? আপনার কথা শেষ হয়েছে, এখন চলে যান।

হাসান আলি বলল, হেড স্যার এই অঞ্চলের অতি সম্মানিত একজন মানুষ। একজন সম্মানিত মানুষের সম্মান রক্ষা করতে হয়।

কুহু বলল, আপনারা দশজন আছেন, আপনারা সম্মান রক্ষা করেন।

হাসান আলি বলল, আপনি কি পরিস্থিতি বুঝতে পারছেন?

কুহু বলল, আমার বুঝার প্রয়োজন নাই। আপনারা বুঝতে পারলেই হল। আমি সার্কাস থেকে পালায়ে এসেছি। আমার কোনখানে যাবার জায়গা নাই। এইখানে এসে উঠেছি। এতে যদি আপনাদের হেড স্যারের সম্মানের কোনো হানি হয়, তাহলে একটা কাজ করেন-মওলানা ডাকেন। আমাদের বিয়ে পড়ায়ে দেন। আপনাদের হেড স্যারকে জিজ্ঞাস করেন। উনি রাজি আছেন।

উনি রাজি আছেন?

অবশ্যই। উনি রাজি আমি রাজি। মিয়া বিবি দুইজনেই রাজি। আমার কথা শেষ। আমি আপনার সঙ্গে আর কথা বলব না।

হাসান আলি বলল, আপনি সার্কাস থেকে পালিয়ে এসেছেন এইটা আমরা জানি। আপনি যেখানে যেতে চান আমি আপনাকে নিয়ে যাব। কেউ বুঝতে পারবে না। বোরকা পরায়ে নিয়ে যাব। আমি আপনাকে কথা দিলাম।

আপনার এত ঠেকা কেন?

স্যারের জন্য। অতি সম্মানিত একজন মানুষ। তাঁর সম্মান রক্ষা করতে হবে।

বোরকা কি সাথে আছে?

সাথে নাই। জোগাড় করব।

বোরকা জোগাড় করেন। আমিও চিন্তা ভাবনা করি। আপনার সাথে সিগারেট আছে না?

আছে।

কুহু হাসতে হাসতে বলল, ঘরে যখন ঢুকেছেন তখন সিগারেটের গন্ধ পাইছি। আমাকে একটা সিগারেট দেন সিগারেট খাব।

আপনি সিগারেট খান?

আমি সার্কাসের মন্দ মেয়ে, আমি সিগারেট খাব না? আপনি সিগারেট খান আপনিও মন্দ। দুই মন্দে ভালো মিল হইছে ঠিক না?

হাসান আলি সিগারেট দিল। কুহু পায়ের উপর পা তুলে সহজভাবেই সিগারেট টানছে। হাসান আলি বলল, আপনি কি যাবেন আমার সঙ্গে?

কুহু ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল, আগে বোরকা জোগার করেন। তারপরে বিবেচনা।

হাসান আলি বলল, আমি বোরকা জোগাড় করে জুম্মা ঘরের পাশে অপেক্ষা করব। শেষ রাতে একটা ট্রেন আছে এগারো সিন্দুর এক্সপ্রেস।

স্টেশন পর্যন্ত যাব কীভাবে? হাঁটতে পারব না। আমার শরীর ভালো না।

আমি গরুর গাড়ির ব্যবস্থা করব।

গরুর গাড়ি খারাপ কি? আপনেতো আবার ম্যাজিক জানেন। আপনার স্যার বলেছেন। মাঝে মধ্যে ম্যাজিক দেখাবেন। ম্যাজিক আমিও জানি। দড়ি কাটার ম্যাজিক। প্রফেসর বাবুলের কাছ থেকে শিখেছি। আপনারে শিখায়ে দিব। আপনি আমাকে আরেকটা সিগারেট দেন।

হাসান আলি সিগারেটের পুরো প্যাকেট রেখে উঠে দাঁড়াল।

বৃষ্টি বেশ ভালোই শুরু হয়েছে। মোফাজ্জল করিম বাড়ির পথ ধরেছেন। তাঁর এক হাতে টিফিন ক্যারিয়ারে হাঁসের মাংস এবং খিচুড়ি। অন্য হাতে ছাতি এবং টর্চ লাইট। ছাতি এবং টর্চ লাইট তিনি এক সঙ্গে কায়দা করতে পারছেন না। রাস্তাও পিছল। তাঁর ভয় হচ্ছে, যে-কোনো সময় তিনি পা পিছলে পড়ে যাবেন। এই বয়সে বেকায়দায় পড়ার ফল খারাপ হবে। জুম্মা ঘরের কাছে এসে তিনি লক্ষ করলেন, কেউ একজন ছাতা মাথায় দাঁড়িয়ে আছে। মোফাজ্জল করিম বললেন, কে?

স্যার আমি হাসান।

এখানে কী কর?

আপনার সঙ্গে কথা ছিল স্যার।

এত রাতে আমার সঙ্গে কী কথা? যাও বাড়িতে যাও বাড়িতে গিয়ে ঘুমাও।

আপনার সঙ্গে যাই স্যার? আপনার সঙ্গে কিছু অতি জরুরি কথা ছিল।

অন্যদিন কথা বলবে। Some other time.

মোফাজ্জল করিম অতি দ্রুত বাঁশবনের ভেতর ঢুকে গেলেন। এটা শর্টকাট। বৃষ্টির মধ্যে বাঁশবনের ভেতর দিয়ে হাঁটতে ভালো লাগছে। জঙ্গলের ভেতর ছোট্ট খালের মতো আছে। শীতকালে খালে পানি থাকে না। বৃষ্টিতে পানি হয়েছে ঝিরঝির শব্দ হচ্ছে। তিনি একবার পেছনে তাকালেন। হাসান আলি এখনো আগের জায়গায় দাড়িয়ে আছে। তিনি বুঝতেই পারছেন না হাসান আলির এমন কী জরুরি কথা যে এক্ষুণি বলতে হবে।

বাড়ির পাশের কাঁঠাল গাছের কাছে এসে মোফাজ্জল করিম থমকে দাঁড়ালেন। উঠানে কুহু বসে আছে। নামাজের জলচৌকির এক কোনায় ঘোমটা দিয়ে বসে সে বৃষ্টি দেখছে। উঠানে আলো নেই। ঘরের ভেতর থেকে হারিকেনের আলো এসে উঠানে পড়েছে।

মোফাজ্জল করিমের মনে হল এই দৃশ্য তিনি আজ প্রথম দেখছেন না, এর আগেও অনেকবার দেখেছেন। ইংরেজিতে এর একটা নামও আছে–deja vau. মোফাজ্জল করিম ভুরু কুঁচকালেন। শব্দটা ইংরেজি না ফরাসি? আজকাল সব গণ্ডগোল হয়ে যাচ্ছে। কোনো একটা ইংরেজি কবিতা তাঁর নাম মনে নেই। অথচ বিয়ের পর পর জোছনাকে কত আগ্রহ করেই না কবিতা শোনাতেন। প্রথমে ইংরেজিতে তারপর সেটার বাংলা অনুবাদ। রান্নাঘরের একটা কবিতা জোছনার বড়ই প্রিয় ছিল। কী যেন কবিতাটা? কী যেন?

> I let myself in at the kitchen door.
> "It's you," she said. "I can't get up. Forgive me
> Not answering your knock."
>
> আমি রান্নাঘরের দরজা দিয়ে ঢুকে পড়লাম। মেয়েটা বলল, ও আচ্ছা
> তুমি। আমাকে ক্ষমা করে দিও। তুমি দরজা ধাক্কা দিলে শুনেও আমি
> জবাব দেই নি....

এই পর্যন্ত শুনেই জোছনা বলেছিল–কী আশ্চর্য মেয়েটা জবাব দেয় নি কেন? কেমন মেয়ে সে? আদব কায়দা ভদ্রতা কিছুই শিখে নি?

মোফাজ্জল করিম জোছনার কথাবার্তায় বড়ই বিরক্ত হয়েছিলেন। আচ্ছা আজ যদি তিনি তুহু মেয়েটাকে এই কবিতাটি পড়ে শোনান সেও কি জোছনার মতো বলবে–"কী আশ্চর্য মেয়েটা জবাব দেয় নি কেন?" যদি এই ধরনের কিছু বলে তাহলে তা হবে Deja vau.

মোহাম্মদ ইয়াকুব গ্লাস ভর্তি জিন নিয়ে বসেছেন। জিনের গ্লাসে প্রচুর পরিমাণে লেবু দেয়া। গ্লাস থেকে লেবুর গন্ধ আসছে। ইয়াকুবের সামনে থানার ওসি সাহেব এবং সেকেন্ড অফিসার বসে আছেন। ওসি সাহেবকে বড়ই চিন্তিত মনে হচ্ছে।

ইয়াকুব বলল, স্যার একটু লেবুর শরবত খাবেন? দুর্নীতিতায় শরীর কষা হয়ে গেছে। লেবুর শরবত খেয়ে কষা ভাবটা দূর করছি।

ওসি সাহেব বললেন, লেবুর শরবত খাব না। আমার বিষয়ে কী সিদ্ধান্ত নিলেন?

আপনার কোন বিষয়ে?

ওসি সাহেব বিরক্ত গলায় বললেন, এতক্ষণ আপনাকে আমি কী বললাম।

কী বললেন মন দিয়ে শুনি নাই। আজকের শো হয় নাই। মিজাজ অত্যধিক খারাপ। আগামীকাল শো হয় কি-না তার নাই ঠিক।

সেকেন্ড অফিসার বললেন, আপনাদের বড় হাতিটা আমাদের একটু দরকার।

ইয়াকুব জিনের গ্লাসে চুমুক দিয়ে বললেন, এখন মনে পড়েছে বরকত স্যাহেবকে হাতির পিঠে চড়িয়ে ফেরত দিতে হবে। হাতি কখন দরকার?

এখনই দরকার।

রাত দুপুরে হাতি নিয়ে কী করবেন? সকালে নিয়ে যান। অঞ্চলের সবাই দেখল আসামি হাতির পিঠে চড়ে ফিরছে।

ওসি সাহেব বললেন, আমি হাতি রাতেই নিয়ে যাব। ঝামেলা শেষ করে হাতি ফেরত দিয়ে যাব।

ইয়াকুব বলল, হাতির শরীর ভালো না। তারপরেও আপনারা থানাওয়ালা আপনাদের কথা আলাদা। বিশ হাজার টাকা খরচ লাগবে। বিশ হাজার টাকা দিয়ে হাতি নিয়ে যান।

কী বললেন?

বললাম বিশ হাজার টাকা দিয়ে হাতি নিয়ে যান।

ফাজলামি করছেন?

ফাজলামি তো ওসি সাহেব আপনি করছেন। অ্যারেস্ট করে আসামি ধরে নিয়ে যাচ্ছেন আবার হাতির পিঠে করে ফেরত পাঠাচ্ছেন।

ওসি সাহেব চোখ মুখ লাল করে বললেন, আমার সঙ্গে বদমায়েশি করছ? আমি তোমার স্ক্রু টাইট দিয়ে দেব।

ইয়াকুব খুবই স্বাভাবিকভাবে জিনের গ্লাসে চুমুক দিয়ে সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল, ওসি সাহেব আমরা সবাই জন্মের সময় একটা করে স্ক্রু ড্রাইভার হাতে নিয়ে জন্মাই। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে কারো স্ক্রু ড্রাইভার বড় হয় কারো ছোট হয়। বুঝতে পারছি আপনার স্ক্রু ড্রাইভারটা বড়। আমারটা যে ছোট এ রকম মনে করবেন না।

এই পর্যন্ত বলেই ইয়াকুব শুদ্ধ ইংরেজিতে এবং শুদ্ধ উচ্চারণে বলল, Dear Sir don't underestimate me. Don't make this mistake.

ওসি সাহেব হকচকিয়ে গেলেন। ইয়াকুব হালকা গলায় গল্প বলার ভঙ্গিতে বললেন, একবার কমলাকান্দায় শো করতে গেলাম। কমলাকান্দা থানার ওসি সাহেব আপনার মতোই আমাকে আন্ডার এস্টিমেট করলেন। উনাকে কানে ধরে উঠবোস করায়েছিলাম। ছবি তুলে রেখেছিলাম। ছবি দেখবেন?

কেউ কোনো জবাব দিল না।

ইয়াকুব বললেন, ছবি আছে বললে দেখাতে পারি। ঘটনাটা পরে জানাজানি হয়ে যায়। পত্রিকায়ও উঠেছিল। উনার বিরুদ্ধে পরে ডিপার্টমেন্টাল একশান নেয়া হয়।

সেকেন্ড অফিসার ওসি সাহেবের দিকে তাকিয়ে বললেন, স্যার চলেন উঠি।

ইয়াকুব বললেন, আরে উঠবেন কী? বসুন। আপনারা বন্ধুভাবে একটা হাত্তি চাইলেন আর আমি হাত্তি দিব না তাতো হয় না। চাইতে হবে বন্ধু ভাবে। চোখ গরম করে না।

সেকেন্ড অফিসার উঠে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন এই কথায় আবার বসলেন। ইয়াকুব বললেন, লেবুর শরবত দেই? সামান্য 'জিন' মিশানো আছে। জিন এন্ড টনিকের মতো জিন এন্ড লাইমও ভালো।

সেকেন্ড অফিসার বললেন, স্যারের এইসব বদঅভ্যাস নাই। আমি সামান্য খেতে পারি।

ইয়াকুব দরাজ গলায় ডাকলেন, মনজু মনজু।

মনজু ছুটে এল।

ইয়াকুব বললেন, আরো দু'টা গ্লাস দাও।

ওসি সাহেব বললেন, আমি খাব না। এই সব হাবিজাবি আমি খাই না।

ইয়াকুব বললেন, খাওয়ার লোক আসতেছেন। উনার জন্য এন্তেজাম আনায়ে রাখলাম।

কে?

খন্দকার সাহেব। টাকা খন্দকার।

ওসি সাহেব বললেন, উনি আসতেছেন না-কি?

ইয়াকুব বললেন, আপনার কি কোনো অসুবিধা আছে? উনি আসলেই তো ভালো। সমস্যা নিষ্পত্তি করে নিবেন। উনি গান বাজনার মানুষ। বৃষ্টি বাদলার দিনে গান বাজনা ভালো জমে।

এইখানে গান বাজনা হবে?

আপনার অসুবিধা আছে? অসুবিধা থাকলে চলে যান।

ওসি সাহেব অস্বস্তি নিয়ে তাকাচ্ছেন। তিনি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছেন না। এখানে থাকা ঠিক হবে কি হবে না।

গ্লাস চলে এসেছে। জিনের বোতল চলে এসেছে। তেল পিয়াজ দিয়ে মাখা চিনাবাদাম এসেছে।

ইয়াকুব বললেন, ওসি সাহেব, রাতে আমার সঙ্গে খাওয়া দাওয়া করবেন। গরুর মাংস ভুনা, প্লেইন পোলাও। আপনি গরুর মাংস খানতো?

ওসি সাহেব প্রশ্নের জবাব দিলেন না।

বজলুর জীবন আজ প্রায় ধন্য। মীনাকুমারী সাজগোজ করছে। সে তার পাশেই আছে। পায়ে ঘুঙুর সে বেঁধে দিয়েছে। প্রথমবারে বাঁধন কষা হয়েছিল দ্বিতীয়বারে ঠিক হল।

মীনাকুমারী বলল, বদবু তুই লোকটা কাজের। দেখি চেষ্টা করে তোকে দলে নেয়া যায় কি-না।

বজলু বিনয়ে গলে গিয়ে বলল, হইলে খুবই ভালো হয়। প্রফেসর বাবুল সাবও বলেছেন চেষ্টা নিবেন।

তাহলেতো আর সমস্যাই নাই।

বজলু বলল, উনি বলেছেন দড়ির খেলাও শিখাবেন।

আরো ভালো। তুই হবি প্রফেসর বদবু।

বজলু বলল, আমার কাছে একটা বড় খবর আছে। কুহুরানী কোন বাড়িতে পালায়া আছে আমি জানি। খবরটা আপনেরে প্রথম বললাম।

বজলু ভেবেছিল খবর শুনে মীনাকুমারী চমকে উঠবে। সে মোটেই চমকাল না। বজলুর দিকে একবার ফিরেও তাকাল না। সে ঠোঁটে যে ভাবে লিপস্টিক দিচ্ছিল সেই ভাবেই দিতে থাকল। বজলু তার সামনে হাত আয়না ধরে আছে। তাকে স্থির হয়ে থাকতে হচ্ছে। নড়লে আয়না নড়ে যাবে।

বজলু বলল, উনি আছেন আমরার হেডমাস্টার সাহেবের বাড়িতে। হেডমাস্টার সাব লোক অবশ্যি খুবই ভালো। ফেরেশতা আদমি।

তোর সঙ্গে কুহুর কথা হয়েছে?

কথা হয় নাই, উনি আমারে দেখেন নাই।

মীনাকুমারীর ঠোঁটে লিপিস্টিক দেয়া শেষ হয়েছে। সে বজলুর হাত থেকে আয়না নিতে নিতে বলল, কুহু কই আছে কার বাড়িতে আছে এইসব কাউরে বলার কিছু নাই। সে যদি পালায়া যাইতে পারে আমি খুশি। বুঝেছিস?

জি বুঝেছি।

তুই কিছুই বুঝস নাই। তোর বুঝার প্রয়োজনও নাই। তুই কি আমারে ভাল পাস।

অবশ্যই

আমারে কি বিবাহ করতে মনে চায়?

বজলু মাথা নিচু করে ফেলল। সে কী বলবে কিছুই বুঝতে পারছে না। হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়া কি ঠিক হবে? না-কি সে যে ভাবে আছে সেইভাবে বসে থাকবে?

বদবু শোন। কুহু রাণী বিষয়ে কাউরে কিছু বলবি না।

জি আইচ্ছা। কাউরে কিছু যদি বলি তাইলে আমি গু খাই। আর আমি বাপের ব্যাটাও না। আমি বেজন্মা।

এইত ঠিক আছে। *এখন বল আমারে কেমন দেখায়? লজ্জা পাওয়ার কিছু নাই।* ভালো মতো দেখ।

পরীর মতো লাগতেছে।

পরী কখনো দেখেছিস?

ছোটবেলায় দেখছিলাম। বাঁশ বনে। জোছনা রাইত ছিল। আমি গোল্লাছুট খেইল্যা ফিরতেছি হঠাৎ দেখি...

বজলু মহানন্দে গল্প করে যাচ্ছে। মীনাকুমারী ডাকের অপেক্ষা করছে। কমলারাণী গান করবে। সে নাচবে। বাজনা বাজাবে সার্কাসের ব্যান্ড। এই ধরনের গান বাজনার আয়োজন সার্কাসের ভেতরে কখনো হয় না। বাইরে হয়। কারোর বাগান বাড়িতে, কারোর বাংলা ঘরে। আজ সার্কাসের ভিতরেই আসর বসেছে। ম্যানেজার ইয়াকুব ব্যবস্থা করেছেন। এটা জেনে শুনে বুঝেই করেছেন। মোহম্মদ ইয়াকুব বিনা প্রয়োজনে কিছু করেন না।

টাকা খন্দকার চলে এসেছেন। তিনি আনন্দে আছেন। একটু আগে ঘোষণা দিয়েছেন, কুহুরানীকে যেদিন পাওয়া যাবে সেদিনই তিনি পাঁচ হাজার টাকা দেবেন সার্কাসের লোকদের মিষ্টি খাওয়ার জন্য।

ইয়াকুব বললেন মাত্র পাঁচ? আপনার মতো বিশিষ্ট লোক দিবে পাঁচ?

টাকা খন্দকার সঙ্গে সঙ্গে বললেন। আচ্ছা যাও দশ।

ইয়াকুবের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক আপনি থেকে তুমিতে নেমে এসেছে। ওসি সাহেবের সঙ্গেও সম্পর্ক ঠিক হয়ে গেছে। তিনি ওসি সাহেবের হাতি সমস্যার সমাধান করে দিয়েছেন। বরকত যেন পায়ে হেঁটে চলে আসে তার জন্যে চিঠি দিয়ে থানায় লোক পাঠিয়ে দিয়েছেন।

ওসি সাহেব খন্দকারের হাত ধরে বললেন, আপনি যে এমন মহানুভব মানুষ সেটা আগে বুঝতে পারি নাই। আপনার সঙ্গে আমার আর কোনো সমস্যা হবে না।

খন্দকার মাথা দুলাতে দুলাতে বলেছেন, সমস্যা হবে আবার সমাধান হবে। জগতের এই নিয়ম। তবে আমি সমস্যা দেখে পালায়া যাই না। হাজী সাহেব পালায়া গেছেন। খালি বাড়ি। আগুন লাগে কি-না কে জানে!

সেকেন্ড অফিসার চিন্তিত গলায় বললেন, আগুন লাগবে না-কি?

খন্দকার উদাস গলায় বললেন, লাগতেও পারে। আমার বাড়িতে একবার লেগেছিল তারটায় কেন লাগবে না? তবে আগুন লাগলে আমাকে কেউ দোষতে পারবে না। আমি তখন কোথায় ছিলাম? থানাওয়ালাদের সাথে মদ খাইতেছিলাম ঠিক না ওসি সাহেব? খন্দকারের চরিত্র ফুলের মতো পবিত্র ঠিক বলেছি কি-না বলেন?

সবাই মজা পাচ্ছে। ইয়াকুব গলা নিচু করে খন্দকারের কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বলল, কওমি মাদ্রাসার প্রিন্সিপ্যাল শরিয়তুল্লাহ সাহেব বড় ঝামেলা করছেন। একটু কি দেখবেন?

খন্দকার আনন্দিত মুখে বললেন, ঝামেলার কথা শুনতে ভালো লাগে। ঝামেলা হবে, ঝামেলা মিটবে। মজাতো এই খানেই। শরিয়তুল্লাহকে নিয়ে চিন্তা নাই। আমার নিজের লোক। প্রয়োজনে তাকে কাজে লাগাই।

কুহুরানী খাটে পা উঠিয়ে বসে আছে। তার হাতে লম্বা একটা দড়ি। মোফাজ্জল করিম কাচি হাতে কুহুর সামনে চেয়ারে বসে আছেন।

কুহু বলল, দড়িটার যেখানে আপনার কাটতে ইচ্ছা করে কাটেন।

মোফাজ্জল করিম দড়ি কাটলেন। কুহু কাটা দড়ির দুই খণ্ড হাতের মুঠোয় নিয়ে ফুঁ দিল। কাটা দড়ি জোড়া লেগে গেল। মোফাজ্জল করিম বিড়বিড় করে বললেন, কী আশ্চর্য!

কুহুরানী বলল, ম্যাজিশিয়ান প্রফেসর বাবুলের কাছে শিখেছি। আপনার সঙ্গে কোনো একদিন আমার দেখা হবে, আপনি ম্যাজিক দেখে এত খুশি হবেন জানলে আরো ম্যাজিক শিখতাম। আমি এই একটাই ম্যাজিক জানি। কৌশলটা শিখায়ে দিব?

দাও।

কুহু হাই তুলতে তুলতে বলল, না থাক। সব কৌশল জানা ঠিক না।

মোফাজ্জল করিম বললেন, তোমার মনে হয় জ্বর আবার আসছে। চোখ মুখ লাল হয়ে যাচ্ছে। শুয়ে পড়।

আপনি কী করবেন?

কিছুক্ষণ লেখাপড়া করব। প্রতি রাতে তিনটা করে ইংরেজি শব্দ শিখি। দুই রাত বাদ পড়েছে।

কুহুরানী বিছানায় শুয়ে পড়তে পড়তে বলল, আপনি ঠিক করে বলুনতো, আপনি কি সত্যই আমাকে বিবাহ করবেন?

মোফাজ্জল করিম বেশ কিছু সময় চুপচাপ থেকে হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়লেন।

কুহু বলল, কেন করবেন?

মোফাজ্জল করিম বিড়বিড় করে বললেন, তোমার কোথাও যাওয়ার জায়গা নাই। বিয়ে না করলে তুমি যাবে কোথায়?

কুহু বলল, আপনার সম্মান আপনি বুঝবেন। আমার কী? আমার কিছু না। মধুবাবু একটা ছোট্ট কাজ করবেন?

অবশ্যই করব। বল কী কাজ?

আপনাদের স্কুলের শিক্ষক হাসান আলি নাম। জুম্মাঘরের পাশে অপেক্ষা করছে। তাকে বলে আসবেন যে আমি তার সঙ্গে যাব না। আমি এইখানেই থাকব।

মোফাজ্জল করিম বিস্মিত হয়ে বললেন, হাসান।

জি হাসান। উনি এসেছিলেন। উনি আমাকে এই অঞ্চলের বাইরে পার করে দেবার ব্যবস্থা করেছেন।

ও আচ্ছা।

কুহু বলল, এখান থেকে বের হয়ে যাবই বা কোথায়? আমার কেউ নাই।

কুহু চোখ মুছছে। তার চোখের কাজল লেপ্টে যাচ্ছে। চোখে কাজল মেখে কাঁদলে জোছনাকে যে রকম দেখাতো তাকে অবিকল সে রকম দেখাচ্ছে।

মোফাজ্জল করিম জুম্মাঘর থেকে ফিরে এসে দেখলেন কুহু ঘরে নেই। জাহানার শাড়ি সুন্দর ভাঁজ করে খাটের উপর রাখা। শাড়ির উপর চন্দ্রহার। সে যে কাপড়ে এই বাড়িতে ঢুকেছিল সেই কাপড়েই চলে গেছে।

সার্কাস পার্টির জলসা খুব জমেছে। কিছুক্ষণ আগে ছন্দা এবং কমলারাণীর গান শেষ হয়েছে। গানের সঙ্গে মীনাকুমারীর নাচ। খন্দকার সাহেবের নাচ খুবই পছন্দ হয়েছে। তিনি পাঁচশ' টাকা বখশিস দিয়েছেন। তাঁর আগ্রহেই একই নাচ আবার হচ্ছে।

এর মধ্যেই মনজু ঢুকে ইয়াকুবের কানে কানে বলেছে, কুহুরানী ফিরে এসেছে।

ইয়াকুব প্রায় অস্পষ্ট স্বরে বললেন, সে কোথায় ছিল, কী সমাচার কোনো কিছুই জিজ্ঞেস করবে না।

জি আচ্ছা।

সবাইকে বলে দাও কাল থেকে শো হবে।

টাকা খন্দকার বিরক্ত মুখে বললেন, ইয়াকুব তুমি কানাকানিটা বন্ধ কর। তুমি বড় ডিসটার্ব কর।

নয়াপাড়ায় সার্কাসের দল পুরো এক মাস থাকল। তারা চলে গেল অগ্রহায়ণ মাসের ১৮ তারিখে। তখন ধানকাটার মৌসুম শুরু হয়েছে।

যাওয়ার সময় সার্কাস পার্টির একটা গাড়ি থামল খায়রুন্নেসা আদর্শ হাইস্কুলের সামনে। কুহুরানী নামে এই দলের একটা মেয়ে নাকি হেডমাস্টার সাহেবের পা ছুঁয়ে সালাম করবে, তার দোয়া নেবে। স্কুলে বিরাট হৈচৈ পড়ে গেল। ছাত্ররা কেউ ক্লাসে থাকতে চাচ্ছে না। উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। ক্লাস থেকে বের হয়ে যেতে চাচ্ছে। বিএসসি স্যার হাসান আলি কঠিন ধমক দিলেন, 'অল কোয়ায়েট!'

কুহুরানী হেডমাস্টার সাহেবের পা ছুঁয়ে সালাম করল। উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, মাস্ক মানে মৃগনাভি, হয়েছে না স্যার?

মোফাজ্জল করিম হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়লেন।

কুহুরানী বলল, স্যার যাই?

কুহুরানীর চোখে জল। সার্কাসের মেয়ের চোখের জলের মূল্য কী? কোনো মূল্য নাই।

মোফাজ্জল করিমের ইচ্ছা হল, মেয়েটির মাথায় হাত দিয়ে দোয়া করবেন। তারপর মনে হল থাক সবাই তাকিয়ে আছে। কে কী মনে করবে!

হাসান আলি বলল, স্যার আপনি কুহুরাণীর মাথায় হাত রেখে একটু দোয়া করে দেন। আপনার দোয়া নিতে এসেছে।

কুহুরানী কেঁদেই যাচ্ছে। তার সারা মুখে কাজল লেপ্টে গেছে। কাজলের মাখামাখি হয়ে কী সুন্দরই না তাকে লাগছে!